সংযোগ

পঞ্চম বর্ষ
প্রথম সংখ্যা

শোক সংবাদ

সমিতির সদস্য, শ্যামবাজার আঞ্চলিক কমিটির অন্তর্ভুক্ত স্পেশাল রোজস্থ বিল্ডিংএ কর্মরত, উদয় শংকর সুর অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে প'ড়ে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে ১৬ই মার্চ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সদা মিষ্টভাষী, প্রিয়বন্ধুর এই অকাল বিয়োগ ব্যাথায় সহ-কর্মীদের মধ্যে গভীর বেদনার ছায়া নেমে আসে। উদয়শংকর সুরের স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধায় তাঁর শোকসন্তপ্ত প্রিয় পরিজনদের আমরা গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পঞ্চম রাজ্য সম্মেলনে গৃহীত আন্দোলনের সিদ্ধান্তসমূহ

(১) সরকারের সীমাহীন বঞ্চনা ও আক্রমণাত্মক নীতিকে মোকবিলা করে আলোচনার টেবিলে বসিয়ে দাবীগুলিকে ফয়সালা করতে বাধ্য করার জন্য **নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘট সহ লাগাতার সংগ্রামের লক্ষ্য** সামনে রেখে রাজ্যব্যাপী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।

(২) রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সর্বভারতীয় আন্দোলনকে তীব্রতর করার পাশাপাশি দেশের শ্রমিক-কর্মচারী সহ সংগঠিত সমগ্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থন অর্জন করা এবং এই রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সংগ্রামী ঐক্যের পরিধিকে ক্রমাগত সম্প্রসারিত ও দৃঢ়তর করে রাজ্যভিত্তিক আন্দোলনকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিতে হবে।

(৩) আন্দোলনের আশু কর্মসূচী হিসাবে ঃ—

(ক) ২৮-২৯শে এপ্রিল '৭৫ ঃ অফিসে অফিসে প্রতিবাদ সভা ও প্রস্তাব গ্রহণ করে কর্তৃপক্ষ ও মুখ্যমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ।

৩০শে এপ্রিল ঃ টিফিনে অফিসে গেটে বিক্ষোভ প্রদর্শন।

৩০শে এপ্রিল ও ২রা মে ঃ ***কালো ব্যাজ ধারণ ও পে-বয়কট।***

২রা মে ঃ অফিস ছুটির পর **মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ।**

(খ) এপ্রিল '৭৫ এর প্রথমভাগ থেকে **প্রতিবাদ পত্রে কর্মচারীদের স্বাক্ষর গ্রহণ অভিযান** ও মে মাসের শেষ দিকে কেন্দ্রীয়, জেলা ও মহকুমাগতভাবে গণডেপুটেশন মারফৎ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ।

(৪) সরকারের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে ধাপে ধাপে রাজ্যব্যাপী আন্দোলনকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নেবার প্রয়োজনে—ছুটি নিয়ে গণ অবস্থান, অফিস গেটে দীর্ঘস্থায়ী বিক্ষোভ প্রদর্শন, অফিস থেকে বেরিয়ে এসে বিক্ষোভ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের উচ্চতর ও জঙ্গী কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। অবস্থার গতি প্রকৃতির উপর দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(৫) আন্দোলনের মূল ধারাকে পরিপুষ্ট করার লক্ষ্য নিয়ে সুপরিকল্পিত-ভাবে সমিতিগত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি সমিতিগুলির সঙ্গে আলোচনা করে এই আন্দোলনের যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।

(৬) আন্দোলন সংগঠনের আবশ্যিক পরিপূরক—**তহবিল সংগ্রহ অভিযান** নিম্নরূপে পরিচালিত হবে।

(ক) জুন মাসের মধ্যে বিভিন্ন সমিতিকে নিজ নিজ তহবিল সংগ্রহ অবশ্যই শেষ করতে হবে।

(খ) আগষ্ট-সেপ্টেম্বর দু'মাস ধরে কো-অর্ডিনেশন কমিটির নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ চলবে। সর্বমোট প্রাপ্ত বেতনের ১% হিসাবে ২০০ টাকা পর্যন্ত কমপক্ষে ২ টাকা, ২০১-৩০০ টাকায় তিন টাকা, ২০১-৪০০ টাকায় ৪ টাকা, ৪০১-৫০০ টাকায় ৫ টাকা, ৫০১-৬০০ টাকায় ৬ টাকা এবং তদূর্ধ্বে প্রতি ১০০ টাকায় আরও এক টাকা করে। কূপনের মাধ্যমে এবং রাজ্য কো-অর্ডিশেন কমিটিগতভাবে এই সংগ্রহ চলবে।

রাজ্য সম্মেলনে ত্রিপুরার কর্মচারী-শিক্ষকদের সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণের সাথে আগামী ৩১২শে মার্চ পশ্চিমবাংলায় সর্বত্র 'ত্রিপুরা-দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়।

প্রচ্ছদ ঃ উপরে—বাম থেকে ভবতোষ রায়, সভাপতি অভ্যর্থনা কমিটি; অরবিন্দ ঘোষ; শান্তি দে, টি. ইউ. সি. সি.; রাজেন ভট্টাচার্য, শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য ও শান্তি ভট্টাচার্য, সভাপতিমণ্ডলী; যতীন চক্রবর্তী, ইউ. টি. ইউ. সি. বহুবাজার; পি. রামমূর্তি, সাধারণ সম্পাদক সি. আই. টি. ইউ.।

মধ্যে ও নীচে—প্রতিনিধি সম্মেলনের দুটি অংশ।

।। বিবৃতি ।।

১। পত্রিকার নাম— সংযোগ

২। প্রকাশের স্থান— পি, ডব্লিউ, ডি, অফিস,
নীলরতন সরকার হাসপাতাল, কলিকাতা-১৪

৩। প্রকাশের সময় ব্যবধান— ত্রৈমাসিক

৪। প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা— মুরারী মোহন মিত্র, ভারতীয়।
পি. ডব্লিউ. ডি. অফিস,
নীলরতন সরকার হাসপাতাল, কলিকাতা-১৪

৬। মুদ্রকের নাম ও ঠিকানা— ঐ

৭। সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা— পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয়
পি. ডব্লিউ. ডি. অফিস,
নীলরতন সরকার হাসপাতাল, কলিকাতা-১৪

৭। স্বত্বাধিকারী (শতকরা একভাগ
বা তাহার বেশী অংশের মালিকানা)—পশ্চিম বঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন।

আমি মুরারী মোহন মিত্র ঘোষণা করিতেছি যে উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

কলিকাতা — স্বাঃ মুরারী মোহন মিত্র
২৮.৩.৭৫ — মুদ্রক ও প্রকাশক

।। নিয়মাবলী ।।

- সংযোগ ত্রৈমাসিক পত্রিকা।
- শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারী আন্দোলন তথা শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রামের পটভূমিকায় যে কোনও ধরনের রচনা গৃহীত হবে।
- সমস্ত রচনাই কপি রেখে পাঠাতে হবে; লেখা মনোনীত না হলেও কোন লেখা ফেরৎ দেওয়া হয় না। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন ইত্যাদি সহ রচনা মনোনয়ন করার অধিকার সম্পাদকমণ্ডলীর।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য তিরিশ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ১.২০ টাক (ডাকমাশুল বাদে)। আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় কমিটি মারফৎ গ্রাহকভুক্তি করা হয়।
- পত্রিকা সম্পর্কিত যে কোনও সমালোচনা সাদরে গৃহীত হবে।
- পত্রিকা সংক্রান্ত পত্রালাপ সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতির সঙ্গে করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত

সংযোগ

পঞ্চম বর্ষ/প্রথম সংখ্যা
মার্চ, ১৯৭৫

সূচীপত্র

।। সম্পাদকীয়।।		
ধর্মঘটের পথেই মোকাবিলা হবে	৬	
।। কবিতা।।		
হে ভালবাসা আমায়	১৬	শুভাশীষ গুপ্ত
।। সমীক্ষা।।		
ধিক্কারই ওঁদের প্রাপ্য	১৭	ধীরাজ দত্ত
আইনের চোখে	৯৫	
এক নজরে তথ্য সংবাদ	৯৯	
।। ঘোষণা।।		
৫ম রাজ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত	২	
সমিতিগতভাবে আন্দোলনের কর্মসূচী	১২১	
।। রিপোর্টাজ।।		
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পঞ্চম রাজ্য সম্মেলন	১২	
মোহনলালের দেশ থেকে	১৭	
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলন	১০২	
দুটি সংগ্রাম	১০৭	
ভ্রাতৃপ্রতিম সমিতির সম্মেলন	১০৪	
দেশে দেশে সংগ্রাম	১১৩	
।। ২৫তম রাজ্য সম্মেলন।।		
সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	৩৯	
প্রস্তাব সমূহ	৫২	
আয় ব্যয়ের হিসাব	৭২	
।। সমিতি সংবাদ।।		
দপ্তরের খবর	৮১	অজিত দত্ত

।। সম্পাদকগুলী।।
পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়—সভাপতি, দীপঙ্কর বিশ্বাস, রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
অরুণ সেনগুপ্ত, অঞ্জন সেনগুপ্ত; নরনারায়ণ ঘোষ, সমীরণ গুহ

।। ধর্মঘটের পথেই মোকাবিলা হবে ।।

দেশব্যাপী খণ্ড খণ্ড আন্দোলনের কণ্ঠস্বরগুলি ক্রমশঃ পরস্পরের নিকটতর হচ্ছে। অসংখ্য মিছিলের প্রান্তিক মুখগুলি এখন স্পষ্টতর। অবিচার-বঞ্চনা -নিপীড়নের গাঢ় বলিরেখাগুলির মধ্যেও মানুষের কপালের রগ্‌গুলি ত্রিশুলের মত ফুলে উঠছে প্রতিজ্ঞা-দুর্জয় দৃঢ়তায়। ঈশানকোণের মুহূর্ত-গুলিতে সমাসন্ন দুর্জয় সংগ্রামের পূর্বাভাস।

এই প্রেক্ষাপটে "কে আছ জোয়ান", হাঁক দিয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পঞ্চম রাজ্য সম্মেলন, "অবসন্নতার কাঁধে হাত রাখ।" হ্যাঁ আর দেরী নয়। প্রস্তুতি গড়ো শহরে-গ্রামে, দপ্তরে-কাছারীতে—এবং ঘরে ঘরে।

আট টাকার মহার্ঘ-ভাতা দিয়ে কর্মচারী সমাজকে উচ্ছিষ্ট ভোজী হিসাবে চিহ্নিত করার সরকারের স্বৈরাচারী দম্ভকে এবার সমুচিত জবাব দিতে হবে। কর্মচারী সমাজের দারিদ্র্যের ক্ষতে অঙ্কুশ বিঁধিয়ে, যারা দু'লক্ষ যন্ত্রণার ঐক্যতান উপভোগে রোমান সম্রাটের মত চিত্ত বিনোদনের চাপা পাশবিক আত্মরতিতে মত্ত, এবার তাদের সুখের ঘরে পৌঁছে দিতে হবে সর্বনাশের বার্তাকে। তাই জোট বাঁধো। তৈরী হও।

'স্বাধীনোত্তর ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা জটিলতম মুহূর্তে', 'সংকটের তীব্রতা ও ব্যাপকতা যখন সারা দেশকে দ্রুত এক বাঁকের মুখে ঠেলে দিচ্ছে', তখন বিপুল সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির এই আহ্বান শুধু কথার কথা নয়। অঙ্কুরিত সম্ভাবনাকে মহীরুহে পরিণত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই লড়ায়ের এই রণধ্বনি।

সারাদেশের সংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বঞ্চিত অব-হেলিত পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমাজের আজকের দুরবস্থা

সম্পূর্ণতঃ সরকার সৃষ্ট। আজ থেকে মাত্র পাঁচ বছর আগেও এই কর্মচারী৪৪ দের বেতনভাতার পরিস্থিতি ছিল অন্য সমস্ত রাজ্য এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের চেয়েও উপরে। কিন্তু সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ লক্ষ্যে, বিশেষতঃ বর্তমান সরকারের আমলে, কর্মচারীদের এই আর্থিক দুর্গতি সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে এবং নিষ্ঠুর ও নির্মম তৎপরতায় সৃষ্টি করা হয়েছে। যে প্রশাসনের রথের রশিটা রয়েছে নীচু তলার কর্মচারীদের হাতে, তাঁদের দ'লে-পিষে, তাঁদের উপর দিয়েই প্রশাসনের রথকে চালিয়ে নেবার এই ভয়ঙ্কর প্রয়াসকে এবার তাই বাধা দিতেই হবে। দাবীদাওয়ার অস্বীকৃতি চলবে, ফাউ হিসাবে চলবে বরখাস্ত, সাময়িক বরখাস্ত, কথায় কথায় বেতনকাটা, শো-কজ, ব্রেক-সার্ভিস, সুপারসেশন, বদলি, পদোন্নতি-সওথায়ীকরণ-আধা-স্থায়ীকরণ-যোগ্যতাগত বাধা অতিক্রমণ বন্ধ—চলবে খুন, গুণ্ডাদের দিয়ে আক্রমণ, সন্ত্রাস, দৈহিক নির্যাতন; হামলা হবে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক ও ট্রেড-ইউনিয়ন অধিকারগুলির উপর—অন্যদিকে সরকারী দপ্তরগুলি থাকবে সচল আর 'কিং ক্যান্ ডু নো রঙ্' আপ্ত বানী শুনিয়ে গর্বীর উন্নতশির আত্ম-সন্তুষ্টিতে সতত আন্দোলিত হবে, তা কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না কর্ম-চারীরা। কর্মচারীদের দলন করে চাবুকের মুখে তাঁদের ক্রীতদাসে পরিণত করে প্রশাসনকে শক্তিশালী করার এই ছিন্নমস্তা নীতিকে আঘাত হানতে তাই আহ্বান জানিয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

স্বভাবতঃই 'মোকাবিলা'র উদ্দেশ্যে এই আন্দোলনের পর্বূসর্ত গড়তে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে প্রতিটি সমিতিকে-প্রতিটি কর্মীকে। বিগত গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনগুলির শিক্ষাকে বহন করে নিজেদের ঐক্যকে করতে হবে আরও ব্যাপক। যাঁরা আজও দ্বিধাগ্রস্ত, যাঁরা আজও বিভেদকামীদের সাথে প্রতিপদে ঠোক্কর খেয়েও হাঁটছেন তাঁদের সবার উদ্দেশ্যেই রাজ্য কো-অর্ডি-নেশন কমিটি এই উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে। শাসকদলের পতাকা কাঁধে নিয়েও পরিত্রাণ পাননি এফ. সি. আই. শ্রমিকরা—লড়ায়ে তাঁদের নামবতেই হয়েছে. নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে। সেই শিক্ষাকে মাথায় নিয়েই আসতে হবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বহির্ভূত প্রতিটি সংগঠনকে এই আন্দো-লনের আঙ্গিনায়। কেননা আক্রমণ আজ সর্বব্যাপক—এ থেকে কারোরই পরিত্রাণের কোন পথ নেই।

সঠিক শ্লোগানের ভিত্তিতে সময়োপযোগী করে সরকারকে কোণঠাসা

করার মত প্রত্যক্ষ সংগ্রামী কর্মসূচী রূপায়িত করতে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি কর্মচারী প্রত্যাশাও বাস্তবতার আলোয় উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে। গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে মতামত নির্বিশেষে জনগণের মধ্যকার বর্ধমান নতুন ঐক্যের পাশাপাশি কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে, মজুর-কৃষকের লড়াইও ক্রমবর্ধিষ্ণু। খাদ্য সমস্যা ও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাকে ভীতির পরিবর্তে সংগ্রামে রূপান্তরণের ইঙ্গিতও স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। জনগণ থেকে দ্রুত বিচ্ছিন্ন শাসকশ্রেণীর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বও আজ প্রকাশ্য রাস্তায় নেবে এসেছে। স্বভাবতই এই ইতিবাচক ও বিকাশমান ঘটনাবলীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেই কর্মচারী আন্দালনকে অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভবিষ্যতে জোরালো আন্দোলনের স্বার্থে ও পূর্বসর্ত হিসাবে স্বতঃসিদ্ধ, যে কর্মচারীদের আন্দোলনকেও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ শরিক হয়ে উঠতে হবে—গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিতে কর্মচারীদের অংশগ্রহণ করে তুলতে হবে নিশ্চিত—রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমটি দ্বিধাহীন কণ্ঠে এটাও ব্যক্ত করেছে। সংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারীদের, বিশেষতঃ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা ও বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শাসকশ্রেণীর বিভেদ সৃষ্টির কূট কৌশলকে পরাস্ত করতে এটাই হবে সর্বোত্তম পথ।

কর্মচারীদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র যৌথ সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাথে আলোচনার টেবিলে বসে কর্মচারীদের সমস্যার ফয়সালা না করার সরকারী অপপ্রয়াসকে কর্মচারীদের পক্ষে আর রেয়াত করা সম্ভব নয়। সম্মেলন বর্জ্রনির্ঘোষে একথাই জানিয়ে দিয়েছে যে দাবী-দাওয়া অর্জনের আন্দোলনের পর্যায়গুলির মধ্যে অবিলম্বে আলোচনায় না বসলে সরকারই কর্মচারীদের ঠেলে দেবে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘটের পথে। ত্রিপুরার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের লাগাতার ধর্মঘট থেকে সরকার আজও যদি শিক্ষা না নেয়, তবে পরিনামের অনিবার্যতাকে তারাই হাতছানি দিয়ে ডেকে আনবে।

পরিস্থিতির এই গুরুত্বকে মাথায় রেখে সর্বস্তরের সংগঠনগুলিকে আমাদের সাজাতে হবে। কর্মীদের জীবন্ত প্রচারক হিসাবে সম্মেলনের এই বার্তাকে পৌঁছে দিতে হবে। দিকে দিকে বিভেদ-কুৎসা-অপপ্রচারকে গুঁড়িয়ে দিয়ে ঐক্যের বাঁধুনীকে নিচ্ছিদ্র করে, সমগ্র সংগঠনের মধ্যে একটি মানুষের মত

ইচ্ছা ও প্রত্যয়ের মানসিক দৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে; সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে অসম বিকাশের দুর্বলতাকে মুছে ফেলে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতির মত জরুরী যে কোন ঘটনার মোকাবিলার জন্য সতর্ক প্রহরী করে গড়ে তুলতে হবে সংগঠনকে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলনের পাশাপাশি ১২ই জুলাই কমিটি ও সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের নেতৃত্বে আন্দোলন ছাড়াও, রাজ্য কর্মচারীদের মতই বিড়ম্বিত শিক্ষক, মিউনিসিপ্যাল কর্মচারী প্রভৃতিদের সাথেও যুক্ত আন্দোলনের প্রয়াসকে করতে হবে ত্বরান্বিত। অন্যদিকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মূল আন্দোলনের অন্তর্বর্তী সময়টুকু সমিতিগত আন্দোলনের মাধ্যমে একটি ঠাসা কর্মসূচীতে পরিণত করে প্রশাসনকে আলোড়িত করার লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হবে।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মহতী সম্মেলনের এই ঘোষণাকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে ও ক্ষ্যকে সর্বশক্তি দিয়ে কার্যকর করার জরুরী কর্তব্য বোধে আমাদের সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ২৬শে মার্চ '৭৫ তারিখে। কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি, বিগত বহরমপুর রাজ্য সম্মেলনের আন্দোলন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত এবং ১৯৭২-এর শেষার্ধ থেকে সমিতিগত ধারাবাহিক আন্দোলনের মাধ্যমে অবর সহ-বাস্তুকারদের মধ্যে সৃষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা ও দৃঢ় আস্থা এবং বেতন কাঠামোর পরিবর্তন সহ মূল দাবীগুলির প্রতি সরকারের ক্রমাগত অবহেলার ফলে ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের পটভূমিকায়, সমিতিগত আন্দোলনকে অবিলম্বে তীব্র করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৯৭১ সালে সমিতির অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিবের সাথে সমিতির ফলাফল শূন্য সাক্ষাৎকার ও পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সালে তিনবার সাক্ষাৎকারের সুনির্দিষ্ট লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েও পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ না করার ঘটনাসমূহ, অবর সহ-বাস্তুকারদের মানসে তিক্ততাকে চিরস্থায়ী করে রেখেছে। পরবর্তীকালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে সামগ্রিক কর্মচারী আন্দোলনের পাশাপাশি সমিতির ধারাবাহিক ও ব্যাপক আন্দোলনের চাপে মূল দাবীকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য সিলেশন গ্রেডের হার বৃদ্ধি ও পাশাপাশি বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'কনসোলিডেটেড টি. এ' প্রভৃতি ঘোষণায় আজ বিক্ষোভ সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি দাবীকণ্ঠকে রুদ্ধ করতে তথা বেতন কাঠামো সহ কোন জরুরী দাবীদাওয়া নিয়ে অবর সহ-

বাস্তুকাররা যাতে আন্দোলন না করতে পারেন, তার জন্য বিভেদকামীদের সহযোগীতায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে চরম অমর্যাদাকর ঘৃণ্য গেজেটিকরণ ব্যবস্থা—চাকুরীর প্রতিটি ন্যূনতম সুযোগ সুবিধাকে যে ব্যবস্থা পূর্ব আশঙ্কা মত অতি সম্প্রতি অক্টোপাসের বাহুগুলি দিয়ে ধীরে ধীরে ঘিরে ধরছে।

তাই সমস্যা থেকে পরিত্রাণটুকু পেতে শুধু নয়, সরকারকে তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সমিতির সন্দাথে বৈঠকে বসে দাবীদাওয়া মিটিয়ে নিতে বাধ্য করার দিকে অবর সহ-বাস্তুকারদের যেতেই হবে। আন্দোলনের স্তর-গুলিতে বিক্ষোভের গভীরতাকে উপলব্ধি করে সরকার যদি সেই পথে না যায় তবে অবর সহ-বাস্তুকারদের আন্দোলন গণছুটির স্তরেও উন্নীত হবে—একথা কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করছে। অবর সহ-বাস্তু-কারদের চেতনাকে আরও সমৃদ্ধ করা, সংগঠনকে সর্বস্তরে আরও কর্মচারী স্বার্থমুখীন করে গতিশীল ও উদ্যোগী করে তোলা, বিভেদকামী সংগঠনের প্রভাবিত বন্ধুদের সহ অবর সহ-বাস্তুকারদের মধ্যে এবং অন্যদিকে সর্বস্তরের বিশাল কর্মচারী সমাজের সাথে ঐক্যকে আরও নিবিড় ও দৃঢ়তর করার লক্ষ্য নিয়েই সমিতিগত আন্দোলন প্রতিটি স্তরে পরিচালিত হবে।

অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসেবে কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া সহ সমপরিমাণ মহার্ঘভাতা, প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম মজুরী, ওয়ার্কচার্জড্ সহ সর্বপ্রকার অনিয়মিত প্রথার অবসান, ১৫% বাড়ী ভাড়া ভাতা ও গ্রামাঞ্চলে ভাতার ঊর্ধসীমা বৃদ্ধি, ন্যূনতম ৮.৩৩% বোনাস, সর্বপ্রকার দমন-পীড়ন বন্ধ প্রভৃতি দাবীতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে যে সামগ্রিক আন্দোলন, তাকে সর্বতোভাবে শক্তিশালী করার অন্যতম প্রধান কর্তব্যকেও আমাদের প্রতিপালন করতে হবে এই আন্দোলনের মাধ্যমে। অবর সহ-বাস্তুকারদের প্রতি অবহেলা ও বঞ্চনাকে জনসাধারণের মধ্যে তুলে ধরার পাশাপাশি তাঁদের সমর্থন অর্জন, বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশীদার হবার মত মানসিকতা সৃষ্টি এবং পরিবারের মানুষদের আন্দোলনের সাথে আত্মিক বন্ধন গড়ে তোলাও সমিতি-গত এই আন্দোলনের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি বিভেদকামী সংগঠনের নেতৃত্বের উদ্দেশ্যেও আবেদন জানিয়ে বলেছে যে গেজেটিকরণের সর্বনাশা পরিণতি ও সরকারের বঞ্চনা ও দাবীদাওয়ার প্রতি সর্বাত্মক অস্বীকৃতিতে অবর সহ-বাস্তুকারদের জীবন যন্ত্রণার প্রতি আর মুখ ঘুরিয়ে থাকবেন না। দেশব্যাপী জনগণের মোহ-

মুক্তির পদসঞ্চারের প্রতি কান রাখুন। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের তীব্র সমস্যা ও অন্যদিকে তাঁদের লাগাতার সুতীব্র সংগ্রামের প্রস্তুতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য পরিমাপ করুন। ইতিহাসের দেয়াল লিখনকে চোখ বুঁজে অস্বীকার করার চেষ্টা করবনে না। শক্তির প্রশ্নে যে কোন সংকোচকে দূরে রেখে সামিল হোন অবর সহ-বাস্তুকারদের স্বার্থরক্ষার আন্দোলনে, মিলিত হোন কর্মচারী সমাজের অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতঃ, প্রতিটি দাবীদাওয়ার সুবিশাল ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম প্রবাহে। অবর সহ-বাস্তুকারদের মধ্যে মতামত নির্বিশেষে ঐক্যের জন্য যে আন্তরিক প্রত্যাশা তাকে আসুন আমরা পূর্ণতর রূপ দিই।

কিন্তু সংগ্রামের প্রস্তুতিতে অপেক্ষা করার মুহূর্তমাত্র সময় নেই। সমস্ত কর্মচারী সমাজের উদ্দেশ্যে আমাদের আবেদন—ঝেড়ে ফেলুন সমস্ত অবসাদ আর ক্লান্তিকে। সমস্ত আশঙ্কাকে দিন নির্বাসন। উপেক্ষা করুন সর্বপ্রকার স্তোকবাক্য আর প্রলোভনকে। অনৈক্যের বীজকে উপড়ে ফেলুন শেকড় সুদ্ধ। সরকারের আপাতঃ বলশালী চেহারাটার অভ্যন্তরে প্রতারাণা, ভণ্ডামী, ব্যাভিচার, স্বার্থপরতা, মিথ্যার বেসাতি, জনবিরোধী ও অত্যাচারের জল্লাদ বৃত্তির দুষ্ট কীটগুলি যে ঘুন ধরেয়িছে সেই অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে চিহ্নিত করুন নিজেতের সবলতা হিসাবে। আঘাত না পেয়ে যে নিডেকে সর্বশক্তি-মান ব'লে এত উচ্চকণ্ঠ, তাকে আঘাত দিয়ে বুঝিয়ে দিন তার বেলোয়ারী সামর্থথ্যটাকে।

সঙ্গে সঙ্গে তিলে তিলে যে ক্ষোভ ক্রোধে রূপান্তরিত হচ্ছে, ঘোষিত কর্মসূচীর প্রতিটি স্তরে তার সংগঠিত বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে একটি কর্মসূচী থেকে পরবর্তী কর্মসূচীতে নিজেদের সংগঠিত শক্তিকে অধিক তাপসঞ্চারী ক্ষমতায় রূপান্তরনের কাজ চালিয়ে যেতে হবে এক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মত। সর্বাত্মক প্রস্তুতি ও পরিস্থিতির বিকাশই নির্ধারিত করে দেবে মোকাবিলার সময়টিকে। 'সংঘর্ষ হামারা নারা হ্যায়' মুহূর্তটিকে অর্জন করার জন্য সর্ব-শক্তিকে নিয়োগের এই তো সময়।

তাই কমরেডস্, মনের তাপকে সংগ্রামী যত্নে রক্ষা করুন ঝড়-জল বা অযাচিত স্ফুলিঙ্ক থেকে। দাবীদাওয়া অর্জন করবোই, মোকাবিলা করবো সমস্ত উৎপীড়ন আর অত্যাচারকে—দিনের জীবন্ত তৎপরতার সাথে এই প্রতিজ্ঞাকে করুন নৈশস্বপ্নেরও সাথী। তাই কমরেডস্—শুকনো রাখুন মনের বারুদকে।

সরকারের সীমাহীন বঞ্চনা ও বল্গাহীন আক্রমণের মোকাবিলা করার শপথ ঃ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পঞ্চম রাজ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা

কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত জরুরী অর্থনৈতিক ও অধিকারগত দাবীদাওয়াকে ফয়সালা করতে জীবন জীবিকার আন্দোলন নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘট সহ লাগাতার সংগ্রামের লক্ষ্য সামনে নিয়ে ধাপে ধাপে উচ্চতর পর্যায়ে দুর্বার বেগে এগিয়ে চলবে।

পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের বহু সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পঞ্চম রাজ্য সম্মেলনে দক্ষিণ কলকাতার ত্যাগরাজ হলে প্রায় ৫৫০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ২২শে থেকে ২৪শে মার্চ '৭৫ তিনদিন ব্যাপী বিস্তারিত আলোচনার মধ্য দিয়ে সংগঠন আন্দোলনের এই সুস্পষ্ট দিকনির্দেশ ঘোষিত হয়েছে।

২২শে মার্চ সকাল সাড়ে দশটায় সর্বশ্রী শ্যামসুন্দর ভট্টাচায৪, রাজেন ভট্টাচার্য ও শান্তি ভট্টাচার্যকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতিত্বে সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলন পরিচালনা করতে সর্বশ্রী নরেন গুপ্ত, সুকোমল সেন, দীনেন গুহঠাকুরতা, শুভাশীষ গুপ্ত ও দেবেন চ্যাটার্জীকে নিয়ে ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়।

দেশে বিদেশে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের পুরোধা, গণ-আন্দোলনের পথিকৃৎ বিজ্ঞানী, শিক্ষক, চিকিৎসক, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতা সহ সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি আন্দোলনের অমর শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়।

অভ্যর্থনা কমিটির স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীভবতোষ রায়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের অন্যতম সম্পাদক ও কেরালা রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের অবিসম্বাদী নেতা ই. পদ্মনাভন। তিনি তাঁর ভাষণে দেশব্যাপী সংকটের উল্লেখ করে বলেন—শাসকশ্রেণী যেভাবে কর্মচারী তথা সমগ্র মেহনতী মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তাতে সারা দেশের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই একে

মোকাবিলা করা সম্ভব। এবং রাজ্যে রাজ্যে তারই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দানা বেঁধে উঠছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে যেভাবে ধ্বংস করার পথে এগুচ্ছে শাসকশ্রেণী, রাজ্যে রাজ্যে কর্মচারীসমাজকেও তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার যোগ্য ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তিনি। কেরালার দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ইউনিয়ন এবং সরকারের জঘন্য ও নির্লজ্জ ভূমিকার উল্লেখ করেন তিনি।

সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে সি. আই. টি. ইউ.-র সাধারণ সম্পাদক পি. রামমূর্তি বলেন—শ্রমিক কর্মচারীদের এই দুর্বিসহ জীবনের জন্য দায়ী সরকারের ২৭ বছরের দেশব্যাপী গৃহীত মানুষমারা নীতি। অথচ সরকার শ্রমিক-কর্মচারীদেরই এই অবস্থার জন্য অপরাধী সাব্যস্ত করে মাইনে কাটার 'ওয়েজ ফ্রীজ' আইন চালু করেছেন। একে রুখতে হলে সরকারী বেসরকারী কল কারখানার শ্রমিক শিক্ষক কর্মচারী সহ সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষকে সমস্ত প্রচলিত প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন—ইউ. টি. ইউ. সি. (বহুবাজার)-র নেতা যতীন চক্রবর্তী, টি. ইউ. সি. সি.র পক্ষে শান্তি দে, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের নেতা ও ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষে দীপেন ঘোষ, গণতান্ত্রিক আইনজীবি সংঘের পক্ষে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, এ. বি. টি. এর সাধারণ সম্পাদিকা অনিলা দেবী, বীমা কর্মচারীদের পক্ষে চন্দ্রশেখর বসু. এ. বি. পি. টি.-এর পক্ষে সুশীল দেবদাস এবং সি. আই. টি. ইউ.র (পশ্চিমবঙ্গ কমিটির) পক্ষে শান্তি ঘটক। সহমর্মিতা প্রকাশ করতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন যুব সংগঠন ও মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ তাঁর ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ প্রতিবেদন পেশ করেন। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ সহ বর্তমান পরিস্থিতি এবং পশ্চিমবাংলার বিশেষ জটিল অবস্থায় সংগঠন আন্দোলন সম্পর্কে ণাদের ইতিকর্তব্য বিধৃত করেন। "সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে" তিনি বলেন যে "সঙ্কট যত তীব্রই হোক, দুর্গতি ও দারিদ্র যত অসহনীয়ই হোক তার দ্বারা সংগ্রামের অগ্রগতি নির্দ্ধারিত হতে পারে না। সঙ্কটের কার্যকারণ সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন, সুবিন্যস্ত ও সুদৃঢ় সংগঠনই পারে সঙ্কটের তীব্রতা বৃদ্ধিজনিত পরিস্থিতিকে

কাজে লাগিয়ে দুর্বার সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে সেই সংগ্রামকে সঠিক লক্ষ্যাভিমুখী করে এগিয়ে নিয়ে যেতে। সংগঠনের এই নির্দ্ধারিত ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন থেকে সর্বস্তরের কমিটি ও কর্মী বাহিনীকে এবং প্রতিটি সমিতিকে পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে সর্বপ্রকার ন্যস্ত দায়দায়িত্ব প্রতিপালন করতে হবে।" বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি বলেন—"রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের নিজস্ব আংশিক দাবীদাওয়া বা মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধানের স্বার্থেই রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের রাজ্যের বা দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হওয়া প্রয়োজন এবং নিজস্ব অবস্থান জনিত স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এবং তার সীমাবদ্ধতার প্রশ্নটি বিবেচনার মধ্যে রেখেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলনকে অগ্রসর হতে হবে।" এবং "ভূমি সমস্যা ও কৃষক সংগ্রামের তাৎপর্য সম্পর্কে কর্মচারীদের সচেতন করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের সম্পর্কে কতগুলি প্রাথমিক দায়িত্ব পালনের দিকেও কর্মচারীদের অগ্রসর হতে হবে। কৃষকদের সম্পর্কে কর্মচারীদের সহানুভূতি ও বন্ধুত্বমূলক মনোভাব গড়ে তোলা, কৃষকদের ফসল রক্ষা, ক্ষেত মজুরের মজুরীবৃদ্ধির দাবী থেকে শুরু করে জমির দাবী পর্যন্ত আংশিক ও মৌলিক দাবীগুলির প্রতি সমর্থন জানানো, কার্যক্ষেত্রে কৃষকদের সংগে ঘনিষ্ঠ কর্মচারীদের সরকারী দায়িত্ব পালন এবং আচার আচরণে দৃষ্টিভঙ্গীতে কৃষকদের বন্ধু হিসাবে স্থান গ্রহণ এবং তারই সঙ্গে যথাসম্ভব কৃষকের আংশিক ও মৌলিক দাবীর আন্দোলনের প্রতি সক্রিয়ভাবে সমর্থন ও সহানুভূতি প্রকাশের জন্য রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনকে প্রস্তুত হতে হবে।"

প্রতিবেদনের ওপর ৪৬ জন প্রতিনিধি বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন। অভিজ্ঞতার আলোকে মূল্যবান আলোচনাগুলিকে গ্রহণ করে জবাবী ভাষণ দেন সম্পাদক এবং কিছু কিছু সংশোধনী ও সংযোজনী সহ সমগ্র প্রতিবেদনটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কোষাধ্যক্ষ বিধুভূষণ সাহা কর্তৃক পেশকৃত পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের হিসাব প্রতিনিধিদের দ্বারা আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়। গত ১১ মাসের অপরীক্ষিত হিসাবও সভায় পড়ে শোনান কোষাধ্যক্ষ।

প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন ও মহার্ঘভাতা, অটোমেশন ও ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে, গেজেটেডকরণের বিরুদ্ধে, খাদ্যসংকট ও মূল্যবৃদ্ধি রোধ, মজুরী সংকোচন আইন প্রত্যাহার, আমূল ভূমি সংস্কার ইত্যাদি সহ গুরুত্বপূর্ণ দাবী-

দাওয়া সম্পর্কিত মোট ১৬টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যুগ্ম সম্পাদক অজয় মুখোপাধ্যায়। আন্দোলন সম্পর্কিত প্রস্তাবও পৃথকভাবে প্রতিনিধি সভায় পেশ করেন তিনি। এরপর প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি প্রস্তাবগুলি, আগামী আন্দোলন সম্পর্কে এবং আঞ্চলিক সাংগঠনিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা উপস্থিত করেন এবং সংগ্রামী মেজাজের এক দীপ্ত প্রহরে সর্বসম্মতিভাবে সেগুলি গ্রহণ করা হয়।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব তোলেন সুকোমল সেন এবং সেটিও আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রতিনিধিদের দ্বারা গৃহীত হয়।

অন্তর্ভুক্ত ২৭টি সমিতি-প্রেরিত ৫৪ জনের কেন্দ্রীয় কমিটির নাম পড়ে শোনান শুভাশীষ গুপ্ত এবং বিদায়ী কমিটির পক্ষে সুকোমল সেন উত্থাপন করেন সভাপতি সহ কর্মকর্তাদের নামের প্যানেল। দেবেন চ্যাটার্জী তাঁকে সমর্থন করেন। সর্বসম্মতিক্রমে এবং বিপুল করতালির উত্তাপে নির্বাচন পর্ব শেষ হয়।

সভাপতি পদে নির্বাচিত হন	ঃ	শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য
সহ সভাপতি	ঃ	রাজেন ভট্টাচার্য
"	ঃ	শান্তি ভট্টাচার্য
সম্পাদক	ঃ	অরবিন্দ ঘোষ
যুগ্ম সম্পাদক	ঃ	অজয় মুখোপাধ্যায়
কোষাধ্যক্ষ	ঃ	বিধুভূষণ সাহা
দপ্তর সম্পাদক	ঃ	শুভীশীষ গুপ্ত

সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণের শেষে পঞ্চম রাজ্য সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষিত হয়। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রচার বিভাগ কর্তৃক সম্মেলনের মঞ্চের পিছন দিকে পোষ্টার প্রদর্শনী সবাই-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯১৭ সালে রুশদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও তার ঢেউ এদেশে আসার সময়কাল থেকে রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ও তার বিকাশের পর্বটি শতাধিক পোষ্টারে কর্মীশিল্পীদের উদ্যোগে প্রতিনিধিরা অনুপ্রেরণা সঞ্চয় করেন। সাংস্কৃতিক বিভাগের গণসংগীত ও সম্মেলন শেষে নাটিকা উপস্থিত সবাই-এর চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে।

হে ভালবাসা আমার

শুভাশীষ গুপ্ত

পল্লবিত ভালবাসা আজও অমলিন
আমার এই স্বদেশী-বিদেশে।
শতাব্দীর ক্লান্ত পথে, কোমলে-কঠোরে
ওগো ভালবাসো—
ম্লানহীন বিশুষ্ক ফুলে, যেন কত তাচ্ছিল্যে
চিড়খাওয়া জীবনের আরসীতে
সাজো বারোমাস—
দূরে রেখে রিরংসার সর্ব-সর্বনাশ;
মন্দাক্রান্তা ক্ষুধাপূর্ণ বর্ষময়-দিনে
অশ্রুজলে অন্ধকারের পরমান্ন রেঁধে
তুমিই জোগাও পরিতৃপ্তি—
হে ভালবাসা আমার
তোমাতেই অনুকৃতি আপন স্বীকৃতি।

তাই অধীনতার স্বাধীনতায়
কত শোক-বিয়োগ-ব্যথায়
সংঘর্ষে আবর্তিত চলচ্চিত্র এই পরিবেশে—
ঊষর মৃত্তিকা চষি
নবান্নের নিশ্চিত বিশ্বাস।

মোহনলালের দেশ থেকে—

ঝোপ-ঝাড়, নালা-নদী, অরণ্য-পর্বত পেরিয়ে, শ্বাপদের হিংস্র থাবার সঙ্গে লড়াই করে প্রেতাত্মার কালের ভেতর দিয়ে পঁচিশ বছরের যৌবন অভিষিক্ত হল 'তাজী বোররাক।' তাজা যৌবন নিয়ে মশাল মুখে এগিয়ে চলেছে—সামনে কত না উত্থান-পতনের সাক্ষী হয়ে থাকা, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা বুকে নিয়ে কুলকুল রবে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে গঙ্গা—এই তো মোহনলালের কত সাথের ভূমি—স্বপ্নের বাংলার এককালের প্রাণকেন্দ্র—জেলা মুর্শিদাবাদ।

ডিসেম্বরের চব্বিশ। একদিকে বহরমপুর কোর্ট স্টেশন, অন্যদিকে খাগড়া-ঘাট, মাঝাখানে ৩৪নং জাতীয় সড়ক। হাতছানি দেয় কৃষ্ণনাথ কলেজ-স্কুল। চিন্তায় সৈনিকের একাগ্রতা আর রজতজয়ন্তী সম্মেলনকে আন্দোলনে উন্নীত করার শপথ নিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণ অবধি উন্নয়নশালার অন্যতম শিল্পীদের প্রতিনিধিরা বেসক্যাম্পের নির্দেশমত বোঝা কাঁধে এগোচ্ছেন। অভ্যর্থনা কমিটির দপ্তর—এম্‌প্লিফায়ার একটানা বলে চলেছে—'রিপোর্ট করুন'। ডেলিগেট ফি জমা দিয়ে কাগজপত্র নিন, জেনে নিন কোন ঘরে থাকবেন।

হনহন করে এগিয়ে চলেছেন প্রতিনিধি 'আরে দিলীপ না, চেনাই ত যাচ্ছে না। হার্টের beatingটা কি আগের মতই?—কি বলি, একদম কমে নি? তা এবারও এলি?' জ্বলন্ত বিশ্বাস দিয়েওেছ প্রত্যুত্তরে, পুরিয়াগুলো পকেটে পুরে চলে এলাম। কি করব বল, দিনটা যতই এগোয় থাকতে পারিনারে। কেমন যেন টনটন করে ওঠে। এবার দেখবি, অনেকদিন ভাল থাকব।' মুহূর্তের অবসরে পুরোনো দুই-সুহৃদের আলাপনে প্রেরণা পায় নতুন এক আগন্তুক। দপ করে জ্বলে ওঠা টুকরো আগুনের তাপ নিয়ে জড়তা পুড়িয়ে এগিয়ে চলে প্রতিনিধি।

সময় এগোচ্ছে। গভীর রাত অবধি আসছেন ডেলিগেটরা। পরিচয়পত্র দেখানো থেকে রাতের আহার, প্রতিস্তরে ভলানটিয়ার্সের উষ্ণ অভিনন্দন সুসমাপন, শেষে ধূমপানের আমেজ, অবসরে শয্যায় গা এলিয়ে লড়াকু প্রচ্ছদে চোখ বুলিয়ে ফাইল খুলে প্রতিবেদনের গভীরে প্রবেশ—এক সময়ে নিস্তব্ধতা নেমে এল প্রশস্ত চত্বরে।

পরের দিন। 'কমরেডস্, উঠুন, বেড টী।' আবার আঙ্গিনায় মুখরতা। পূর্বদিগ্বলয় ঊষাকালের রক্তিম সৌন্দর্যে মহীয়ান। অতিদ্রুত প্রাকৃতিক আহ্বান থেকে মুক্ত হয়ে প্রত্যেকেই তৈরী হচ্ছেন। এগিয়ে এল স্মরণীয় লগ্ন ৮টা ৩০ মিনিট। শহীদ বেদীতে মালা দিলেন সমিতির প্রিয় সভাপতি কমঃ রোহিনীকান্ত ব্যানার্জী। এক মিনিটের নীরবতা।

'শহীদ, তোমায় ভুলিনি, ভুলব না মোরা।' শ্লোগানে মুখরিত চত্বরে মিছিল করে সম্মেলন কক্ষের দিকে এগোচ্ছে প্রতিনিধিরা। সিঁড়ির দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উত্থিত বজ্রমুষ্টি অভিবাদন জানাল লড়ায়ের সামনের সারির সৈনিকদের। একে একে সব আসন নিচ্ছেন।

'সম্মেলনের মঞ্চ থেকে হাঁকছে কারা, বলছে ডেকে...উঠল তুফান, সাগর থেকে...।' রণসাজে সজ্জিত কক্ষ থেকে উঠেছে আওয়াজ। সকলের দৃষ্টি ডায়াসের দিকে। সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচিত হল, আসন গ্রহণ করলেন সর্বশ্রী রোহিনীকান্ত ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ দত্ত, রমনী মোহন সরকার। শোকপ্রস্তাব উত্থাপিত হল, সম্মেলন শ্রদ্ধা জানাল অমর শহীদদের, শপথ নিল তাদের শুরু করা কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। অভ্যর্থনা কমিটির তরফে প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে কমঃ হিমাংশু মুখার্জী সেলাম জানালেন ক্রমবর্দ্ধমান জীবন যাতনায় ক্ষত-বিক্ষত মুর্শিদাবাদের মেহনতী জনতাকে, এ ভূগোল আলাদা নয়, এ জেলার মুখমণ্ডলেই আমরা দেখতে পাই সারা ভারতের অবয়ব।' গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আশা প্রকাশ করলেন। সাফল্য কামনা করে সম্মেলন উপসমিতির বক্তব্য তুলে ধরলেন যুগ্ম-আহ্বায়ক সুশীল কুমার সিংহ। সম্মেলন উদ্বোধন করলেন সারাভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের অনারারী প্রেসিডেন্ট রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক প্রিয় নেতা কমঃ অরবিন্দ ঘোষ। দীর্ঘ বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্যে আজকের সমস্যায় ঘেরা নানাদিক, রাজ্যে রাজ্যে কর্মচারী তথা অন্য স্তরের লড়াইয়ের ইতিবাচক দিক তুলে ধরে আহ্বান জানালেন 'ওয়েজ ফ্রীজের চেয়েও বড় আক্রমণ রুখবার শক্তি

অর্জন করাই আজকের কর্তব্য হোক।' কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা প্রধান অতিথি কমঃ রাজেন ভট্টাচার্য অভিনন্দিত করলেন গেজেটেটর বিরুদ্ধে আন্দোলনের ইতিহাস রচয়িতাদের, আবেদন জানালেন 'সব আঘাতকে মোকা-বিলা করার মধ্য দিয়েই কাঁটা সরিয়ে সামনে এগোতে হবে।'

'শাসকের চক্রান্ত চূর্ণ করে এগিয়ে যাবার লক্ষ্য নিয়ে সম্মেলন আলোচনা করবে'—বলিষ্ঠ আশা প্রকাশ করলেন জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম নেতা কমঃ প্রভাত রায়চৌধুরী। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী সমন্বয় কমিটির বক্তব্য তুলে ধরলেন কমঃ অলোক ঘোষ।

নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই দুপুর পৌনে দুটোয় প্রতিনিধি অধিবেশন সুরু হল। মনোনীত হল স্টীয়ারিং কমিটি, মাইন্যুটস কমিটি। প্রতিবেদন পেশ করলেন সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সুদীর্ঘ রিপোর্টে তুলে ধরলেন বিগত বছরের সংগ্রামের মূল্যবান দলিল। বিস্তৃতভাবে পেশ করলেন বর্তমান জটিল অবস্থার পটভূমি। সর্বমুখী আক্রমণের সামনে মেহনতী মানুষের দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবার ইতিহাস। সময় এগোচ্ছে। সম্মেলন কক্ষে একটি কণ্ঠস্বর—প্রতিনিধিরা তাল মিলিয়ে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে রিপোর্টের জ্বলন্ত হরফগুলোয়। কঠোর দায়িত্বের আহ্বান ছত্রে ছত্রে—দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করতে চাই আমাদের তথা শ্রমজীবী জনগণের অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য। অবস্থা সুনির্দিষ্ট-ভাবেই এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আগামী বছর গ্রাম ও শহর এক নতুন উদ্দীপনাময় শক্তি নি য়ে লড়াই করবে। তাই আমাদেরও তৈরী থাকতে হবে। লড়াইয়ের প্রতিটি স্তরে অংশীদার হতে হবে। 'ধৈর্যের বাঁধভাঙ্গা পরিস্থিতিতে অবর সহ-বাস্তকাররা কোন বাধাই মানতে প্রস্তুত নন। আজ আক্রমণ শুধু চাকরীর সর্তা-বলীর উপরমাত্র নয়, ছাঁটাইয়ের আঘাত আজ নেমে এসেছে। এই সময়ে সামান্য নিশ্চেষ্টতা আত্মহত্যার সামিল হবে। সেই আত্মহত্যার পথ মানুষের সচেতনতায় আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। তাই কমরেডস্! পথ একটাই—তা হল সংগ্রাম। নান্যপন্থা।

সমগ্র অবর সহ-বাস্তকার সমাজের দূরবীন তিনশ জোড়া উন্মিলীত আঁখি সামনে নিবদ্ধ। তিল তিল করে গড়ে তোলা তহবিলের খুঁটিনাটি তুলে ধরলেন কোষাধ্যক্ষ শঙ্কর সেনগুপ্ত।

গরম চায়ে গলা ভেজাবার সাময়িক বিরতির অবসরে তৈরী হচ্ছেন ডেলি-গেটরা। এরপর এক বছরের নিরবচ্ছিন্ন ফাঁকে এক সংগ্রামী সংগঠনের

বাহাত্তরজন প্রতিনিধি দীর্ঘ চৌদ্দ ঘন্টা ধরে অভিজ্ঞতার আলোকে সামগ্রিক পর্যালোচনা করলেন। চারপাশের পট নানা রঙ নিচ্ছে; একটানা কাজকে একই সুতোয় গেঁথে দুমুখ বেঁধে দিতে হবে; প্রতিটি পলের ব্যবহারই দেবে সেই রূপ। তাই চাই শিল্পীর দক্ষতা—সে দক্ষতা অর্জনেই এত প্রয়াস।

...'কারা যেন তবু দ্যাখ মরুর উটের মত বালিয়ারি ভাঙে/তাদের চোখের কোণে মৃত্যুপণ কিসের এষণা/ হোক না সমুদ্র দূর তবু তারা সময়ের চাবিকাঠি ধরে ঠিক/ পেয়ে যায় অনাঘ্রাত পুষ্পের সকাল'...

কুমারিকা অন্তরীপ থেকে উত্তরে কারাকোরামের কোল, আরব সাগরের উপকূল থেকে বর্মা সীমান্ত—এই চৌহদ্দীর ভেতর আর গোলকের নাম না জানা নানা প্রান্ত থেকে আসা খণ্ড খণ্ড লড়াই থেকে উত্তাপ নিল সম্মেলন। গাঁয়ের মানুষের কথা বলেছে সম্মেলন—ভূমির কথা, কৃষকের কথা। 'সোনালী ফসলের স্রষ্টার উপর নেমে এসেছে আঘাত। কৃষকের মৃত্যু ঘটলে শ্রমিক-কর্মচারীর লড়াই এগোতে পারে না।' তাই 'আন্দোলনের কোরাস সৃষ্টি করতে মেহনতী সবাইকেই আগুয়ান হতে হবে। তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে।' আকালের বিভীষিকা স্মরণ করেছে সম্মেলন। 'একদিকে বিভীষিকা, অন্যদিকে হিমালয় প্রমাণ বঞ্চনা, সঙ্গে রয়েছে জালিম শাহীর জবরদস্তি। কিন্তু প্রতিবাদের ভাষাকে উপড়ে ফেলা যায় না। নির্যাতকের বন্দীকারার সত্য কখনো শক্তি হারাতে পারে না।' দাবী মিটবে না, পালটা হব আক্রান্ত, হব আকালের বলি, আর সামনের যন্ত্রটা বিগড়াবে না—এত হতে পারে না। তাই 'অবজ্ঞার তাপ দিয়েই জ্বালার বজ্রশিখার মশাল। আর অনাগত সেই ভবিষ্যতেই হবে রূঢ় বাস্তব।'

প্রতিনিধি অধিবেশন এগিয়ে চলেছে। অভ্যর্থনা ত্রুটিহীন ব্যবস্থা। কমঃ হিমাংশু মুখার্জীর নেতৃত্বে কমিটির সদস্যরা সবদিকেই নজর রেখে চলেছেন। 'শরীর খারাপ লাগছে, নীচে অফিসঘরে যোগাযোগ করুন কক্ষে বুকে ব্যাজ এঁটে ঢুকছেন কিনা, বিদ্যালয়ের তোরণ পেরিয়ে কেউ যাচ্ছেন কিনা, সদা জাগ্রত প্রহরা। না, এঁরা যে সব কঠিন সংগ্রামের শৃংখলায় আবদ্ধ সৈনিক। বিস্ময় প্রকাশ করেছেন ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের কমরেডরা। প্রতি দফে দুটো ব্যাচেই আহারের পর্ব শেষ—বিস্ময়ের কথাই বৈকি। একমাত্র প্রত্যুষকালে স্নানাদি সারতে তোরণ পেরিয়ে উন্মুক্ত আকাশ দেখার অনুমতি মিলেছে। যে দিকেই চোখ পড়ে পোসচারে ছেয়ে রয়েছে, লাল কালোর প্রদর্শনী। না, শুধু এ শহরেই নয়, সংগঠনের কর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সাগর পারের কাকদ্বীপ থেকে ধ্যানগম্ভীর

হিমালয়ের কোল অবধি একই প্রদর্শনী। আর তোরণের দু পাশটায় নতুন এক এক্সিবিট সমিতির ইতিহাসে অভিনব। একদিকে রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের শিশুকাল থেকে আজ পর্যন্ত নানা স্তর, অন্যদিকে সমিতির মুখপত্রের প্রথম অবস্থা থেকে 'সংযোগে' উত্তীর্ণ হবারইতিহাস ধারাবাহিকতার মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। চোখ পড়ে যায় বিদ্যালয়ের E আকারের রেলিঙএ—লাল-নীলের পটে অঞ্চলগুলো শোভা পাচ্ছে। বিরতির অবসরে সোনালী রোদে একটু গা এলিয়ে দেয়া, পুরানো নতুনে মিলে সখ্যতা—এক অপরূপ সৌহার্দের পরিবেশ। ফাঁকে ফাঁকে আলোচনা চলছে, নানা লড়াইয়ের পরিক্ষীত কর্মী থেকে নতুন আগন্তুক—ব্যক্তির কথা, নতুন লড়াইয়ের ভাবনা আর দুনিয়ার তিন ভাগের এক ভাগ নতুন দুনিয়ার কত না উপকথা। আবার এসেছে ডাক—এমপ্লিফায়ারের নির্দেশমত ফাইল বগলদাবা করে হলে প্রবেশ। এদিকে পালা করে অভিনন্দন বার্তা আসছে সুদূর জম্মু ও কাশ্মীর থেকে, আসছে ত্রিপুরা আর নানাদিক থেকে। 'সম্মিলিত সংগ্রামের বার্তা আনে মুক্তর বারুদ।' শপথ নিলেন প্রতিনিধিরা। চুয়াত্তরের নানা লড়াই থেকে শিক্ষা নিয়ে বললেন...'পরিস্থিতির ইতিবাচক দিক অনুযায়ী নিজস্ব আন্দোলনকে ধাপে ধাপে আরও উঁচুতে নিয়ে যাওয়ার উপযোগী সংগঠন গড়ে তোলাই আগামীদিনের লক্ষ্য হোক। মহম্মদী বেগেদের কথা ভোলেনি সম্মেলন। '৭৪ সাল ঐক্যে গড়ার লক্ষ্যে প্রতিপদে মীরজাফরের কলঙ্কচিহ্ন বিভেদপন্থীর ললাচে এঁকে দেবার এক স্মরণীয় কাল।...' উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ে তোলার অন্তিম আকাঙ্ক্ষায়—ডাক দেওয়া হয়েছে ঐক্যের—ঐক্য, ঐক্যের জন্য নয়, বিভেদের জন্য নয়, ঐক্য সংগ্রামের জন্য।

সুস্থ সামাজিক মূল্যবোধের কারণে উপযুক্ত সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রয়োজন-বোধ করেছেন প্রতিনিধিরা। সংগঠনকে গৃহাঙ্গনে নিয়ে যাবার শপথ নিয়েছেন। 'সংযোগ'কে হৃদয়ের গভীরে গাঁথতে হয়েছেন প্রতিশ্রুত।

দীর্ঘ জবাবী ভাষণে সাধারণ সম্পাদক বললেন 'আজ একটি মিছিল কাল সমস্ত মানুষকে এক জায়গায় আনতে পারে, এই কর্মসূচীই আগামী দিনে বড় লড়াই গড়ে তোলে। সৈন্যবাহিনী ব্যারাকে থাকলেও চুপচাপ বসে থাকে না। জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে আগামী দিনে সৌধ নির্মাণ করতে গেলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিচারে রাখতে হবে। এই বিষয়গুলোকে কর্মচারীদের গ্রহণ করাতে হলে চাই পরমাণুসম আত্মত্যাগে প্রস্তুত কর্মীবাহিনী। প্রতিনিধিদের সচেতনাকে অভিনন্দিত করে সম্পাদক আহ্বান

জানান—'আমাদের task বাস্তবায়িত করতে হলে আলোচনাকে কাজের মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে হবে। শেণী সচেতন দৃষ্টিভঙ্গীতে শিক্ষিত হতে হবে, আজকের দিনে এটাই চাহিদা।' সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিবেদন গৃহীত হলে আয়ব্যয়ের উপর আলোচনা চলে। কোষাধ্যক্ষ শঙ্কর সেনগুপ্তের জবাবের পর সম্মেলনে Accounts গৃহীত হয়।

*　　*　　*

'যেমন থাকে আন্ধার কেশে
সিঁথির সিন্দুর রেখা
আন্ধার মেঘে জ্বলে যেমন
বিজুলির লেখা
যেন তেমনি চোখে থাকে
দেশের জটিল কুটিল বাঁকে
(সবাই) যাই যেন একসাথে।।'

অধিবেশনের সুরুতে সকাল সন্ধ্যায় জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাংস্কৃতিক শাখার শিল্পীরা প্রেরণা যোগাচ্ছেন। সঙ্কটময় মুহূর্তে আগামী বছরের সম্ভাব্য আন্দোলনের নিরীখে খসড়া প্রস্তাব পেশ করেছেন যুগ্ম সম্পাদক কমঃ বিমল ঘোষ দস্তিদার।

প্রতিনিধি অধিবেশনের শেষে প্রথম দুদিনই রাত বারোটায় বিশেষ আলোচনা সভার ব্যবস্থা হল। ২৫শে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যার উপর বললেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের কলকাতা শাখার সভাপতি শ্রীসত্যব্রত সেনগুপ্ত। ২৬শের বক্তা ছিলেন শ্রীসুকোমল সেন। ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশ ও শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয়ের উপরেই আলোচনা চলল। মূল্যবান সুচিন্তিত Symposium দুটিতেই প্রতিটি প্রতিনিধি যোগ দিলেন রাত দুটো পর্যন্ত।

বিশেষ সংযোগের সংগ্রামী প্রচ্ছদ উল্টে কমঃ কে জি'র ছবিটায় চোখ বুলিয়ে অনেক কিছুই মনে পড়ে যায়, তারপর ভেতরে ঢুকে মানস ঘোষের 'নতুন পাঠশালা'র নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ নেয় প্রতিনিধিরা।

২৭শে ডিসেম্বর। খসড়া প্রস্তাব সংশোধিত হল, কিছু সংযোজিত করে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলেন যুগ্ম সম্পাদক পঙ্কজ ব্যানার্জী। সম্মেলন গ্রহণ করল প্রস্তাব। এবার নির্বাচনের পালা। সর্বসম্মতিক্রমে ৫১ জনের এক

শক্তিশালী কার্যকরী কমিটি গঠিত হল। সভাপতি নির্বাচিত হলেন শ্রদ্ধেয় দাদা রোহিনীকান্ত ব্যানার্জি, সহ-সভাপতি পদে সর্বশ্রী অশোক কুমার সেন, বিশ্বনাথ দত্ত, রমনীমোহন সরকার।

এরপর সমালোচনা থেকে আলোচনা আর সাজেশন একই খাতে বয়ে চলল সমিতির প্রিয় নেতা কমঃ শুভাশীষ গুপ্ত। বিশ্লেষণাত্মক আবেগমথিত ভাষণে, কমরেডস্, গৃহের কোণটায় জ্বলন্ত অঙ্গার, উপরে চাপানো কড়ায় আপনজনের চোখের জল মিশে হচ্ছে পায়সান্ন, প্রশ্ন—আর কতদিন এভাবে চলবে? তাই আসুন সম্মেলন থেকে শিক্ষা নিয়ে, বিজ্ঞানী আইনস্টাইনে থিওরী স্মরণ করি, যেন ভুলে না যাই সিঁড়ি ভাঙ্গা অঙ্কের সমাধানের ধাপগুলো।

প্রতিনিধি অধিবেশন সমাপ্ত হলে আবার দেখা গেল ফুজিয়ামা ভিসুভিয়াসের ফুটন্ত লাভা। বিকেল তিনটের ভেতর পাশের জেলাগুলো থেকে দলে দলে এস. এ. ই'রা আসছেন। কমঃ পবিত্র মুখার্জীর নির্দেশে অঞ্চলগুলো পজিশন নিচ্ছে। এরপর ঠিক বিকেল চারটায় শুরু হলো পথ চলা, মিছিল। বর্ণাঢ্য ফেস্টুন, চাটাইপোস্টারে শোভিত হয়ে বহরমপুর শহরে রাজপথ দিয়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে প্রায় শচারেক অবর সহ-বাস্তুকারের এক কনভয় এগিয়ে চলেছে। পথচারী, বাড়ীঘর, দোকানপাট থেকে উৎসুক দৃষ্টি—কদমে কদম মিলিয়ে চলার কোনই ক্লান্তি নেই। 'লড়াই কোরে বাঁচতে চাই' প্রদীপ্ত শপথের বরাভয়ে উত্থিত বজ্রমুষ্টি—হাতের নীলশিরা ফুলছে!

একসময়ে কনভয় ঘুরে এসেছে সম্মেলন স্থলে। সন্ধ্যায় সুরু হল প্রকাশ্য সমাবেশ। সুরুতেই প্রতিনিধি অধিবেশনের প্রাণবন্ত রিপোর্টিং রাখলেন বিদায়ী যুগ্ম-সম্পাদক কমঃ বিমল ঘোষদস্তিদার। প্রধান অতিথির ভাষমে রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম নেতা শ্রীচিত্ত সেন চারপাশের ভয়াবহ অবস্থার ব্যাখ্যা করলেন।

এদিকে হলে তিল ধারণের স্থান নেই। অবর সহ-বাস্তুকারদের পরিবার পরিজনরাও সমাবেশের অংশীদার হয়েছেন। কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাংস্কৃতিক শাখার কর্মীরা জড়ো হয়েছেন, রায়গঞ্জ ছাড়াও নানা স্থান থেকে। কালজয়ী সঙ্গীত, কবিতা, নাটকের মধ্যদিয়ে পরিবেশিত হল দুর্মর আকাঙক্ষার বাণী। এস. এ. ই'দের অনেকেই ডায়াসে নতুন ভূমিকায় আসীন হলেন। দলে দলে সব আসছেন। বারান্দা উপছে পড়ছে। একতবারও স্রোতার অভাব নেই।

গভীর রাত এক সময় এনে দিল সমাপ্তি।

এরপর ৫তম সম্মেলনকে স্মরণীয় করে রাখবার শপথ নিয়ে সুরু হল যাত্রা—‘কমরেডস্, আমরা মানুষের পরিচয়ে এক মহান লক্ষ্যে উৎসর্গীকৃত—আলোর অভিযাত্রী। আত্মশক্তিতে বলিয়ান যজ্ঞশালার অন্যতম শিল্পীরা জানালেন ঋত্বিকগানের আহ্বান—

“কে রে বাহারে নির্যাতন
আত্ম-চেতন স্থির যখন!
ঈর্ষা-রণ
ভীম-মাতন
পদাঘাত হানে পঞ্জরে শুধু আত্ম-বল অবিশ্বাসীর
... ...
আনো উলঙ্গ সত্য কৃপাণ,—বিজলী ঝলক ন্যায় অসির।”

—অঞ্জন সেনগুপ্ত

ধিক্কারই ওঁদের প্রাপ্য

ধীরাজ দত্ত

।। এক ।।

বিভেদকামীদের সদ্য সমাপ্ত চতুর্থ রাজ্য সম্মেলনের সম্পাদকের রিপোর্ট সম্প্রতি হাতে এসেছে। তার মূল সুর ও বক্তব্য এবং তার সর্বশেষ পরিণতি এত বৈচিত্রময় যে সমস্ত ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হয়—সম্মেলনকে উপলক্ষ্য করে রিপোর্টের কল্‌কেতে তামাক সেজেছিলেন জয়েন্ট কাউনসিল অব এ্যাকশন পন্থীরা, প্রস্তাব রচনাকারী যুক্ত কমটি ওয়ালারা তার টিকের আগুনও দিয়েছিলেন; কিন্তু কমিটি গঠনে ফেডারেশন পন্থীরা সবাইকে কুপোকাত করে প্রায় পুরো তামাকটাই খেয়ে গিয়েছে। তা খাক্। ওঁদের হুঁকো, ওঁদের কল্‌কে, যাকে খুশী দেবার হক্ ওঁদের আছে। কাজেই সে সম্পর্কে বলার কিছু নেই। কিম্বা ধরুন চাঁদার ঘরে নয় হাজার টাকা দেখানো সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় কমিটির সহ মাত্র ৪৭ জন সদস্য এবং কো-অর্ডিনেশন কমিটির ‘সংকীর্ণ মনোভাবের বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রামের’ দ্বারা সংগৃহীত কুল্লে ১ জন সোদর-প্রতিম সংগঠনের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অদৃষ্টপূর্ব ঘন ঘন বিরতির কারণ কি—ডাণ্ডাগুলির ধারা বিবরণীর দুর্নিবার আকর্ষণ, নাকি নেতৃত্ব দখলের প্রশ্নটিকে পর্দার আড়ালে ফয়সলা করা—এ প্রশ্নও আমার আলোচনার বিষয় নয়। এমন কি রাম জন্মাবার আগেই রামায়ণ রচনার মত সম্পাদক নির্বাচনের আগেই সম্পাদকমণ্ডলী গঠনের মত চমকপ্রদ ব্যাপারেও আমার উৎসাহ নই। কেবল সম্মেলনের সম্পাদকীয় বক্তব্যের মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করার যে কৌশল ওঁরা গ্রহণ করেছেন সে সম্পর্কে আলোচনার জন্যই শুধু প্রসঙ্গটির অবতারণা।

।। দুই ।।

সম্মেলনের আত্মোপলব্ধি ঃ

সম্মেলন মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজেদেরকে সরকারের নীতি বিরোধী হিসাবে চিত্রিত করার পাশাপাশি নূতনভাবে সংগ্রামী বুলি আউড়ে পিঠ বাঁচানোর প্রয়াসে

শ্রমিক-কর্মচারীর জীবন-জীবিকার সমস্যা "কেন্দ্রীয় সরকারের গণতান্ত্রিক সমাজবাদের অসারতা' এবং 'সরকারের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী পুঁজিপতি ঘেঁষা চরিত্র' সম্পর্কে ওঁরা অনেক কথাই বলেছেন। কিন্তু বলেন নি—তার বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে অবতীর্ণ জনগণের বিশাল বিশাল সংগ্রামের কথা। একের সংগ্রামে পাছে অপরে উৎসাহিত হয়—লড়াইয়ের সংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ওঁদের তাই এত ভয়। গুটি কয়েক সাময়িক ঘটনার কথা লিখে ওঁরা মানুষের সংগ্রামী উদ্যোগকে ঢেকে দিতে চায়। শয়তানের আত্মোলব্ধির ঢংয়ে ওঁরা আজ বলছেন "...যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তার সুফলটুকু এদেশের পুঁজিপতি শ্রেণীই ভোগ করছে।...দেশের নব্বই ভাগের বেশী মানুষ আজ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদির সমস্যায় জর্জরিত—একথা ভাবতে আমাদের লজ্জা হয়। কলকাতার ফুটপাত আর জেলাগুলিতে অনাহার ক্লিষ্ট ছিন্নমূল নর-নারী-বালক-বালিকার বিবস্ত্র মৃতদেহ...।" "রাস্তার ধারে অনাহার ক্লিষ্ট শিশুর মৃতদেহ আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতাকেই বাড়িয়ে তোলে। ক্ষুধা পিপাসায় কাতর মানুষের মিছিলে কলকাতা মহানগরী ভারাক্রান্ত।" [ওঁদের রিপোর্ট, পৃঃ ৩ এবং ৬]

সত্যিকথা, ১৯৭৪ সালের গোটা সময়টাই জুড়ে ছিল দেশের এই শোচনীয় অবস্থা। কিন্তু 'লজ্জা'র ভাবাবেগটুকু বাদ দিলে যে সোজা সরল প্রশ্নটি সামনে এসে দাঁড়ায় তা হল—গোটা ব্যাপারটা কি রাতারাতি ঘটেছে, নাকি সরকারের জোতদার-জমিদার তোষণকারী খাদ্যনীতি দেশকে যে একটা অনির্বা কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি এনে বার বার দাঁড় করাচ্ছে, কলকাতা মহানগরীর রাজপথে ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল যে অনিবার্য ভাবে বেড়েই চলবে—এটা ওঁদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল? এবং জানা থাকলে—সরকারের এই মানুষমারা নীতির বিরুদ্ধে দেশের মানুষ যখন তাঁদের আন্দোলনকে সংগঠিত করছিলেন—তখন কোথায় ছিলেন, কি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন ওঁরা? উত্তর দেওয়া অবশ্য ওঁদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ খুন-সন্ত্রাস-দমন-পীড়নের মধ্যেও সারা দেশের মানুষের সাথে আমাদের সমিতি তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলার কর্মচারীরা যখন তিল তিল করে আন্দোলনের পথকে প্রস্তুত করছিলেন, ওঁদের সামগ্রিক তৎপরতা তখন—'১৭ দফা কর্মসূচী রূপায়ণে সরকার ব্যস্ত', 'প্রয়োজনীয় সময়টুকু গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী দেওয়া উচিত' ইত্যাদি বক্তব্য ফেঁদে শাসক শ্রেণীর সমাজবাদের ফুটি-ফাটা পলে হাওয়া লাগানো আর সাম্রাজ্যবাদ ফেলে

যাওয়া গেজেটেডের ছেঁড়া চটি নিয়ে কামড়া-কামড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আর যাদের দাবীকে প্রথম এবং প্রধান দাবি করে সারা ভারতের কর্মচারীরা ৯ই এপ্রিল যখন এক ঐতিহাসিক ধর্মঘটে অবতীর্ণ, ওঁরা তখন বেছে নিয়েছিলেন ধর্মঘট ভাঙ্গা দালালের ভূমিকা। আর তার সাফাই হিসাবে গেয়ে ছিলেন "...নয়ই এপ্রিলের ধর্মঘটের সংগে তাঁদের [সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের—লেখক] স্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই।" [আনন্দবাজার—৪.৪.৭৪]

যেন সাব—এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়াররা এই ভারতবর্ষের কেউ নন, দেশের অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের সংকটে তাঁদের কিছু যেন যায় আসে না। কাজেই আজ যখন বিভেদকামীরা ঐ সমস্ত বড় বড় ভাল ভাল কথা বলে, "দেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মানুষের সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে দুর্বিসহ জীবনের অবসান দাবী" করেন তখন বলতে ইচ্ছা করে বৈকি, "স্বপ্ননু মায়ানু..." "একি স্বপ্ন, না মায়া"...?

আসলে অবস্থার কঠিন চাপে পিঠ বাঁচানোর জন্যই এই ধরনের ভাল ভাল, বড় বড় কথা বলতে ওঁরা বাধ্য হচ্ছে। এক সময় সরকার অনুসৃত শোষণ-শাসনের নীতিকে আড়াল করা এবং কর্মচারীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য প্রচার করত সমিতি তথা কো-অর্ডিনেশন কমিটি রাজনীতি করে; কর্মচারী সমস্যার চাইতে 'বিশ্ব-অর্থনীতি, সমাজতন্ত্র, বৃহত্তর আন্দোলন ইত্যাদি বড় বড় ব্যাপার নিয়ে বেশী মাতামাতি করে। নিজেদেরকে সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের অবিমিশ্র প্রতিনিধি হিসাবে জাহির করে বলতো—সমিতি কো-অর্ডিনেশন কমিটিতে যোগ দিয়েছে বলেই এস. এ. ইদের নিজস্বতা হয়েছে, স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। "শুধুমাত্র সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের নিয়ে সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের জন্যই নাকি ওঁদের এই সমিতি ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু এঁরাই নয়; শাসক শ্রেণী যে নীতি শ্রমিক-কর্মচারীর জীবনে আজকের এই দুর্বিসহ অবস্থার জন্য দায়ী তার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে বিভেদ সৃষ্টির জন্য সরকারের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মদত পুষ্ট প্রতিটি সংগঠন ঐ সময় 'শুধুমাত্র ক্যাডারের স্বার্থে', ক্যাডারভিত্তিক আন্দোলন ইত্যাদি প্রচার চালিয়েছে।

কিন্তু সংকট বৃদ্ধির সাথে সাথে সংকটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সংকটগ্রস্থ, মানুষের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে নূতন নূতন অভিজ্ঞতা। পাশাপাশি, অজস্র কুৎসা ও বিভ্রান্তি সত্ত্বেও সম্প্রসারিত হচ্ছে খেটে খাওয়া মানুষের ঐক্য ও সংহতি। এমন কি বিভেদকামীদের প্রভাবাধীন নিচুতলার কর্মচারীরাও

সামিল হচ্ছেন সেই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মহামিছিলে। তাই ভূতের মুখে রাম নাম শোনা যাচ্ছে। দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্লাবনের সামনে নেহাতই আত্মরক্ষার কৌশলে ওঁদেরকে আজ একদা ঘৃণিত সেই রাজনীতির কথা বলতে হচ্ছে। বলতে হচ্ছে শ্রমিক-কর্মচারীর মিলিত আন্দোলনের কথা। "আমরা বিশ্বাস করি...শ্রেণীগতভাবে নিজেদের সঠিক অবস্থানটি বুঝে নিয়েই সঠিক পথে এগোতে হবে।...নিপীড়িত মানুষের জয়ধ্বজাটিকে তুলে ধরে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার অঙ্গীকার নিতে হবে।" "...বর্তমান সংকটের মোকাবিলা আমাদের সঠিক পথে করতে হবে আর তার জন্য চাই...সমগ্র রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর সংগ্রাম।" [ওঁদের রিপোর্ট পৃঃ ৬ ও ১৪]

ধন্যবাদ মহাশয়গণ। শ্রমিক-কর্মচারীদের সার্বিক স্বার্থ তথা যুক্ত আন্দোলনের নীতি ও কৌশল সম্পর্কে সমিতির দৃষ্টিভঙ্গি যে কত সঠিক ছিল—আপনাদের উল্লেখিত স্বীকারোক্তি তা বলে দিচ্ছে।

'বৃহত্তর সংগ্রাম'কে তা সমস্ত সরকারী কর্মচারী ঐক্যগড়ার জন্য বুঝি প্রমোশন প্রাপ্ত দাদাদের সমিতিতে ফিরিয়ে আনলেন যাতে হাঁটি হাঁটি পা পা করে মন্ত্রীদের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেওয়া যায়? এরপর আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য চীফ একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারদের সংগে সমিতি করবেন নাকি—যেমন আপনাদের আদর্শ অল ইন্ডিয়া ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্স ফেডারেশন দেশের তাবৎ মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীদের ফুলের মালা দিয়ে আহ্বান করে তীব্র লড়াই চালাচ্ছে—সরকারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে !

।। তিন ।।

সরকারী উকিলের ভূমিকায় ঃ

এত কথা বলা সত্ত্বেও সরকারের ব্রিফ্ নেবার অভ্যাস ওঁরা কিন্তু ছাড়তে পারে নি। ফলে একদিকে বিপ্লবীয়ানা অন্যদিকে সরকারী উকিলগীরি—এ দু'য়ের টানা পোড়েনে রিপোর্ট প্রস্তাব ইত্যাদিতে উদ্ভট সব বক্তব্যের অবতারণা করেছেন।

গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্র থেকে জোতদার-জমিদারের শোষণের উচ্ছেদ ঘটিয়ে সমগ্র 'সামন্ততান্ত্রিক রীতি-কাঠামোকে হিমালয়ের দুর্গম কোলে নির্বাসন' দেবার কাজটি ওরা ইতিমধ্যে সম্পন্ন করে ফেলেছেন। তাই বোধকরি সরকার কর্তৃক সম্প্রতিকালে পরিচালিত সেটেলমেন্টের কাজকে—যার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে উদ্বৃত্ত

ও চোরাই জমির উপর বড় বড় জোতদার-জমিদারদের ভোগসত্বকে নানা কায়দায় কার্যতঃ আইনীকরণের উদ্দেশ্যটি সুস্পষ্ট—ভূমি সংস্কার বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন; (মজার কথা এই যে, চাপে পরে এমন কি সরকার পর্যন্ত একে শুধুমাত্র ল্যান্ড রেকর্ডিং বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, অথচ এই সব সরকারী উকিলরা তাদের ঢাকে ভূমি সংস্কারের বোল বাজিয়ে চলেছেন।) এবং কৃষকের হাতে জমি অর্পণের মৌলিক প্রশ্নটা সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়ে "প্রশাসনের সর্বস্তরে ব্যাপক নিয়োগ ও বদলীর সুষ্ঠু নীতি চালু" করার আবোল তাবোল প্রলাপ বকেছেন। [ভূমি সংস্কার শীর্ষক ওদের প্রস্তাব—পৃঃ ৪১]

কিন্তু আবোল তাবোল হলেও প্রলাপকারী যে সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী স্বৈরাচারী চেহারাকে রং-বেরঙের প্রসাধনে মোহময় করে তোলার ব্যাপারে সচেতন ঠিকাদার, তা' বুঝতে অসুবিধা হয় না যখন ওরা বলে "সরকারের বিভিন্ন স্বৈরাচারী আমলা...বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর বিভিন্ন কায়দায় হামলা নামিয়ে আনছে।" [অধিকারগত দাবী-দাওয়া শীর্ষক ওদের প্রস্তাব—পৃঃ ৩০]

সাবাস! এই না হলে শাসকশ্রেণী বরকন্দাজ! কিন্তু প্রশ্ন করি গত কয়েক বছর ধরে ট্রেড-ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক সংগঠনের উপর সশস্ত্র হামলা, ৫০ জনের অধিক সরকারী কর্মী সহ শত শত গণ-আন্দোলনের কর্মী হত্যা, বিনা বিচারে আটক, বিচারাধীন বন্দী হত্যা, নৃশংস দৈহিক নির্যাতন ইত্যাদির মাধ্যমে সারা রাজ্যে সন্ত্রাসের যে বাতাবরণ তৈরী করা হয়েছে তা কি শুধু কিছু স্বৈরাচারী আমলার কীর্তি? নাকি সে স্বৈরাচারী আদেশে কর্মচারী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীরা বরখাস্ত, জবরদস্তিমূলক ভাবে অবসর গ্রহণ করানো, পুলিস ভেরি-ফিকেশনের ঘৃণ্য প্রথার পুনঃ প্রবর্তন, ব্যাপক শো-কজ সাস্‌পেনশন এবং সর্বোপরি আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য প্রমোশন, স্থায়ীকরণ এমন কি এফিসিয়েন্সী বার অতিক্রমণ সংক্রান্ত চাকুরীগত সর্বনিম্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা—তার জন্য কি শুধু গুটিকয়েক আমলাই দায়ী?

বস্তুতঃ "সম্প্রতিকালে সংকটের এক বিশেষ পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান জঙ্গী আন্দোলনের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের শাসক শ্রেণী...ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে একেবারে খতম করার জন্য রাষ্ট্রশক্তির সমস্ত দিককে ব্যবহার করে আক্রমণকে তীব্রতর করার পাশাপাশি বাইরে থেকে গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে।...

...এই দ্বিমুখী আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার যে অধিকারবোধ মানুষের জন্মগত সেই মূল্যবোধকে ভয়-ভীতি-সন্ত্রাসের মধ্যে পিষে মেরে কর্মচারী তথা শ্রমজীবী মানুষকে গোলামে পরিণত করা।...শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা এ কথাই বলে যে, জীবন-জীবিকা তথা অর্থনৈতিক সংগ্রামের অগ্রগতির পূর্বসর্তই হচ্ছে অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। পৃথিবীর দেশে দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অগ্রগতি ঘটেছে অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ....তাই জীবন ও জীবিকার সংগ্রামকে স্তব্ধ করার জন্য অধিকারকে খর্ব করা...শাসকশ্রেণীর পক্ষেও জরুরী। [আমাদের সমিতির ২৫তম রাজ্য সম্মেলনে গৃহীত রিপোর্ট—পৃঃ ১৬, ১৭]

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সেই ফ্যাসিস্ট সুলভ আক্রমণ পরিচালনার ক্ষেত্রে সামগ্রীক ভাবে আমলাতন্ত্র (কিছু স্বৈরাচারী আমলা নয়) অন্যতম প্রধান সহায়ক কিন্তু তার উদ্যোক্তা ও নিয়ন্তা শাসকশ্রেণী তথা সরকারকে অচিহ্নিত রেখে, মহাশয়গণ, আপনারা কার দালালী করছেন তা বলবেন কি?

আর এই সমস্ত হামলা করার ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের সহায়ক হিসাবে যে তথাকথিত সংগঠনটির উল্লেখ করেছেন—প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে যাদের ভীতি প্রদর্শন, জবরদস্তি, হামলাবাজী আর গোয়েন্দাগিরির জন্য কর্মচারীদের ইচ্ছা অনুযায়ী সংগঠন করার মৌলিক অধিকারটুকুও বিপর্যস্ত হচ্ছে—কর্মচারীরা তাদের চেনেন ফেডারেশনওয়ালা বলে। কিন্তু তারা তো আপনাদের ভাসুরঠাকুর নন্; বরং যুক্ত আন্দোলনের সহযাত্রী। তাই তদের নাম উচ্চারণে এত লজ্জা কিসের?

।। চার ।।

ওরা পিছু হটতে শুরু করেছে ঃ

কিন্তু সব চাইতে লক্ষণীয় বিষয় হল বিভেদকামীদের এত পেয়ারের 'গেজেটেড স্ট্যাটাস" সম্পর্কে অদ্ভুত একটা নিরুত্তাপ ভাব। দীর্ঘ চার বছর ধরে এত লাফালাফি দাপাদাপির পর বিরাট আন্দোলনের অর্জিত সাফল্যকে রিপোর্টের মধ্যে আর পাঁচটা বিভাগীয় সমস্যার সংগে গুঁজে গেঁথে দেওয়ার মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটাকে আড়ালে আবডালে রেখে দেবার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস যেন ফুটে উঠেছে [ওঁদের রিপোর্ট—পৃঃ ১৩ এবং ১৯]

বিষয়টি আপাতঃদৃষ্টিতে খানিকটা বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। কারণ ওঁদের সমিতি-বিরোধী তৎপরতার জন্মলগ্ন থেকেই তথাকথিত গেজেটেড স্ট্যাটাসের বিষয়টি শুধুমাত্র প্রথম ও প্রধান দাবীই ছিল না, পরন্তু সাব-এ্যাসিস্ট্যান্টদের মোহগ্রস্ত করা তথা সমগ্র রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তা ছিল একখানা শ্লোগান—যার বিরুদ্ধে আমাদের সমিতি নিরবচ্ছিন্নভাবে নীতিগত লড়াই চালিয়েছে। তাছাড়া, 'পে-স্কেলটা এবার হয়ে যাচ্ছে', 'অমুক মন্ত্রী খুব ভাল লোক, তিনি কথা দিয়েছেন—তমুক সমস্যাটা এবার মিটবেই'—ইত্যাদি প্রচারিত গল্পের ফানুস যখন একটার পর একটা চুপসে যেতে থাকে তখন সেই ডুবন্ত অবস্থা থেকে একটা কিছু অবলম্বন করে ভেসে ওঠার মরিয়া প্রয়াসে গেজেটেডের বিনিময়ে আর সব দাবীকে বিসর্জন দেবার দাম সৎ সরকারের কাছে দিয়ে এসেছিলেন ওঁরা।

তাই ওদের সাজানো বিধানসভা অভিযানের অব্যবহিত পরে মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক তথা কথিত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নামে সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের ৭ত্রে গেজেটেডকরণ ঘোষিত হলে ওঁদের মধ্যে যে উল্লাস আর উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতিফলন ঘটেছিল সেই সময় ওদের প্রকাশিত ইস্তেহারের ছত্রে ছত্রে ঃ "...বিধানসভা অভিযান সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের চাকুরীগত জীবনে কেবল মাত্র ঐতিহাসিক ঘটনা মাত্র নয় চূড়ান্ত সাফল্যের সোপান বলা যেতে পারে। ইতিমধ্যে সরকারের অনিচ্ছুকহাত থেকে কয়েকটি দাবী ছিনিয়ে আনতে পারা গেছে" এবং সাফল্যগুলিকে সুনির্দিষ্ট করে তারা লিখেছিলেন "সমিতির বর্তমান সাফল্যগুলি ঃ ১। S.A.E. পোস্টের গেজেটেড মর্যাদা ২। S. C. C. [সুপারভাইজারী কম্পীটেন্সি সার্টিফিকেট—লেখক] প্রাপ্ত ইলেকট্রিক্যাল S. A. E.-দের মাসিক ৫০ টাকা বিশেষ বেতন...ইত্যাদি ইত্যাদি।" সংগে সংগে সাফল্যের আনন্দে আত্মহারা হলেও একথাও জানাতে ভোলেননি যে এই দাবীগুলি আদায় হয়েছে "কেবল মাত্র আমাদের সমিতির আন্দোলনের চাপেই।" [ওদের ইস্তেহার ১১ মার্চ '৭৪]

কাজেই ইস্তেহারে প্রতিফলিত সাফল্যের আমেজের ছিঁটে ফোঁটা রিপোর্টে স্থান পাবে এটা স্বভাবতঃই আশা করা গিয়েছিল। তার বদলে সমস্ত ব্যাপারটার নিরুত্তাপ উল্লেখ অনেককেই বিস্মিত করবে সন্দেহ নেই।

কিন্তু ঘটনা প্রবাহের অনিবার্য গতিতে এটাই স্বাভাবিক। ওঁরা হয়তো ভেবেছিলেন সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার গেজেটেডকরণের মধ্য দিয়ে তাঁদেরকে

সমগ্র কর্মচারী আন্দোলন প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে যেমন প্রভু সেবা করা যাবে সাথে সাথে ওদের এই মহান কীর্তির জন্য সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার সমাজে পীর-দিগম্বর হিসাবে পূজা পাবেন।

কিন্তু বিভেদকামীদের চক্রান্তকে উদঘাটিত করে সমিতির পক্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট গেজেটেড প্রথার অন্তঃসার শূন্যতা তথা ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে ধারাবাহিক লড়াইয়ের ফলে "একটি মহৎ আদর্শগত সংগ্রামে রাজ্যের সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়াররা কর্মচারী আন্দোলনের পাদ প্রদীপের নিচে এসে দাঁড়ালেন। শ্রেণী শাসনের পাইক বরকন্দাজদের সমস্ত হিসাব গরমিল হয়ে গেল।...প্রশাসনের অভ্যন্তরে এই চেতনা সম্পন্ন সংগ্রামের দ্বিতীয় কেন নজীর নেই। আগামী ভবিষ্যত উত্তরাধিকারীদের কাছে সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট ও দেশীয় শাসকদের দাস সৃষ্টির এই নগ্ন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে...এবং সর্বোপরি শ্রেণী চেতনা সম্পন্ন অধিকার রক্ষার সংগ্রামের ঐতিহ্য রচনার মহান শিল্পী হলেন...রাজ্যের সাড়ে তিন হাজার সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়াররা।" [সমিতির ২৫তম রাজ্য সম্মেলনে গৃহীত রিপোর্ট]

বস্তুতঃ একদিকে, গেজেটেড ঘোষণার অব্যবহিত পরে ৯ই এপ্রিলের ধর্মঘট সহ সমিতির নেতৃত্বে ধারাবাহিক আন্দোলনে অংশ গ্রহমের মধ্যদিয়ে সরকার তথা বিভেদকামীদের প্রতি সমগ্র সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার সমাজের ক্রোধ ও ঘৃণার জ্বলন্ত বহিঃপ্রকাশ; অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সারা ভারতে গেজেটেড প্রথা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হওয়ার ঘটনায় পশ্চিমবাংলার সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের গেজেটেড বিরোধী সংগ্রামের ক্ষেত্রে যে নৈতিক বিজয় এনে দিয়েছে—তার সম্মিলিত চাপে ওঁরা এখন পিছু হটতে শুরু করেছে। এতদিনকার তদবির-তদারকের ফলে অর্জিত গেজেটেডের 'সাফল্য'কে তাই বড় বড় করে রিপোর্টে চিত্রিত করতে ওদের ঢোক গিলতে হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, একেবারে ফেলে দিতেও ঠিক পারেন নি। ছেলে বয়ে গেলেও বাপ-মা'র মনের কোণে কিছু দুর্বলতা যেমন থাকে; ঠিক সে রকম ব্যাপার আর কি! হাজার হোক নিজের সৃষ্টি তো, হোক না দালালীর ফলে তার জন্ম।

অবশ্য, বিভেদকামীদের এ ধরনের পিছু হটার লক্ষণ শুধু এই একটি ক্ষেত্রেই নয়—প্রায় সর্বত্র পরিস্ফুট।

এক বছর আগে সাফল্যের খুশীতে ডগমগ্ হয়ে ওরা লিখেছিলেন "৬ই মার্চ

আকাশবাণী কলকাতার স্থানীয় সংবাদে শুনে থাকবেন যে আগামী ১২ই মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সমিতিকে—অর্থাৎ ওয়েষ্ট বেঙল সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার্স এসোঃ-কে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এখন পর্যন্ত সরকার এক তরফা ভাবে হলেও যে দাবীগুলি মেনে নিয়েছেন তা কেবল মাত্র আমাদের সমিতির আন্দোলনের চাপেই।" [ওদের ইস্তেহার ১২.৩.৭৪]

অথচ অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে আজ নিজেদের ক্ষত চেটে বলতে হচ্ছে যে, মুখ্যমন্ত্রীর ৭ই মার্চের ঘোষণা প্রকৃত পক্ষে "দাবী না মানারই নামান্তর।"

বলিহারী, হে জিগবাজী বিশারদগণ, এর পর কি বলবেন নাকি যে, গেজেটেড ঘোষণাটাও দাবী না মানারই নামান্তর?

।। পাঁচ ।।

ধিক্কারই ওঁদের প্রাপ্য

গেজেটেড নামক সাফল্যের তলানীটুকু পরিবেশনের ন্যায় সুপারভাইসারি কম্পীটেন্সি সার্টিফিকেট নিয়ে বিভেদকামীরা আর একদফা আত্মপ্রতারণার চেষ্টা করেছেন।

একথা আজ পরিষ্কার যে, সুপারভাইসারী সার্টিফিকেট অর্জনের জন্য বিশেষ ভাতা ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল একই কাজ করা সত্ত্বেও ইলেকট্রিক্যাল সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনায়ীরদের মধ্যে দুই ধরনের বেনত-ভাতা চালু করে নূতন এক ভেদনীতির প্রবর্তন করা এবং সংগে সংগে স্থায়ীকরণ প্রমোশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক সর্ত হিসাবে সুপারভাইসারী সার্টিফিকেটকে পাকাপাকিভাবে বলবৎ করে স্বীকৃত চাকুরীগত সুযোগ সুবিধা থেকে ইলেকট্রিক্যাল সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইওিঞ্জনীয়ারদের বঞ্চিত করা। আর এই সর্বনাশা চক্রান্তকেই কর্মচারীদের কাছে গ্রহণ যোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে সাফল্যের শীলমোহর লাগিয়েছিলেন বিভেদকামীরা।

ঘটনার অনিবার্য পরিণতিতে আজ যখন সরকারী চক্রান্তের বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে; সুপারভাইসারী সার্টিফিকেটের অজুহাতে হয়েছে ইলেকট্রিক্যাল বন্ধুদের সিনিয়রিটির ব্যাপক রদবদল; শুরু হয়েছে সুপারসেশনের প্রক্রিয়া—তখন বিরোধীরা তাদের পূর্বঘোষিত সাফল্যকে রাতারাতি গিলে ফেলে "সরকার এখনো এই বৈষম্যমূলক প্রথা বাতিল করছেন না" বলে মরা কান্না কাঁদছেন [ওঁদের রিপোর্ট—পৃঃ ১৪] শুধু তাই নয়, এতকাল ওরা দাবী করে

এসেছেন—ওরাই নাকি সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের স্বার্থের একমাত্র ধ্বজাধারী। কানু ছাড়া যেমন গীত নেই, তেমন এদের মুখে সর্বদাই ছিল এস. এ. ই-দের স্বার্থরক্ষার বুলি। সেই বুলিকে সর্বস্ব করে সম্মেলনে এঁরা অনেক কথাই বলেছেন। কিন্তু সি. এস. আর. ই. এবং গ্রামীণ গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের ৫৯ জন সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার সহ কয়েক 'শ কনগর্মচারী যে আজ অনিবার্য ছাঁটাইয়ের সম্মুখীন, কর্মচারী আন্দোলন অর্জিত বিকল্প চাকুরী প্রদানের আদেশ বলবৎ থাকা সত্ত্বেও,—সে সম্পর্কে এক ছটাক জায়গা খরচ করা সম্ভব হয় নি ওদের। অবশ্য শুধু সম্মেলনেই নয়, উল্লেখিত ছাঁটাই সম্পর্কে বোবার শত্রু নেই এই শাস্ত্র বাক্য অনুযায়ী ওঁরা পূর্বাপর সম্পূর্ণ নির্বাক ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছেন। ঠিক এই ভাবে শাস্ত্রের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা প্রকাশের জন্যই বোধ করি রাজ্য প্রশাসনে অটোমেশন চালু করার সরকারী অপচেষ্টা সম্পর্কে ওরা সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। "ইতিপূর্বে এই রাজ্যের সংগ্রামী মানুষ সরকার ও মালিক শ্রেণীর অটোমেশন চালু করার অপচেষ্টা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিহত করেছিলেন। আজ তাই বে-সরকারী মালিকশ্রেণীকে নূতন করে উৎসাহিত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য-প্রশাসনের এক বিরাট কর্মক্ষেত্রকে অটোমেশনের আওতায় আনার জন্য একটি মার্কিন সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। সরকারের এই কার্যকলাপে কর্মরত কর্মচারীদের এক বিরাট অংশ উদ্বৃত্ত হতে চলেছেন শুধু নয়, কোটি কোটি বেকার পীড়িত দেশে আগামী দিনে নূতন কর্ম সংস্থানের সম্ভাবনা চিরতরে নষ্ট হতে চলেছে।" [সমিতির ২৫তম রাজ্য সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব] অথচ সমগ্র কর্মচারী তথা আগামী বংশধরদের পক্ষে এই মারাত্মক বিপদ সম্পর্কে একটা আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ করার সামান্যতম সৎ সাহসটুকু ওরা হারিয়ে ফেলেছেন।

একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, এটা একটি বিস্মৃতি বা ওদের একটা অনিচ্ছাকৃত ভুল মাত্র বরং সুনির্দিষ্ট ভাবে বুঝতে হবে—এ হচ্ছে ওদের লাইন—নেহাত দায়ে না পড়লে প্রভু নিন্দা না করার লাইন। যার জন্য, রেল ধর্মঘট সম্পর্কে 'কলম স্তব্ধ' মার্কা সম্পাদকীয় খেল না জমায় সম্মেলনে সরকারী দমন-পীড়ন সম্পর্কে ইতি-উতি দু' একটা কথা বলেই বাজারী কায়দায় 'একতরফা ভাবে" 'বিনা সর্তে ধর্মঘট ব্যর্থ' ইত্যাদি নেতিবাচক পাচন উগরে দিয়েছেন—যাতে করে আন্দোলন সংগঠন সম্পর্কে মানুষকে সাধারণভাবে হতাশাগ্রস্থ করে তোলা যায়। ঠিক একই কায়দায় সরকারের মজুরী সংকোচন সম্পর্কে মৃদু

সমালোচনা করলেও কালাকানুনটিকে অতিরিক্ত আয় (আবশ্যিক জমা) অর্ডিন্যান্স, মজুরী বৃদ্ধি রোধ আইন ইত্যাদি বলে উল্লেখ করে এর ভয়ংকর উদ্দেশ্যকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করেছেন।

আশ্চর্য ওদের আত্মসমর্পণবাদী দেউলিয়া চরিত্র। চিরাচরিতভাবে আন্দোলনের বিরোধীতা নির্লজ্জ দালালী আর সংগ্রামী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে বুলেটিনের পাতায় খেউড় করার মধ্যে এঁরা নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। কর্মচারীদের অভিজ্ঞতার দর্পনে যত বেশী বেশী করে ওদের এই স্বরূপ উদঘাটিত হচ্ছে ততই তাঁরা বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন। আর কর্মচারী পরিত্যক্ত হতাশ মানসিকতার প্রতিফলন ঘটছে ওঁদের এই সব উদ্ভট ও পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের অবতারণার মধ্য দিয়ে। ওঁরা আজ এতখানি বিচ্ছিন্ন যে ওঁদের রাজ্য সম্মেলনের পূর্বে আনুষ্ঠানিক ভাবে আঞ্চলিক সম্মেলন ডাকার যে রেওয়াজ ছিল লোকাভাবে এবার তাও অধিকাংশ স্থানেই পরিত্যক্ত হয়েছে। এখন তাই নূতন নূতন বিভ্রান্তি আর প্রতারণার দ্বারা আত্মরক্ষার কৌশল বেছে নিয়েছেন। ইতিপূর্বে মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় সম্মেলন ও প্রস্তাব সর্বস্ব অল ইন্ডিয়া ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্স ফেডারেশনকে সামনে রেখে নিজেদের অস্তিত্বকে ধরে রাখার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তা ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়েছে। সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের সমর্থন সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে আজ তাই নিজেদের মত সামান্য শক্তিকে অটুট অবস্থার বাইরে দেখাবার জন্য ইতিপূর্বে যারা দালালীর পুরস্কার নিয়ে নেপথ্যে সরে গিয়েছিলেন সেই সব প্রমোশনপ্রাপ্ত অধুনা এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার-দের সমিতির সদস্য পদে ফিরিয়েই এনেছেন শুধু নয়, সংঠনের গোটা নেতৃত্ব কার্যতঃ তাঁদের হাতে সঁপে দিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইছেন। এস. এ. ই-দের নিয়ে এস. এ. ই-দের জন্য সংগঠন নামক নাটকের কি করুণ পরিণতি! সংগঠনটা এখন আর মুখ নয়, মুখোশ-এ পরিণত। এস. এ. ই-দের সংগঠনের নামের আবরণে, পদোন্নতি প্রাপ্ত কিছু লোকের স্বার্থরক্ষার একটা হাতিয়ার। কিন্তু এতে কি শেষ রক্ষা করা যাবে। ক্রমবর্ধমান সংকটের বিরুদ্ধে মোহমুক্ত শ্রমিক কর্মচারীর ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের যে প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে তার উত্তাল জোয়ারে ভেসে যাবে শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত কূট কৌশল; সুতীব্র ঘৃণা আর ধিক্কারের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে বিভেদপন্থীরা—এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুলে অনুষ্ঠিত সমিতির ২৫তম বার্ষিক রাজ্য সম্মেলনে গৃহীত সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনের সক্ষিপ্তসার

[বিগত ২৫তম রাজ্য সম্মেলনে গৃহীত সম্পাদকের প্রতিবেদনের মূল বক্তব্যগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে কর্মচারী বন্ধুদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে বিগত দুটি সম্মেলনের অন্তর্বর্তী সময়কালের সমিতিগত কার্যবিবরণী ও আন্দোলন, যৌথ আন্দোলন, আন্দোলনের সাফল্য ও অসাফল্য, সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা, তহবিল, মুখপত্র ইত্যাদি বিষয়গুলি তৎকালীন পরিস্থিতিতে আন্দোলনলব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আলোচনা হয়েছে এবং সম্মেলনে উপস্থিত মাননীয় প্রতিনিধি বন্ধুদের উন্নত চেতনাসম্পন্ন প্রাণবন্ত আলোচনায় সমৃদ্ধ হয়ে বিষয়টি সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়েছে।

সঃ সঃ]

।। পরিস্থিতি।।

[আন্তর্জাতিক]

সারা পৃথিবীর পুঁজিবাদের সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি ঘটেছে মুদ্রাসংকটের মধ্যদিয়ে এবং গত এক বছরে এই সংকট আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। পাশাপাশি মুদ্রাসংকটের অন্যতম সাথী মুদ্রাস্ফীতি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমেরিকা, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ফলে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারীর তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর বহিঃ প্রকাশ ঘটে ঐ সমস্তদেশে শ্রমজীবী মানুষের ধর্মঘট সংগ্রামের ক্রমবর্দ্ধমানতার মধ্য দিয়ে। মুদ্রাসংকট, মুদ্রাস্ফীতির অক্টোপাশ থেকে রেহাই পাবার জন্য বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সংকটের বোঝা পশ্চাৎপদ দেশগুলির উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। ফলে পশ্চাদপদ ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যেও দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি ঘটছে এবং অতি সম্প্রতিকালে পশ্চিম এশীয় দেশগুলির তেলের দামবৃদ্ধি তারই বহিঃপ্রকাশ। অন্যদিকে সংকটগ্রস্থ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যেও কাঁচামাল সংগ্রহ, বাজার প্রভৃতির জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও তাদের আভ্যন্ত-রীন সংকটের আর একটি দিক।

এই প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে—সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যখন এই সংকটে নিমজ্জিত তখন অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া এই সংকট থেকে মুক্ত। সেখানে নেই মুদ্রাসংকট, নেই মুদ্রাস্ফীতি, ভারতবর্ষের দু বছর পর সমাজতান্ত্রিক চীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অথচ অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিক থেকে চীনে অভূতপূর্ব সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। জিনিষপত্রের মূল্যমান স্থিতিশীল রয়েছে, জীবন যাত্রার মানের বৃদ্ধি ঘটেছে কয়েকগুণ। উত্তর কোরিয়ায় ট্যাক্স ব্যবস্থা তুলে দিয়েছে। উত্তর ভিয়েতনামে হো চি মিনের সময়ে ১ কেজি চালের মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল ৬০ পয়সা—আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সাথে বহুদিন ধরে যুদ্ধ করার পরও চালের দাম এক পয়সাও বাড়েনি।
[ভারতবর্ষ]

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে খেটে খাওয়া মানুষের প্রচণ্ড আস্থা এবং তীব্র আশা আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হওয়ার জন্য আমাদের শাসকশ্রেণী সমাজতন্ত্রের শ্লোগান সামনে রেখে কার্যতঃ পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করে চলেছেন। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমস্ত দুরারোগ্য ব্যাধিগুলিতে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জর্জরিত।

বিগত সম্মেলনে সম্পাদকীয় রিপোর্টে বলা হয়েছিল "জাতীয়স্তরে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে পুঁজিবাদী দুনিয়ার সংকটের প্রতিফলন ঘটছে। আমূল ভূমিসংস্কার না করে এক কথায় সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান না ঘটিয়ে ধনতন্ত্র অবক্ষয়ের যুগে ধনতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়ার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতা এক ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। প্রচণ্ড দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, ভয়াবহ বেকারী জীবনযাত্রার মানের দ্রুত অবনতির মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।" গত এক বছরে সংকট আরও বেড়েছে এবং সারা ভারত ভোগ্যমূল্য ১০০ পয়েন্ট বৃদ্ধি ঘটেছে। (ইকনমিক টাইমস, ৯ই নভেম্বর, '৭৪)। আগামীদিনে এই সংকট আরও সাংঘাতিক আকার নেবে। কারণ সমগ্রদেশের মোট চাষযোগ্য জমির শতকরা ৪০ ভাগ মাত্র শতকরা ৫ ভাগ লোকের হাতে এবং এঁদেরই হাতে রয়েছে মোট খাদ্যোৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ। সরকারের খাদ্য সংগ্রহের লক্ষ্যের অনেক নীচে সংগ্রহ করে এই সমস্ত লোকেদের খোলাবাজারে অনেক চড়াদামে খাদ্যশস্য বিক্রি করার সুযোগ দিয়ে তাঁদের প্রচুর মুনাফা লোটার পথ করে দিচ্ছে। ফলে ১৯৭০-৭১ সালের তুলনায় ১৯৭৩-৭৪

সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন যথাক্রমে ১০.৮৪ কোনটি টন থেকে ১১.৪০ কোটি টন হওয়া সত্ত্বেও বার্ষিক মূল্যবৃদ্ধির শতকরা হার যথাক্রমে ৩.৬ থেকে বেড়ে ২৩.৪ হয়। উৎপাদন বাড়া সত্ত্বেও মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে। মাথাপিছু দৈনিক ৫০০ গ্রাম করে খাদ্য দিলেও মোট ৬ কোটি টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হয়। দেখা যাচ্ছে প্রয়োজন মিটিয়েও খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত থাকার কথা অথচ হাজার হাজার মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে।

ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবি অথচ আমূল ভূমিসংস্কার না করে তাঁদের উন্নতি না ঘটিয়ে বিপুল অংশের এই মানুষের ক্রয় ক্ষমতা লুপ্ত হতে থাকলে কলকারখানার উৎপাদনের বাজার সৃষ্টি হতে পারে না, অনিবার্যভাবেই উৎপাদনে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিকভাবে বেকারী কমার পরিবর্তে দ্রুত বেড়ে যায়। এক কথায় ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না ঘটানোর ফলে খাদ্য সংকট এবং মুদ্রাস্ফীতির পাশাপাশি মন্দা শুরু হওয়ার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক সংকট চরম আকার ধারণ করেছে।

পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল যে সরকারের পক্ষ থেকে উন্নয়নমূলক খাতে ব্যয় ব্যাপকভাবে কমানো হয়েছে। গৃহ নির্মাণ শিল্পের কাজকে সংকুচিত করা হচ্ছে।

"৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্দ্ধারিত ব্যয় ৫৩,০০০ কোটি টাকা, ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালের মূল্যমান অনুযায়ী ২৫,০০০ কোটি টাকা। বর্তমানে মূল্যবৃদ্ধির যে গতিবেগ তাতে সহজেই অনুমেয় যে ৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নির্দ্ধারিত কাজ করতে হয়ত ৯০,০০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। অবস্থার যে গতিপ্রকৃতি তাতে এটা পরিষ্কার যে অদূর ভবিষ্যতে ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারীর ছাঁটাই অনিবার্য এবং এই আশংকা উন্নয়নমূলক ও নির্মাণ সংক্রান্ত কর্মীদের ক্ষেত্রেই নিঃসন্দেহে সব চাইতে বেশী। পশ্চিমবাংলাতে রাজ্য প্রশাসনেও এর আভাস ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।" এর ওপর সম্প্রতি রাজ্য সরকার পশ্চিমবাংলার ই. এস. আই স্কীম ও সাব-ট্রেজারী গুলোর কাজকে অটোমেশনের মাধ্যমে করার জন্য I. B. M.-এর সংগে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন এবং কর্মচারী ছাঁটাই এর ব্যবস্থাকে পাকাপাকিভাবে চাপিয়ে দিতে চাইছেন।

এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "একচেটিয়া গোষ্ঠি শিল্প এবং কৃষিতে তাদের কব্জা এমনভাবে সংহত করেছে যাতে তারা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে ক্রমাগত জিনিষপত্রের দাম বাড়াতে সক্ষম। তাই তারা উৎপাদন কমিয়ে জিনিস-

পত্রের দাম বাড়াচ্ছে। উৎপাদন কমানো মানে সেই উৎপাদনের সঙ্গে যত সংখ্যক শ্রমিক কর্মচারী জড়িত ছিল তাঁর কিছু অংশের ছাঁটাই।" সরকার এদের এই মানুষ মারার প্রচেষ্টাকে বন্ধ করার পরিবর্তে সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে চলেছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "সরকারের পক্ষ থেকে যে মূল্যনিয়ন্ত্রণ আইনজারী করা হয়েছিল একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে তা তুলে নেওয়া হচ্ছে এবং অজুহাত হিসাবে বলা হয়েছে যে এই আইনের জন্য Investment-এর উদ্যোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

"অর্থনৈতিক দাবির বিরুদ্ধে আজ নতুন ধরনের অপপ্রচার ও আন্দোলন বিধ্বংসী প্রয়াস শুরু করতে সরকার দ্বিধা করছে না। মহার্ঘভাতা ও বেতন বৃদ্ধির আন্দোলনকে বেকার ও অগণিত মানুষের স্বার্থবিরোধী আখ্যা দিয়ে জনসাধারণকে ন্যূনতম অর্থনৈতিক দাবির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবার কায়দা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন।"

এই বক্তব্যের মাধ্যমে সংগঠিত মানুষের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে অপর দিকে এই লক্ষ্যের পরিপূরক হিসাবে সরকারের ভ্রান্ত নীতি, ঘাটতি বাজেট, কালোটাকার অর্থনীতি ও করনীতির ফলে উদ্ভূত মুদ্রাস্ফীতির সমস্ত দায়দায়িত্ব শ্রমিক-কর্মচারীদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে, সম্প্রতি শাসকশ্রেণীর মুদ্রাস্ফীতি রোধের নামে শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী সংকোচনের ন্যায়-নীতিহীন কালা অর্ডিন্যান্স জারী করার মধ্য দিয়ে। সরকার বলেছেন বাজারে টাকার যোগান বেড়ে যাওয়ার ফলে মুদ্রাচাপ সৃষ্টি হয়েছে।

সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে মজুরী-বেতন-ভাতা বাড়লে শ্রমিক কর্মচারীদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে, বাজারে চাহিদা বাড়ে এবং জিনিষের দাম বাড়ে ইত্যাদি অবাস্তব যুক্তি মুদ্রাস্ফতির কারণ হিসাবে দেখানো হচ্ছে। এই যুক্তিগুলির অসারতা প্রতিবেদনে বিস্তৃত আলোচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। ঘাটতি বাজেট মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম একটি কারণ।

"১৯৭২-৭৩ সালে মোট ঘাটতি অর্থ সংস্থানের পরিমাণ হয়েছিল ১৪৪০ কোটি টাকা, সেখানে মজুরী-বেতন-ভাতা বৃদ্ধি বাবদ সরকারের ব্যয় ছিল মাত্র ২৪ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ঘাটতি অর্থ সংস্থানের ১.৬% মাত্র (Audit, May 74)" সুতরাং এতে স্পষ্ট যে সরকারের যুক্তি শ্রমিক-কর্মচারীর মজুরী-বেতন-ভাতা বৃদ্ধি দরুণ মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে তা কত অসার।

শুধুমাত্র মজুরী সংকোচনই সরকারের লক্ষ্য নয় ইতিমধ্যেই মজুরী অবনমনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

"প্ল্যানিং কমিশনের অন্যতম সদস্য ডঃ সুখময় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে আমলাদের নিয়ে গঠিত কমিটির গোপন রিপোর্টে কার্যতঃ 'ষ্টারভেশন ওয়েজ'এর সুপারিশ করা হয়েছে"

"সুতরাং মজুরী সংকোচন নয়, মজুরী কমাবার ভয়ঙ্কর পথে সরকার পা বাড়াচ্ছে।"

তদুপরি আর্থিক ক্ষেত্রকে আরও সংকুচিত করবার জন্য তৃতীয় আক্রমণ হিসাবে এসেছে বোনাস রিভিউ কমিটির রিপোর্ট।

"শাসকশ্রেণীর শ্রমিক-কর্মচারী-বিরোধী নীতির একান্ত নিষ্ঠাবান 'বোনাস রিভিউ কমিটি' তাঁদের চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করেছে। এই রিপোর্টের সুপারিশ বোনাস হচ্ছে বিলম্বে প্রদেয় মজুরী' এই সংজ্ঞাকে কার্যত পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। অতীতে যাঁরা বোনাস পেতেন না তাঁদের বোনাসের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।...

"এটা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক আক্রমণ নয় দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে বোনাস সম্পর্কে যে অধিকার অর্জিত হয়েছে তাকে খর্ব করার প্রচেষ্টা এই সুপারিশের মধ্যে রয়েছে।"

পাশাপাশি D. I. R. প্রয়োগ করে ভট্টাচার্য কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী L. I. C. তে পাওনা মহার্ঘভাতা সরকার যা স্বীকার করে নিয়েছিলেন তাও বন্ধ করা হয়েছে।

সংকটের বোঝা শ্রমজীবী মানুষের উপর চাপানোর জন্য শুধুমাত্র কালা কানুন প্রয়োগ নয় এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামকে ধ্বংস করার জন্য সরকার নিত্য নতুন আক্রমণের কায়দা সংহত করছে।

অধিকারের উপর আক্রমণ

পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য রাষ্ট্রশক্তির সমস্ত দিকগুলি ব্যবহার করে ও বহিরাগত গুণ্ডা বাহিনীর আক্রমণ নামিয়ে—সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছিল।

"এই দ্বিবিধ আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য ছিল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার যে অধিকার বোধ মানুষের জন্মগত মূল্যবোধকে ভয়ভীতি সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে পিষে মেরে কর্মচারী তথা শ্রমজীবী মানুষকে গোলামে

পরিণত করা।...এই আক্রমণকে পশ্চিমবাংলার সীমানা ছাড়িয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে সম্প্রসারিত করছে।"

"শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা এই কথাই বলে যে জীবন-জীবিকা তথা অর্থনৈতিক সংগ্রামের অগ্রগতির পূর্বসর্ত হচ্ছে অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।" বিভিন্ন দেশে "শুধুমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ফলেই ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়নি, তৎক্ষেত্রে শ্রেণী সচেতন সংগ্রাম প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।" পৃথিবীর দেশে দেশে "ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, রাজনৈতিক সংগ্রাম প্রভৃতি বিভিন্ন নামকরণে সর্বস্তরে খেটে খাওয়া মানুষের শ্রমদাসত্ব থেকে মুক্তির সংগ্রামের মধে যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে তাকে জীবন্ত করে সংহত করার মধ্য দিয়ে সামগ্রিকভাবে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের অগ্রগতি ঘটেছে, অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে এটাই হচ্ছে ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত ঘটনা।"

পশ্চিমবঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য শাসক শ্রেণী এতাবৎকাল যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং অতি সম্প্রতি অত্যাবশ্যক আইন দ্বারা ফায়ার ব্রিগেড কর্মচারীদের সংগঠন করার অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা ধর্মঘট করার অধিকার খর্ব করার জন্য বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ S. A. E.দের গেজেটিকরণ করার মধ্য দিয়ে কর্মচারীদের মৌলিক অধিকারের উপর আক্রমণ। রেল ধর্মঘটকে ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে অন্যান্য আক্রমণের পাশাপাশি সরকারের নিজস্ব রচিত 'পেমেন্ট অফ ওয়েজেস এ্যাক্ট'কে স্থগিত রেখে বেতন বন্ধ করে দেওয়া, বিহারের গণ-আন্দালনকে ধ্বংস করার নানান অপকৌশল ইত্যাদি ঘটনাবলী এই রিপোর্টে বিস্তৃত-ভাবে আলোচিত হয়েছে।

সংবিধান স্বীকৃত শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্দোলন করা অভাব-অভিযোগের কথা জানানোর ন্যূনতম অধিকারও সরকার নানান কায়দায় খর্ব করেছে।

শ্রমজীবী জনগণের প্রতিরোধ

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে "আক্রমণই শেষ কথা নয়, শাসকশ্রেণীই শেষ কথা বলে না, শেষ কথা বলে মেহনতী মানুষ। তাই শোষশ্রেণীর হাতে পুলিশ মিলিটারী, দমন পীড়নের সমস্ত হাতিয়ার থাকা সত্ত্বেও, শ্রমজীবী মানুষের মিলিত ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধকে পর্যুদস্ত করা সম্ভব হয় নি, প্রতিবাদের কণ্ঠকে

স্তব্ধ করা যায় নি। শোষকশ্রেণীকে আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছে।"

"এই শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের দেশের মেহনতী মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করে, অধিকার প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য এগিয়ে চলেছে।"

..."দিকে দিকে গড়ে উঠছে প্রতিরোধ, সৃষ্টি হচ্ছে আন্দোলনের নতুন তরঙ্গ।"

"তাই রাজ্য স্তরেও সরকারী কর্মচারী আন্দোলন প্রশাসনের চার দেওয়ালের গণ্ডী ছাড়িয়ে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রসারিত হচ্ছে; পাশাপাশি কর্মচারী তথা শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে, পেছিয়ে পড়া রাজ্যের বড় বড় আন্দোলন সংগঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে কর্মচারীদের মধ্যে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটছে। কর্মচারী আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অভিন্ন শরিক হিসাবে ক্রমশঃ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছে।"

উপরোক্ত বক্তব্য শাসকশ্রেণীর আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েও রাজ্যব্যাপী ভারতব্যাপী হরতাল ধর্মঘটে সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ, চটকল শ্রমিকদের ৩৩ দিন ধর্মঘট, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারদের লাগাতার কর্ম-বিরতি, ৯ই এপ্রিল সারা ভারতের ২০ লক্ষাধিক রাজ্য সরকারী কর্মচারীর ধর্মঘট, ৮ই মে থেকে ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘট, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট, পাশাপাশি খাদ্য সংকট, মূল্যবৃদ্ধির রাজ্যে রাজ্যে সংগ্রাম ইত্যাদি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হচ্ছে।

যৌথ আন্দোলন

বিগত বছর জিনিষ পত্রের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি, বাসভাড়া বৃদ্ধি, বাসভাড়া বৃদ্ধি ইত্যাদি দাবীতে সাধারণ মানুষ গর্জে উঠল গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা পিছিয়ে থাকেন নি। ১২ই জুলাই কমিটির ডাকে ১৪-১৮ই ডিসেম্বর পথসভা মিছিল ইত্যাদির মধ্যে প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন। জরুরী দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে জানুয়ারী মাসে বিক্ষোভ সপ্তাহ পালিত হলো। বিক্ষোভ সপ্তাহ থেকে পর্যায় ক্রমে ৯ই এপ্রিল সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ডাকে ধর্মঘট। পরবর্তী কালে ধর্মঘটের উপর সরকারী আক্রমণের প্রতিবাদে সারা ভারত-

ব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালন। জীবন বীমা লক-আউট ঘোষণার প্রতিবাদে ১২ই জুলাই কমিটির ডাকে হিন্দুস্থান বিল্ডিংস এর সামনে বিক্ষোভ পালন, মে মাস ব্যাপী রেল ধর্মঘট ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে সংহতিমূলক কর্মসূচী, মজুরী সংকোচনের "কালা কানুনের" বিরুদ্ধে ১২ই জুলাই কমিটির ডাকে সংগ্রাম, ৬টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ ২৬টি গণ সংগঠনের ডাকে সস্তাদরে খাদ্য সহ ৪ দফা দাবীতে ১১ই অক্টোবর শ্রমিক কর্মচারীদের ঐতিহাসিক মিছিল ইত্যাদি সংগ্রাম সত্ত্বেও সরকারের মনোভাব কর্মচারী দাবী দাওয়া মীমাংসার অনুকূলে না হওয়ায় সংগ্রামী রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা সারা পশ্চিমবাংলাব্যাপী প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে ২৩-২৪শে নভেম্বর '৭৪ গণ অবস্থানে বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চারিত হয়ে উঠলেন।

সংগঠন ও আন্দোলনে সমস্যা

সম্ভবনাময় পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সমস্যা সমাধানের নির্দ্ধারিত দায়িত্ব প্রতি পালনের আহ্বান রাখতে গিয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে—"বর্তমানের এত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে কর্মচারীদের চিন্তা ভাবনা যদি শুধুমাত্র সঙ্কটের ফলাফলের বিরুদ্ধে লড়াই এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং আমরা যারা কর্মী তারা যদি শুধুমাত্র সংকটের ফলাফলের উপর লড়াই করাই যথেষ্ট মনে করি তাহলে সর্বগ্রাসী সংকটের আবর্তে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সরকারী কর্মচারীদের জীবনে যে চরম দুর্গতি নেমে এসেছে তার থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে হলে কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন তথা গোটা অর্থনীতির পরিবর্তন ছাড়া উপায় নেই। আর এই পরিবর্তন শুধু কর্মচারীর যৌথ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সম্ভব নয়, শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত কর্মচারীর যৌথ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সম্ভব।'

সমস্যা সমাধানের প্রতিটি দিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা সম্ভব নয় তবুও পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে দুটি প্রশ্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কর্মচারীদের ভূমিকা এবং কৃষির সঙ্গে কর্মচারীদের সম্পর্ক এই প্রতিবেদনে আলোচিত হয়েছে।

এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিকাশমান পরিস্থিতিতে কর্মচারী আন্দোলন,

গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও কৃষক সমাজের লড়াই এর যে অগ্রগতি ঘটেছে তার গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কর্মচারীদের ভূমিকা

এই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে "গণতান্ত্রিক আন্দোলন কোন সাইন বোর্ড নয় বা কোন বিশেষ অংশের শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন নয়, বিভিন্ন সংঘের সংগ্রামের সম্মিলিত রূপ হচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলন। কর্মচারী আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।"

এখানে কর্মচারীদের বিগত দিনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের অবস্থা এবং বিভিন্ন প্রশ্ন যা এসেছে তাই নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—"গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলেই কর্মচারী আন্দোলনকে সহজে আটকানো সম্ভব হবে। সুতরাং গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে সরে থাকার কৌশল আত্মঘাতী হতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"কর্মচারী আন্দোলনে কর্মচারীরা Vangaurd Force, বাইরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কর্মচারীরা Vangaurd Force নয়।" এ লড়াই এর কৌশল সম্পর্কে এবং কর্মচারীদের এই সংগ্রামে সামিল করানোর ক্ষেত্রে কর্মীদের দাবিও এই প্রতিবেদনে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে "অর্থনৈতিক এবং চাকুরীগত ক্ষেত্রে সামান্য হলেও যেটুকু সুযোগ সুবিধা আদায় হয়েছে তার পেছনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে এবং কর্মচারী আন্দোলনকে সমর্থন করতে এসে অন্যান্য স্তরের মানুষ কত আত্মত্যাগ করেছেন, ছাত্র মারা গিয়েছেন, শ্রমিক নিহত হয়েছেন, শ্রমিকদের বস্তি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এ সমস্ত বিষয়ে ধারাবাহিক প্রচার করা হয় না। সুনির্দিষ্টভাবে এগুলি করা প্রয়োজন।"

কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে কর্মচারীদের সম্পর্ক

"প্রতিবেদনের প্রথম দিকে সংকটের মূল কারণ সামন্ততান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থার সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তার থেকে এটা স্পষ্ট যে যদিও অবস্থিতির ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারী এবং কৃষকদের অনেক ফারাক রয়েছে, দাবী দাওয়া সম্পর্কে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, কিন্তু এক জায়গায় প্রচণ্ড মিল রয়েছে। সেটা হচ্ছে, যে কৃষি ব্যবস্থার জন্য গরীব কৃষক ক্ষেতমজুরের

জীবনে চরম দুর্গতি নেমে এসেছে সেই কৃষি ব্যবস্থার জন্য কর্মচারী জীবন সংকটে জর্জরিত।"

তাই কৃষকের লড়াই এর পাশে কর্মচারীদের সাধ্যমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে—"ক্ষেতে খামারে কৃষকের পাশে দাঁড়িয়ে কৃষকদের আন্দোলনের সমর্থন করা কর্মচারীদের পক্ষে সম্ভব নয়। কৃষক যখন গ্রামাঞ্চলে তার লড়াই করবে তখন শহরাঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষ তথা কর্মচারীরা যদি নিজস্ব দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে একান্ত অভিন্ন তীব্র লড়াই গড়ে তুলতে পারেন তবেই কৃষক আন্দোলনকে যথার্থ সমর্থন করা হয়।"

সমিতিগত আন্দোলন ও বিভেদকামী শক্তি

বিভেদকামী শক্তির সংগঠনের ভ্রষ্টনীতি, আত্মবিক্রিত, দেউলিয়া নেতৃত্বের তথাকথিত গেজেটেড দাবীকে সামনে রেখে সরকার সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ৯ই এপ্রিল ধর্মঘটের মুখে দাঁড়িয়ে S. A. E.দের গেজেটেড স্ট্যাটাস ঘোষণার মধ্য দিয়ে S. A. E. সমাজে তথা কর্মচারী আন্দোলনকে পর্যুদস্ত করবার যে ঘৃণ্য চক্রান্ত করেছিল তাকে সমিতির ডাকে সারা পশ্চিমবাংলার S. A. E. বন্ধুরা সংগ্রামের ময়দানে সামিল হয়ে প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন সমাবেশ, প্রতিবাদ, টেলিগ্রাম ইত্যাদি কর্মসূচী প্রতিপালন করে।

বিভেদকামী নেতৃত্বের দালালীর স্বরূপ যতই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ততই তারা নিজেদেরকে আড়ালে রাখার চেষ্টা করেছে। এই প্রতিবেদনে ঐ নেতৃত্বের স্বার্থবিরোধী ভূমিকাকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

গেজেটেড আদেশ প্রত্যাহার, অজয় মুখার্জী কমিটির প্রতারণাপূর্ণ রিপোর্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পাশাপাশি সমিতিগত অন্যান্য দাবীর ভিত্তিতে সমিতির ডাকে বিগত বছরে যে অভূতপূর্ব সংগ্রাম হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা প্রতিবেদনে রাখা হয়েছে।

সমিতিগত সাফল্য ও অপূর্ণ দাবী সম্পর্কে

সমিতির ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলে সরকারের কর্মচারী বিরোধী ভূমিকা সত্ত্বেও যে সমস্ত সাফল্য অর্জিত হয়েছে তার পাশাপাশি যে

সমস্ত সমস্যার সমাধান হয় নি তা পূর্ণাঙ্গভাবে এই রিপোর্টে তুলে ধরা হয়েছে।

বেতন কাঠামোর পরিবর্তন না হলেও বেতন কাঠামোতে অবিচার সরকারের বিভিন্ন স্তরে স্বীকৃত হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও বিগত বছরের সাফল্যগুলি আজকের পরিস্থিতিতে নিতান্ত নগণ্য নয়।

।। সংগঠন।।

বিগত মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত ২৩-২৪তম সম্মেলনে সংগঠনের আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে যে ৯টি কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছিল তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আগামী বছরের জন্য বহাল রাখার কথা এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

সমিতির সর্বস্তরে সংগঠক ও কর্মীরা যে উন্নত চেনতাবোধ ও অসামান্য তৎপরতার স্বাক্ষর রেখেছেন তার বিস্তৃত আলোচনা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

গেজিটিকরণ মোহ সৃষ্টি করার জন্য যে সব ব্যবস্থা সরকার করে চলেছেন তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক তৎপরতা ও কর্তব্য সম্পর্কে, বিগত বছরের সম্মেলনে আত্ম সমালোচনা ও সাংগঠনিক কর্তব্যগুলি কতটা করা গেছে এবং ত্রুটি বিচ্যুতি যা আছে আত্মসমীক্ষার মাধ্যমে তার আগামীদিনে সংশোধন, চাঁদা সংগ্রহ-সদস্যভুক্তির অগ্রগতিতে, আন্দোলনের ক্ষেত্রে পরিবার পরিজনদের কতটা সামিল করানো গেছে, ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা, আঞ্চলিক কমিটিগুলির কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি বহু সাংগঠনিক বিষয়ে প্রতিবেদনে আলোচনা হয়েছে।

সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"সংগঠন সম্পর্কে মূল কথাটাই হল যে নির্ভুল নীতি নির্ধারণই যথেষ্ট নয়—কাজ করাটাই আসল। চারপাশের সংগ্রামের উত্তাপ যথার্থভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং তা' ছড়িয়ে দেবার সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বুঝতে হবে বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বতস্ফূর্ততার অবকাশ অত্যন্ত কম বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে। এখনকার প্রতিটি লড়াই গড়ে তুলতে হবে সচেতন ও সংগঠিত ভাবে।"

।। সংযোগ ।।

সংযোগ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"সংগঠন আন্দোলনের মুখপত্রকে, শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসাবে প্রচারক, উদ্দীপক ও সংগঠক এই ভূমিকা যথাযোগ্য একই সঙ্গে পালন করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলন সংগঠনের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা ছাড়াও যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীদের নিজস্ব উদ্যোগে এইদিকে এগিয়ে আসা দরকার।"

।। আগামী সংগ্রাম।।

এখানে বলা হয়েছে "আগামী বছরের পরিচয়—সংগ্রাম"...."অবস্থা সুনির্দিষ্ট ভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আগামী বছর গ্রাম ও শহরে এক নতুন উদ্দীপনাময় শক্তি নিয়ে লড়াই করবে। ধর্মঘট, হরতাল, বনধ্ এ দেশ আলোড়িত হবে। তাই আমাদেরও তৈরী থাকতে হবে।" কর্মচারী হিসাবে, সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন, ১২ই জুলাই কমিটি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বা যুক্তভাবে টি. ইউ. গুলির নেতৃত্বে পরিচালিত আগামী দিনের আন্দোলনগুলিতে যাতে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করতে পারিষ সেজন্য নিরবধি সাংগঠনিক উদ্যোগ রাখতে হবে।"

আগামী মার্চ মাসে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ৫ম রাজ্য সম্মেলন থেকে কর্মচারীদের সামনে আরও কঠোর ও সুনির্দিষ্ট আন্দোলন-এর কর্মসূচী কর্মচারীদের সামনে উপস্থিত হবে, প্রয়োজন বোধে প্রশাসনে দীর্ঘস্থায়ী অচল অবস্থা সৃষ্টির পথেও আমাদের যেতে হতে পারে।

অন্যদিকে সমিতিগত আন্দোলনের অপরিহার্যতার কথা বলা হয়েছে। দাবী আদায়ের জন্য "সভা, মিছিল, ডেপুটেশন প্রভৃতি ছাড়াও প্রতিটি অবর সহ-বাস্তুকারের ব্যক্তিগত প্রতিবাদ পরিবার পরিজন সহ কর্মসূচী, কেন্দ্রীয়-ভাবে গণডেপুটেশন, গণ অবস্থান এবং প্রয়োজন হলে নিয়মমাফিক কাজ, আংশিক কর্মবিরতি বা গণছুটির মত কর্মসূচী প্রতিপালনে অগ্রসর হতে হবে।

সর্বগ্রাসী সংকট মোকাবিলার একটাই পথ, তা হল সংগ্রামের পথ। "নান্য পন্থা"।

।। সম্মেলনের আহ্বান।।

..."দেশে দেশে আদর্শ উদ্বুদ্ধ শ্রমজীবী মানুষের মহান সংগ্রামগুলি, আত্মত্যাগ এবং শহীদের মৃত্যুবরণের অত্যুজ্জ্ব ল ঘটনাগুলি যেন প্রতিমুহূর্তে আমাদের আলোকিত করে উদ্বৃদ্ধ করে এই প্রতিজ্ঞা ও লক্ষ্য দীপশিক্ষার মত বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

* * * *

..."কমরেডস্, আমরা মানুষের পরিচয়ে, এক মহানলক্ষ্যে উৎসর্গীকৃত-আলোর অভিযাত্রী। কোন ভাবালুতা নয়, স্থির লক্ষ্যে সমস্ত বাধা বিপত্তিকে বুকে ঠেলে আমরা এগিয়ে যাবোই—এই হোক সম্মেলনের রণধ্বনি।"

২৫তম রাজ্য সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ

স্বাধীনতার পর ২৭ বছরে দেশের সরকারী নীতি জনগণকে আজ এক চরম দুর্দশার সম্মুখীন করেছে। ক্রমাগত ঘাটতি বাজেট, সাধারণ মানুষের উপর পর্বত প্রমাণ করভার, নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অবাধ মজুতদারী ও কালো-বাজান্দী দারুণ মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারীর কালোছায়া ভারতবর্ষের জনজীবন ঘিরে ধরেছে।

আমূল ভূমি সংস্কার ও কৃষকের হাতে জমি অর্পণে ইচ্ছাকৃত অস্বীকৃতির দরুণ খাদ্যশস্য সহ গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত পণ্যের উপর আজও দখলী সত্ব রয়েছে প্রাক্তন জমিদার জোতদার-মহাজনদের হাতে। তাদের অতি মুনাফার লালসায় দেশজুড়ে আজ দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি। অতীতের তুলনায় বেশী খাদ্য উৎপাদিত হওয়া সত্ত্বেও মানুষ না খেয়ে মরতে হচ্ছে। প্রতিটি ভোগ্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতনের প্রকৃত মূল্য দ্রুত নিঃশেষিত হচ্ছে। দুর্দশা অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গিয়েছে; আর দেশের সবচাইতে দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের মধ্যে রয়েছে এই রাজ্যের সরকারী কর্মচারীরা।

দেশের বৃহৎ পুঁজিপতি-জমিদার শ্রেণীর স্বার্থে অর্থনীতির এই অনিবার্য সংকটের বোঝা সাধারণ মানুষের উপর আরও বেশী বেশী করে চাপিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই সরকারের সমস্ত কর্মধারা পরিচালিত হচ্ছে। তাই জমিদার -জোতদারদের অবাধ মুনাফার স্বার্থে খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবস্থা অধিগ্রহণ পরিত্যক্ত হয়েছে; উচ্চতর আয়ের ক্ষেত্রে আয়কর সহ প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ হ্রাস তথা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নতুন নতুন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। অন্যদিকে শ্রমিক কর্মচারীদের আগামী দু'বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি আটক সহ চিরস্থায়ী ভাবে মজুরী সংকোচন করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির স্বার্থে বেকারী-পীড়িত দেশে অটোমেশনের ব্যবহারকে আরও ব্যাপকতর করা হচ্ছে।

১। গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে

জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে এই সার্বিক প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে খেটে খাওয়া মানুষ যখন আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন তখনই সরকারের তরফ থেকে পরিচালিত হচ্ছে দানবীয় আক্রমণ যার প্রধান উদ্দেশ্য হল অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ করার স্বাভাবিক অধিকারবোধকে খতম করা তথা পরিকল্পিত সন্ত্রাসের দ্বারা মানুষকে লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরিয়ে দেওয়া। তাই একদিকে যেমন পুলিস-প্রশাসনের সহায়তায়, সমাজবিরোধীদের সাহায্যে খুন জখম, দৈহিক নির্যাতন, বিনা বিচারে আটক, জেলে বিচারাধীন বন্দীদের হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে সারা দেশ জুড়ে এক সন্ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করা হচ্ছে, অন্যদিকে ক্রমাগত কালাকানুন, অর্ডিন্যান্স জারী করে ব্যাপক আক্রমণ হানা হচ্ছে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির উপর। সামগ্রিক ঘটনাবলী আজ এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যেখানে সর্বনিম্ন গণতান্ত্রিক প্রথা-প্রকরণগুলি বিধ্বস্ত প্রায়।

যুদ্ধাবস্থা অতিক্রান্ত হবার তিন বছর পর আজও দেশে জরুরী অবস্থা জোর করে চাপিয়ে রাখা হয়েছে এবং তার সাহায্যে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি অপহরণ করা হচ্ছে। ভারতরক্ষা আইনের দ্বারা একের পর এক সংস্থায় ধর্মঘটকে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। নজীর বিহীন কায়দায় 'পেমেন্ট অফ ওয়েজেস্ এ্যাক্ট, সংশোধন করে ধর্মঘটী শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন আটক করা হচ্ছে। গণ আন্দোলনের কর্মী সংগঠকই শুধু নয়, কেবল মাত্র শাসকদলের বিরুদ্ধ মত পোষণ করার জন্য মিসায় হাজার হাজার মানুষকে বছরের পর বছর আটক রাখা হচ্ছে এবং সম্প্রতি সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলি নানা অছিলায় সংশোধন করে আটকের বিরুদ্ধে আদালতে হাজির হবার সীমিত সুযোগটুকুও রুদ্ধ করা হচ্ছে। শাসকদলের 'সমালোচনা করা হচ্ছে'—এই অজুহাতে শ্রমিক-কর্মচারী-গণতান্ত্রিক মানুষের সভা-সমাবেশের উপর ঘটছে সশস্ত্র হামলা।

বস্তুতঃ, ন্যায়সংগত দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন সংগঠিত করার "পবিত্র সংবিধান" প্রদত্ত অধিকার আজ পুলিশ মিলিটারীর শিকারে পরিণত। ধর্মঘট করার 'অপরাধে' শ্রমিক-কর্মচারীরাই শুধু নয়, তাঁদের পরিবার পরিজন লাঞ্ছিত, স্ত্রী-কন্যা ধর্ষিতা।

আর এ সবই করা হচ্ছে শাসক দলের তথাকথিত গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামের

নামে। ইতিপূর্বে এই রাজ্যের কয়েক সহস্র গণআন্দোলনের সহ ৪৭ জন রাজ্য সরকারী কর্মচারী শাসক দলের গুণ্ডাবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন, গৃহচ্যুত হয়েছেন কয়েক শ' কর্মচারী ও তার পরিবার-পরিজন। সংগঠিত সন্ত্রাসের জন্য চাকরীতে যোগ দিতে না পারার দরুন বেশ কিছু কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। পাশাপাশি জেলায় জেলায় কর্মচারী সংগঠনের দপ্তর-গুলি জ্বালিয়ে দেওয়া অথবা জোর করে দখল করা সংগঠনের স্বাভাবিক কাজ কর্মে ভীতি প্রদর্শন, কর্মচারী সমাবেশ, মিছিল, অবস্থানের উপর আক্রমণের অজস্র ঘটনা ঘটেছে।

পাশাপাশি সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী কায়দায় রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দো-লনের তেরজন নেতাকে বরখাস্ত, লোকরঞ্জন শাখার ৫ জন শিল্পীর কর্মচ্যুতি, জবরদস্তিমূলকভাবে অবসর গ্রহণ করানো, সংগঠনের কর্মীকে মিথ্যা ও সাজানো মামলায় ঝুলিয়ে দেওয়া, সংগঠনের কাজে অংশ নেওয়ার জন্য সাস্‌পেনশন, শোকজ, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির স্বীকৃতিহরণ প্রভৃতি আক্রমণাত্মক কার্যক্রম সরকার ও প্রশাসনের তরফ থেকে চালানো হয়েছে।

অন্যদিকে ৯ই এপ্রিল ও তার পূর্বাপর আন্দোলন-ধর্মঘটগুলির ক্ষেত্রে শাসক দলের অনুগামীদের সাহায্যে আক্রমণ চালানোর পাশাপাশি প্রশাসনের তরফ থেকে নতুন নতুন অধিকার হরণকারী বিধি প্রবর্তনের মাধ্যমে এক সর্বাত্মক ও প্রতিহিংসামূলক আক্রমণ চালানো হচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট কন্ডাক্ট রুলসে আরও প্রতিক্রিয়াশীল সংযোজন ঘটিয়ে দাবী-দাওয়ার সমর্থনে অফিস প্রাঙ্গনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ন্যূনতম অধিকার হরণ, ত্রশ্লোগান দিলে প্রমোশন বন্ধ নিয়োগ, পদোন্নতি স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পূর্বজীবন তদন্তের ব্যবস্থাসহ পুলিশ ভেরিফিকেশনের প্রথা পুনঃ প্রবর্তন ধর্মঘট করার অপরাধে বেতন কাটা ও ব্রেক সার্ভিস সহ চাকরী জীবনে অর্জিত সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে কর্মচারীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। পাশা-পাশি, দমকল কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন সংঠন গড়ার অধিকার হরণ, বর-খাস্ত নেতৃবৃন্দকে সংগঠনের কাজে মহাকরণে প্রবেশে বাধাদান, সরকারী ভবনে কর্মচারী সংগঠনের সম্মেলন—সমাবেশ অনুষ্ঠান জোরপূর্বক বন্ধ করা ইত্যাদি সর্বনিম্ন অধিকার হরণকারী কার্যকলাপের দ্বারা ট্রেড ইউনিয়ন কার্য-কলাপের উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালানো হচ্ছে।

অবসস্থার এই পটভূমিকায় রাজ্য সম্মেলন সরকারের কাছে 'দৃঢ় কণ্ঠে দাবী

জানাচ্ছে যে অবিলম্বে এই জাতীয় কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে, আক্রমণ ও সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং কর্মচারীদের আন্দোলন সংগঠন পরিচালনা করার ন্যূনতম অধিকার সহ সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি খর্ব করার সমস্ত রকম জবরদস্তিমূলক অপচেষ্টা বন্ধ করতে হবে; জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহের পুনঃ প্রতিষ্ঠাসহ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার গ্যারান্টি তথা স্বাধীনতভাবে ট্রেড ইউনিয়ন কায৪কলাপ পরিচালনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। পাশাপাশি, ১৩ জন বরখাস্ত নেতৃবৃন্দ ও লোকরঞ্জন শাখার কর্মচ্যুত ৫ জন শিল্পীর পুনর্বহাল, জবরদস্তিমূলক অবসর গ্রহণের আদেশ প্রত্যাহার সাজানো মামলাসমূহ প্রত্যাহার ও ট্রেড-ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের মুক্তি মিসা ইত্যাদি কালা কানুন বাতিল করতে হবে। সাথে সাথে দমকল কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণকারী আইন বাতিল, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির স্বীকৃতি প্রত্যার্পণ, কুখ্যাত কন্ডাক্টরুলস্ বাতিল ও পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রদানসহ আন্দোলন সংগঠনের কর্মী-দের বিরুদ্ধে সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার, সংগঠন ভাঙ্গার জন্য বদলী বন্ধ, পুলিশ ভেরিফিকেশনের আদেশ, ধর্মঘট করার জন্য স্থায়ীকরণ—পদো-ন্নতি সহ সমস্ত অধিকার হরণকারী সার্কুলার বাতিল করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সম্মেলন রাজ্যের সাড়ে তিন হাজার সাব-এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারসহ সমস্ত কর্মচারী সমাজের কাছে আবেদন করছে যে—গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে রত দেশের সাধারণ মানুষের সাথে ঐক্যবদ্ধ ভাবে উল্লিখিত দাবী আদায় তথা জীবন-জীবিকার স্বার্থে এবং অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে সামিল হোন।

২। সর্বজনীন দাবী দাওয়া সংগ্রান্ত

অবস্থার এই পটভূমিকায় এই সম্মেলন আরও দাবী করে ঃ

(১) সরকারকে অবিলম্বে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে হবে এবং নিত্য প্রয়ো-জনীয় সামগ্রী ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করতে হবে; মূল্যবৃদ্ধির পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ও অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দিতে হবে। (২) র‍্যাশনের কোটা কমানো ও মূল্যবৃদ্ধি করা চলবে না; র‍্যাশনের পরিমাণ বাড়াতে হবে; র‍্যাশনে অখাদ্য-কুখাদ্য পরিবেশন বন্ধ করতে হবে। (৩) চোরাকারবারী ও মজুতদারদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। (৪) হামলাবাজি বন্ধ করতে হবে; গুণ্ডাদের হাতে নিহত শ্রমিক-

কর্মচারীদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ও আহতদের বিশেষ ছুটিসহ বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে; দোষীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে; নিহত ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল পরিজনের একজনের চাকুরীর সংস্থান করতে হবে। (৫) গুণ্ডাদের হামলায় এলাকা ও চাকরীচ্যুত বা অফিস ছাড়া শ্রমিক-কর্মচারীদের পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে এলাকায় ফিরিয়ে নিতে হবে ও চাকরীতে পুনর্বহাল বা চাকরীদে যোগ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। (৬) শ্রমজীবী মানুষের দীর্ঘ সংগ্রাম অর্জিত ধর্মঘটের অধিকার হরণ বা ক্ষুণ্ণ করা চলবে না; ছাঁটাই, লে-অফ, লক-আউট বে-আইনী ঘোষণা করতে হবে। বেকারদের চাকরী অথবা বেকার ভাতা দিতে হবে। (৭) সংবিধানের ৩১০ ও ৩১১ ধারায় প্রদত্ত স্বৈরাচারীভাবে বরখাস্ত করার ক্ষমতা বাতিল করতে হবে। (৮) সংবিধানের ৮ম তপশিল সংশোধন করে নেপালী ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিতে হবে।

৩। অন্যান্য স্তরের শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের সমর্থনে ঃ

এই সম্মেলন গর্বের সংগে ল্য করছে যে, পূর্বোক্ত দাবীগুলি বা অন্যান্য অর্থনৈতিক এবং অধিকারগত দাবীতে শাসক শ্রেণীর বল্গাহীন দমন-পীড়ন-সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে পশ্চিম বাংলাসহ সারা দেশের শ্রমজীবী মানুষ লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। ইতিমধ্যে, শাসক শ্রেণীর বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা সার্বিক আক্রমণকে পর্যুদস্ত করে সারা দেশের চটকল, রেল ও কেন্দ্রীয় শ্রমিক-কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে সংগ্রামের এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। সাথে সাথে ভারত জুড়ে সংগঠিত হয়েছে মৌলিক দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে জনগণের অভূতপূর্ব সংগ্রাম, সাধারণ ধর্মঘট বন্‌ধ ইত্যাদি। গড়ে তুলেছেন আগামীদিনের বৃহত্তম আন্দোলনের প্রস্তুতি।

সমিতির এই রাজ্য সম্মেলন দেশ ব্যাপী এই সংগ্রামের প্রতি সহযোদ্ধার অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে এবং আগামী দিনের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে পাশে দাঁড়াবার শপথ গহণ করছে।

৪। সমিতিরগত দাবিদাওয়া সম্পর্কে

পশ্চিমবঙ্গ সাবর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এসোসিয়েশনের ২৫তম রাজ্য সম্মেলন প্রচণ্ড ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে সাব এসিষ্টান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের

বেতন কাঠামোর প্রতি চূড়ান্ত অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং সিনিয়র গ্রেড, পদোন্নতিসহ চাকুরীগত অধিকারগত দাবীর ভিত্তিতে সমিতির নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলার তিন সহস্রাধিক সাব-এ্যাসিষ্টান্ট ইঞ্জিনীয়ারগণ বিগত ৪ বছর যাবৎ ধারাবাহিক আন্দোলনের কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রতিকারের দাবী জানালেও সরকার আজও কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। উপরন্তু গেজেটীকরণের মধ্য দিয়ে নতুনভাবে আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। অন্যদিকে কর্মচারীদের জীবনে চাকুরীগত ক্ষেত্রে আক্রমণকে আরও ব্যাপক করা হচ্ছে। নতুন করে ছাঁটাই শুরু হয়েছে, উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের বিকল্প কর্ম সংস্থানের প্রশ্নে চূড়ান্ত টালবাহানা চলছে। সামান্য বিভাগীয় সুযোগ সুবিধাগুলি পর্যন্ত প্রদান করা হচ্ছে না। অবস্থার এই পটভূমিকায় এই সম্মেলন অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে দাবী জানাচ্ছে যে অবিলম্বে নিম্নলিখিত দাবীর সুমীমাংসার দ্বারা উন্নয়ন-মূলক কর্মকাণ্ডের অগ্রবাহিনী সাব-এ্যাসিষ্টান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের প্রতি অনুসৃত অবিচারের অবসান ঘটাতে হবে ঃ—

১। (ক) সাব এ্যাসিষ্টান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের উপর থেকে স্বাধীন দেশের নাগরিকের পক্ষে চরম অবমাননাকর, পরাধীন যুগের ক্রীতদাসত্বের প্রতীক গেজেটেড করণের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

(খ) তথাকথিত অজয় মুখার্জী কমিটির তথাকথিত সুপারিশ ও সরকারের সাম্প্রতিক বিভেদমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল সিদ্ধান্ত সমূহ বাতিল করে, অবর সহ-বাস্তুকারদের বেতন, সিনিয়র গ্রেড, পদোন্নতি প্রভৃতিতে অবিচার সমিতির দাবী অনুযায়ী সমাধান করতে হবে।

(গ) এস. এ. ই. সমাজের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সম্প্রতি সরকারী আদেশনামায় বহির্বিভাগের বন্ধুদের মধ্যে যে অতিরিক্ত ভ্রমণ ভাতা হিসাবে ২৫ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে তা অবিলম্বে সংশোধন করে বহির্বিভাগ অর্ন্তর্বিভাগ নির্বিশেষে সকলের জন্য দিতে হবে।

২। (ক) নির্মাণ পর্ষদ সহ সব বিভাগে অবর সহ-বাস্তুকার এবং অন্যান্য সমস্ত নন-গেজেটেড্ কর্মচারীদের জন্য শতকরা ৮০ ভাগ স্থায়ীপদ অবিলম্বে সৃষ্টি করতে হবে।

(খ) প্রতিটি বিভাগে অবিলম্বে গ্রেডেশন লিষ্ট তৈরী করে, অবর সহ-বাস্তুকারদের সিনিয়রিটি নির্দ্ধারণ করতে হবে এবং এরই ভিত্তিতে সমিতির

সাথে আলোচনা করে সিলেক্‌শন গ্রেড প্রদান, হেড এষ্টিমেটর পদে নিয়োগ পদোন্নতি প্রভৃতি করতে হবে।

(গ) সমস্ত বিভাগে অবর সহ-বাস্তুকারদের সিনিয়রিটির ভিত্তিতে প্রমোশন দিতে হবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদোন্নতি সংক্রান্ত বর্তমান অনিয়মিত ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। ডাইঃ অব ব্রিক প্রোডাক্‌শন, নির্মাণ পর্ষদ, জনস্বাস্থ্য অধিকার সহ যে সব বিভাগে পদোন্নতি প্রথা এখনও চালু করা হয়নি সেখানে অবিলম্বে পদোন্নতির প্রথা চালু করতে হবে এবং সরকারী আদেশনামা অনুযায়ী প্রথম থেকে প্রাপ্য কোটা অনুযায়ী সমস্ত শূন্য পদ পূরণ করতে হবে। সি-এ আর না পাওয়ার অজুহাতে পদোন্নতি বিলম্বিত করার অনাবশ্যক প্রয়াস অবিলম্বে বন্ধ করে পদোন্নতির কোটা পূরণ করতে হবে।

৩। (ক) ব্লকে কর্মরত অবর সহ-বাস্তুকারদের ক্ষেত্রে অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারিং দপ্তরের সমতুল সুযোগ-সুবিধা ও চাকুরীবিধি সম্প্রসারিত করতে হবে এবং কারিগরি ও অকারিগরি প্রশাসনিক-নিয়ন্ত্রণের ফলে উদ্ভূত জটিলতাগুলির অবসান ঘটাতে হবে।

(খ) অফিস সংক্রান্ত আসবাবপত্র, কারিগরি কাজের সহযোগী কর্মচারী ভ্রমণভাতার বিষয়ে অনিয়মিত অবস্থার অবসান ঘটিয়ে এ বাবদ বকেয়া সমস্ত টাকা প্রদান, সুন্দরবন অঞ্চলে কর্মরত ব্লকসহ সর্বস্তরের অবর সহ-বাস্তুকারকে বিশেষভাতা প্রদান ইত্যাদি আর্থিক সুযোগ সুবিধাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

(গ) জনস্বাস্থ্য কারিগরি অধিকারের অবর সহ-বাস্তুকারদের ব্লক পর্যায়ে প্রেরমের ফলে উদ্ভূত জটিল সমস্যাদির আশু সমাধান করতে হবে। এই ব্যবস্থার ফলে কারিগরি অকারিগরি—এই দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। যথা সময়ে বেতন, টি-এ প্রদানের ক্ষেত্রে অসুবিধা দূরীকরণ, কর্মচারী হিসাবে কাজ করার ন্যূনতম প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রাদি সরবরাহ সহ একজন অবর সহ-বাস্তুকারকে একাধিক ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার দায়িত্বে প্রেরণ ইত্যাদি নানাবিধ জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সমিতির দাবী অনুযায়ী করতে হবে।

৪। পূর্ত ও সেচ এবং কৃষি কারিগরী বিভাগের তড়িৎ ও যান্ত্রিক শাখার অবর সহ-বাস্তুকারদের সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিসের অধীনে আনয়ন করতে হবে এবং 'সুপারভাইসরী কম্পিটেন্সী সার্টিফিকেট' অর্জনের ক্ষেত্রে

বাধ্যতামূলক তথা এতদ্ সম্পর্কে আর্থিক সুবিধা প্রদানের বিভেদমূলক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বাতিল করে স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতির বকেয়া পদগুলি পূরণ করতে হবে। এছাড়া সেচ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত সেন্ট্রাল ডিজাইন অরগানাইজেশনে কর্মরত কর্মচারীদের অধিক আর্থিক সুবিধা প্রদানের বৈষম্যমূলক নীতি বাতিল করতে হবে।

৫। যে সমস্ত ওয়ার্কচার্জড অবর সহ-বাস্তুকারের নিয়মিতকরণ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে তাদের চাকুরীর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে এবং তাদের পূর্বাপর বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতার অবসান ঘটাতে হবে।

৬। বিভিন্ন বিভাগে উচ্চতর কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত অবর সহ-বাস্তুকারদের উচ্চপদে চাকুরীগত সিনিয়রিটির ভিত্তিতে নিয়োগ করতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনে 'পাবলিক সার্ভিস কমিশনে'র নিয়মাবলী সংশোধন করতে হবে। উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত অবর সহ-বাস্তুকারদের সহ-বাস্তুকার পদে নিয়োগ সাপেক্ষ উচ্চতর শিক্ষার স্বীকৃতি হিসাবে বর্তমান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক সুবিধা দিতে হবে। তাছাড়া পদোন্নতি যোগ্য অবর সহ-বাস্তুকারদের ক্ষেত্রে পদোন্নতি সাপেক্ষ উপরোক্ত আর্থিক সুবিধা সম্প্রসারিত করতে হবে।

৭। বাংলার বাইরে ম্যাসাঞ্জোর, বঙ্গভবনে ও কলকাতার ষ্টেট গেষ্ট হাউসে কর্মরত কর্মচারীদের বিশেষ ভাতা দিতে হবে।

৮। কৃষি বিভআগের কর্তৃত্বাধীন 'সয়েল কনজারভেশন ও কৃষি ইঞ্জিনীয়ারিং সমাহর্তার অধীনে লোকাল ডেভেলাপমেন্ট, ষ্টেট রিলিফ, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার, ল্যান্ড রিফর্মস, টাউন এন্‌ড কানট্রি প্ল্যানিং বিভাগের বিভিন্ন প্ল্যানিং অরগ্যানাইজেশন প্রভৃতি শাখায় নিয়োজিত অবর সহ-বাস্তুকার বন্ধুদের সাব-অর্ডিন্দনট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস-এ আনয়ন করে অন্যান্য বিভাগের কারিগরি কর্মচারীদের ন্যায় সুযোগ সুবিধাগুলি দিতে হবে। সি.এস.আর.ই. সহ সমস্ত দপ্তরে উদ্বৃত্ত সমস্ত কর্মচারীদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা সহ বিকল্প চাকুরীতে নিয়োগ করতে হবে। সয়েল কনজারভেশন বিভাগের এস. এ. ই. পদ থেকে সার্ভেয়ার, ইঞ্জিনীয়ারিং ওভারসীয়ার, ফটোগ্রাফার, ড্রাফটসম্যান প্রভৃতি পদে বদলি রদ করে উক্ত পদগুলিকে এস. এ. ই. পদে রূপান্তরিত করতে হবে।

৯। (ক) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন কারিগরি অধিকারের অবর সহ-

বাস্তুকারদের ক্ষেত্রে প্রদত্ত চাকুরীগত সুযোগ সুবিধা হলদিয়া প্রকল্পে কর্মরত অবর সহ-বাস্তুকারদের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করতে হবে।

(খ) ডাইরেকটরেট্ অফ ব্রিক প্রোডাকসন-এ কর্মরত বন্ধুদের ক্ষেত্রে যে দ্বিবিধ চাকুরী বিধি প্রচলিত আছে তার অবসান ঘটিয়ে অন্যান্য কারিগরি অধিকারের সমতুল করতে হবে।

১০। ষ্টোরের দায়িত্ব থেকে অবর সহ-বাস্তুকারদের অবিলম্বে অব্যাহতি দিতে হবে।

১১। সমিতির স্মারকপত্র অনুযায়ী বদলীর সুষ্ঠু নীতি চালু করতে হবে।

১২। সমস্ত কর্মচারীর কর্মস্থলের নিকট আবাসনের ব্যবস্থাও ও ভাড়া বাবদ অর্থ কেটে নেবার প্রচলিত রীতি পরিবর্তন করে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির স্মারকলিপি অনুযায়ী নতুন পদ্ধতি চালু করতে হবে।

১৩। সর্বস্তরে দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজ ও সপ্তাহে দেড় দিন ছুটি দিতে হবে। ওয়ার্কচার্জড, পিস্ রেট, কন্টিনজেন্ট ডেউলি ওয়েড মাষ্টার রোল ইত্যাদি সমস্ত অনিয়মিত প্রথা বাতিল করতে হবে। S. A. E.দের জন্য ডিউটি চার্ট চালু করতে হবে।

১৪। অবিলম্বে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দাবী অনুযায়ী শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, অবসরগ্রহণকালীন সুযোগ সুবিধা, সাইকেলভাতা, ভ্রমণ ভাতা, ইত্যাদি বিষয়ে পে-কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠের সুপারিশগুলি চালু করতে হবে।

১৫। লোকাল ডেভেলাপমেন্ট ওয়েল কন্‌স্ট্রাকশনে কর্মরত সমস্ত উদ্বৃত্ত সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের বিকল্প চাকরীর ব্যবস্থা করতে হবে। ডেইলী ওয়েজ, মাষ্টার রোল, ওয়ার্কচার্জড প্রথায় নিয়োজিত এস. এ. ই. দের অবিলম্বে নিয়মিত করতে হবে।

১৬। উপরোক্ত স্তরের কর্মচারীদের চাকুরীর নিরবচ্ছিন্নতা সহ আর্থিক সিনিয়রিটি প্রভৃতি চাকুরীর সর্বপ্রকার সুযোগ দিতে হবে।

১৭। অবর সহ-বাস্তুকারদের পদে উন্নীত সাব-ওভারসীয়রদের জন্য বর্তমান নির্ধারিত সিলেকশন গ্রেড কোটার পরিবর্তে সিনিয়র গ্রেড পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং তা পূর্বোক্ত বন্ধুদের চাকুরীর সিনিয়ারিটির ভিত্তিতে পূরণ করতে হবে।

১৮। কর্মচারীদের প্রফিডেন্ট ফান্ড সংরক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

৫। পশ্চিমবঙ্গ সাব এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের উপর গেজেটেড আদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে

রাজ্য সম্মেলন তীব্র ঘৃণার সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে চাকুরীজীবনের প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে সাব-এ্যাসিষ্টান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের চাপে কোণ-ঠাসা সরকার, তথাকথিত পাল্টা সংগঠনের স্ব-নির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে সাব-এ্যাসিষ্টান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের বিভ্রান্ত ও মোহগ্রস্ত করা, সমগ্র কর্মচারী আন্দোলন প্রবাহ থেকে সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য সাব-এ্যাসিষ্টান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের উপর ঘৃণ্য গেজেটেড আদেশ চাপিয়ে দিয়েছে।

সাথে সাথে রাজ্য সম্মেলন গর্বের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে সরকার এই জঘন্য কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সমিতির ডাকে রাজ্যের সাড়ে তিন হাজার সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার রুখে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে টেলিগ্রাম ও প্রস্তাব প্রেরণ রেকর্ড সংখ্যক গণস্বাক্ষর পেশ, কেন্দ্রীয় সমাবেশ, দাবী ব্যাজ পরিধান, মিছিল, বেতন বয়কট প্রভৃতি অসংখ্য ছোটবড় আন্দোলন, সর্বোপরি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে একযোগে ঐতিহাসিক ৯ই এপ্রিল ধর্মঘটে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে সরকারের এই আদেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু এই আন্দোলনগুলির মধ্য দিয়ে কর্মচারীদের মানসিক চিন্তা-ভাবনা ও আশা আকাংক্ষার যে প্রতিফলন ঘটেছে তা থেকে কোন শিক্ষা নেওয়ার পরিবর্তে সরকার তাকে নস্যাৎ করার জন্য অজয় মুখার্জী কমিটি গঠন ও তার সুপারিশের মোড়কে গেজেটেডকরণসহ কর্মচারী-স্বার্থবিরোধী ব্যবস্থাগুলিকে কার্যকর করতে চলেছেন।

স্বাধীনতার ২৭ বছর পর জাতীয়-জীবন প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনিক ব্যবস্থার অংশ এই গেজেটেড প্রথাকে কেন্দ্রীয় সরকার দেরীতে হলেও যখন জনস্বার্থ বিরোধী বলে বাতিল করার সিদ্ধান্ত নীতিগতভাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন, তখন সাব-এ্যাসিষ্টান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের উপর সেই ঘৃণ্য প্রথা নূতন করে চাপিয়ে দিয়ে জনগণ পরিত্যক্ত ব্যবস্থাকে পশ্চিমবাংলায় জিইয়ে রাখার অপচেষ্টা কর্মচারীদের বিক্ষোভকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

এই সম্মেলন তাই দাবী করছে যে অবিলম্বে অবর সহ-বাস্তুকারদের উপর

থেকে গেজেটেডকরণের ঘৃণ্য আদেশ বাতিল করতে হবে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য বাদ সৃষ্ট ঘৃণ্য গেজেটেড প্রথা রাজ্য-প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণ অবসান ঘটাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সমিতির দাবী অনুযায়ী বকেয়া ৯ দফা দাবী দাওয়ার সুষ্ঠু সমাধান করতে হবে। সাথে সাথে এই দাবীগুলি আদায়ের জন্য আরও ঐক্যবদ্ধ ভাবে সমিতি তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে আরও আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য রাজ্যের সাড়ে তিনহাজার সাব-এ্যাসিষ্টান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের প্রতি সম্মেলন আহ্বান জানাচ্ছে।

৬। ওয়েজ ফ্রীজের কালা কানুনের বিরুদ্ধে

সাম্প্রতিককালের দুর্বিসহ অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের সাংসারিক জীবন সম্পূর্ণ অচল। প্রচণ্ড মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্য-দ্রব্যের অবাধ মজুতদারীর জন্য অনাহার আজ কর্মচারী জীবনের নিত্য সঙ্গী। সংগত কারণেই মূল্যবৃদ্ধিকে রোধ করার পাশাপাশি বেতনের প্রকৃত মূল্যকে রক্ষা করার জন্য তথা জীবনযাত্রার মানকে শুধুমাত্র স্থিতিশীল রাখার জন্য মূল্যবৃদ্ধির ক্ষতিপূরণ হিসাবে বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির দাবী শ্রমিক-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে বারংবার উত্থাপিত হচ্ছে।

কিন্তু সরকার মূল্যবৃদ্ধির প্রকৃত কারণগুলি দূর করার পরিবর্তে সমস্যার সমস্ত দায়িত্ব বাঁধা মাইনের কর্মচারীদের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছেন। ফলে মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি, হয়নি মালিক-শ্রেণীর অতি মুনাফা অর্জনের উপর সামান্য বাধা নিষেধ; কিন্তু আগামী দু'বছরের জন্য শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী ও ভাতাবৃদ্ধিকে রোধ করা হয়েছে সাম্প্রতিক মজুরী আটক আইনের দ্বারা। সরকারী বক্তব্য অনুযায়ী এর ফলে বাজারে অর্থের যোগান কমানো যাবে এবং মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা সম্ভব হবে।

কিন্তু এই আইনের দ্বারা সরকার যে ৫০০ কোটি টাকার যোগান বন্ধ করতে চান তা প্রকৃতপক্ষে দেশের সমগ্র মুদ্রাব্যবস্থার ৫% মাত্র। কাজেই এই আইনের দ্বারা বাস্তবে যে মুদ্রাস্ফীতি রোধ সম্ভব নয়; আরও বিশেষতঃ দেশে যেখানে ১২০০০ থেকে ১৪০০০ কোটি কালো টাকার সমান্তরাল অর্থনীতি চলছে, সেখানে যে সম্ভব নয়ই তা' বলা বাহুল্য।

কিন্তু এটাই শেষ নয়। ইতিপূর্বে পরিকল্পনা কমিশন ও তৃতীয় কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ বেতন বৃদ্ধিকে রোধ

করার যে বক্তব্য উচ্চারিত, তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য এগিয়ে এসেছেন কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত ডঃ সুখময় চক্রবর্তী কমিটি যা ইতিমধ্যেই পঞ্চদশ শ্রম-সম্মেলনে গৃহীত প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতনের সূত্রকে স্বৈরাচারী কায়দায় বাতিল করে ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসের মূল্যমান অনুযায়ী মাথাপিছু ৪০ টাকা আয়কে সর্বনিম্ন ধরে তারই ভিত্তিতে মজুরী নির্ধারণ করার জন্য সরকান্দেরর কাছে গোপন রিপোর্টে সুপারিশ করেছেন। অর্থাৎ সংবিধান নির্দেশিত বাঁচার মত মজুরী নয়, এমন কি প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন নয়, সরকার আজ অনশনের বেতন দেবার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। কাজেই সামগ্রিক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে একথা আজ পরিষ্কার যে, শুধু ২ বছরের জন্য মজুরী আটক নয় চিরস্থায়ীভাবে মজুরীকে সংকুচিত করার জন্যই এই কালা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যা শ্রমিক-কর্মচারীদের অনশনকে আরও দীর্ঘায়িত করবে।

অন্যদিকে, বিলম্বে দেয় মজুরী যা বোনাস হিসাবে এ যাবৎ কাল আধা-সরকারী সংস্থায় দেওয়া হোত তা পর্যন্ত বন্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, বোনাস রিভিউ কমিটির সুপারিশের মাধ্যমে। সম্প্রতি প্রকাশিত বোনাস রিভিউ কমিটির রিপোর্টে সরকারী কর্মচারীদের বোনাস না দেওয়ার সুপারিশ করার সাথে সাথে আধা সরকারী সংস্থায় কর্মরত কর্মচারীর ক্ষেত্রে বোনাস প্রদান বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে সর্বক্ষেত্রে শ্রমিক কর্মচারীদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা সংকুচিত করার ব্যাপক প্রচেষ্টা সরকার শুরু করেছেন।

কিন্তু ভারতের শ্রমজীবী মানুষ এ অবস্থা কখনই মেনে নেয় নি। মজুরী সংকোচন অর্ডিন্যান্স জারী হওয়ার এক মাসের মধ্যেই রাজস্থানের ভরতপুরের ওয়াগন কারখানার শ্রমিকরা সর্বপ্রথম রক্তের বিনিময়ে এই কালা কানুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে ধ্বনিত করেছেন। দেশের অন্যান্য অংশে শ্রমিক-কর্মচারীরা দলমত নির্বিশেষে এর বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছেন এবং দুর্বার আন্দোলনে সরকারের এই মানুষ মারা ষড়যন্ত্রকে পরাস্ত করার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সাবঅর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এসোসিয়েশনের এই রাজ্য সম্মেলন সরকারের এই জঘন্য কালাকানুনের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছে এবং দাবী করছে অবিলম্বে এই আইন বাতিল করে (১) ১৯৫৭ সালের শ্রম-সম্মেলনে গৃহীত প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতনের ফরমূলা অনুযায়ী জাতীয়

বেতন কাঠামো নির্ধারণ করতে হবে। (২) সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম ৮.৩৩% বোনাস দিতে হবে। এই সম্মেলন এও অঙ্গীকার করছে যে এ দাবীসমূহ আদায়ের জন্য সমিতির সদস্যরা আগামী দিনে অন্যান্য স্তরের শ্রমজীবী মানুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সর্বপ্রকার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবেন।

৭। ছাঁটাই ও অটোমেশনের বিরুদ্ধে

দেশের অনুসৃত অর্থনীতির ফলে উদ্ভূত সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যখন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয়-বরাদ্দ ব্যাপক ছাঁটাইয়ের জন্য ভবিষ্যৎ কর্ম সংস্থানের সম্ভাবনা ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে আসছে ঠিক সেই সময় পশ্চিমবাংলার সরকারী প্রশাসনে চাকুরত কর্মচারীদের সামনে বেকারীত্বের কালোছায়া নেমে এসেছে রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক কার্যকলাপে।

ইতিপূর্বে এই রাজ্যের সংগ্রামী মানুষ, সরকার তথা মালিক শ্রেণী কর্তৃক অটোমেশন চালু করার অপচেষ্টাকে প্রবল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিহত করেছিলেন। আজ তাই বেসরকারী সংস্থার মালিকশ্রেণীকে নতুন করে উৎসাহিত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ-প্রশাসনের এক বিরাট কর্মক্ষেত্র অটোমেশনের আওতায় আনার ব্যবস্থা পাকাপাকিভাবে স্থির করেছেন এবং তদনুযায়ী একটি মার্কিন সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। সরকারের এই কার্যকলাপে কর্মচারীদের এক বিরাট অংশ উদ্বৃত্ত হতে চলেছে তাই নয়, কোটি কোটি বেকার পীড়িত দেশে আগামী দিনে নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা চিরতরে নষ্ট হতে চলেছে।

অন্যদিকে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে লক্ষ লক্ষ যুবকের চাকুরী প্রদানের সরকারী চিৎকার মিলিয়ে যাবার আগেই রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে ইতস্ততঃ ছাঁটাই শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে C. S. R. E. স্কীম, ভিলেজ হাউসিং স্কীমের কর্মচারীরা ছাঁটাইয়ের সম্মুখীন হয়েছেন। সবচাইতে আশ্চর্য্যের কথা, উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের বিকল্প চাকুরী প্রদানের সুনির্দিষ্ট আদেশ বলবৎ থাকা সত্ত্বেও এঁদের ক্ষেত্রে তদনুযায়ী কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হচ্ছে না।

এই সম্মেলন তাই দৃঢ় কণ্ঠে দাবী করছে যে—

১। ছাঁটাইকে বে-আইনী ঘোষণা করতে হবে এবং C. S. R. E. ভিলেজ হাউজিসং স্কীমের ছাঁটাই কর্মচারীদের বিকল্প চাকুরী দিতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের বিকল্প চাকুরীর ব্যবস্থা করতে হবে।

২। শুধু চাকুরীরত কর্মচারীদের স্বার্থেই নয় আগামী বংশধরদের স্বার্থে সরকারী প্রশাসন সহ সর্বত্র অটোমেশন তথা অপরাপর শ্রম সংকোচনকারী ব্যবস্থা চালু করা চলবে না।

৮। সরকারী সংস্থাকে কর্পোরেশনে রূপান্তর ও কর্মচারীদের বে-সরকারী সংস্থায় প্রেরণ সম্পর্কে

এই সম্মেলন গভীর ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে সাধারণভাবে মাথা-ভারী ও দুর্নীতিগ্রস্থ আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা, অবৈজ্ঞানিক পরিচালন পদ্ধতি তথা জন-স্বার্থবিরোধী নীতি অনুসরণের ফলে সরকার পরিচালিত অধিকাংশ উন্নয়ন ও উৎপাদনমূলক সংস্থার ব্যর্থতা আজ প্রকট। কিন্তু নিষ্ঠার সংগে ব্যর্থতার কারণসমূহ অনুসন্ধান ও দূর করার পরিবর্তে সরকার সংস্থা-গুলিকে গুটিয়ে দেওয়া বা বে-সরকারী সংস্থার হাতে অর্পণের মাধ্যমে সমস্ত দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে চাইছেন।

এই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে ইতিমধ্যেই দুগ্ধ সরবরাহ, গৃহনির্মাণ, বন সম্পদ উন্নয়ন ও আহরহণ, নদী ও গভীর নলকূপ প্রকল্পের প্রায় সমুদয় কাজকে কর্পোরেশন গঠনের মাধ্যমে বে-সরকারী সংস্থায় অর্পণের ব্যবস্থা করে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মচারীদের চাকুরীর সর্তাবলীর পরিবর্তন সহ নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করা হয়েছে। সাথে সাথে চলেছে জনস্বাস্থ্য, সড়ক নির্মাণ ইত্যাদি সংস্থার কাজকর্মকে কর্পোরেশনের হাতে অর্পণের অপচেষ্টা। সঙ্গে সঙ্গে সম্মেলন এটাও লক্ষ্য করছে যে সরকার একতরফাভাবে পূর্ত (সড়ক), সি. এম. পি. ও এবং জনস্বাস্থ্য অধিকারের নির্মাণ সংক্রান্ত সমুদয় কাজ সহ কর্মচারীদের সি. এম. ডি. এ.-র কাছে অর্পণ করে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের এক বিড়ম্বিত অবস্থায় শিকারে পরিণত করেছেন।

সম্মেলন তাই সরকারের এই কর্মচারী স্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছে এবং দাবী করছে যে,

১। রাজ্য সরকারের কোন দপ্তর বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে অর্পন করা চলবে না।

২। কোন সরকারী কর্মচারীকে (তিনি স্থায়ী, অস্থায়ী, ওয়ার্কচার্জড, ডেউলিএয়েজ বা যে ভিত্তিতেই চাকুরী করুন না কেন) বে-সরকারী সংস্থায় পাঠানো চলবে না।

৩। কোন ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারী প্রেরণ আবশ্যিক হয়ে দেখা দিলে ঃ

ক) সকল পর্যায়ের কর্মচারীকে চাকুরীকাল নির্বিশেষে, মূল দপ্তরে প্রত্যেকের জন্য পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে লীয়েন সার্ভিস দিতে হবে।

খ) পদোন্নতি, স্থায়ীকরণ, পেনশন, গ্রাচ্যুটি, ছুটি প্রভৃতি চাকুরীর প্রতিটি সর্তাবলী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;

গ) ডেপুটেশন এলাউন্স দিতে হবে;

ঘ) ডেপুটেশনে পাঠাবার পূর্বে কর্মচারীর মতামত নিতে হবে এবং নিজ দপ্তরে যে কোন সময়ে ফিরে আসার অধিকার স্বীকার করতে হবে;

ঙ) নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে বদলী করা চলবে না এবং

চ) প্রতি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সাথে আলোচনা করে চাকুরীর সর্তাবলী স্থির করতে হবে।

৯। ভূমি সংস্কার ও কৃষক সমাজের স্বার্থে

রাজ্য সম্মেলন গভীর ক্ষোভের সাথে লক্ষ্য করছে যে, স্বাধীনতার ২৭ বছর পরও আজও পর্যন্ত জনসাধারণের স্বার্থে সরকার আদৌ কোনরূপ মৌলিক ভূমি সংস্কার করেনি, ফলে দেশের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা না থাকায় বাজার সংকুচিত হচ্ছে, শিল্প উদ্যোগ ব্যাহত হচ্ছে ও নতুন পুঁজির উদ্ভব হচ্ছে না, যার ফলে বেকার সমস্যা সহ সমাজের সর্বস্তরের সার্বিক সংকট আরও তীব্র আকার ধারণ করছে, পাশাপাশি জমির মালিকানা মুষ্টিমেয় পরিবারের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের অবাধ মজুতদারী ও চোরাকারবারীর দরুণ একদিকে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মূল্য ঊর্ধ-গতিতে বেড়ে চলেছে এবং অপর দিকে দেশে কৃত্রিম খাদ্যাভাব দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছে। এই সম্মেলন তাই নিজেদের স্বার্থে কৃষক সমাজের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছে, সাথে সাথে দাবী জানাচ্ছে ঃ

১। আমূল ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে, জমিদারের জমি বিনা ক্ষতিপূরণে বাজেয়াপ্তকরণ, সমস্ত বেনাম জমি উদ্ধার এবং উদ্বৃত্ত ও খাস জমি ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে বিনামূল্যে বন্টন করতে হবে।

২। খাদ্যশস্যের পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা রাষ্ট্রীয়করণ করে খাদ্যশস্যের সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৩। জমি থেকে বেআইনী উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে।

৪। জনসাধারণের জন্য সস্তাদরে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে।

১০। আন্দোলনের তীক্ষ্ণতম হাতিয়ার— সংস্কৃতি সম্পর্কিত

কর্মচারী ও সামাজিক মানুষ হিসেবে আমাদের ওপর দিনদিনই একের পর এক সমস্যা যত ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আন্দোলন তত তীব্র হচ্ছে এবং তার পরিধিও ক্রমশঃ প্রসারিত হয়ে উঠছে। একে মোকাবিলা করতে শাসক ও শোষকের জোট শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গীতে শুধু দমন-পীড়নের আশ্রয় নিয়েই বসে থাকছে না, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার, লড়াই করে বেঁচে থাকার একমাত্র পথটিকে ভুলিয়ে দেবার জন্য মানুষের সংস্কৃতি জগতের ওপরও আঘাত হানার সুচতুর কৌশল নিয়েছে যার প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি সাহিত্য শিল্পে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যৌনচিন্তা, হতাশা, বিষাদ, ব্যর্থতা, গ্লানি ইত্যাদি অশুভ চিন্তাগুলিকে প্রশ্রয় দিয়ে জাগিয়ে তোলার। বিশেষ চিন্তাগুলিকে প্রশ্রয় দিয়ে জাগিয়ে তোলার। বিশেষ করে বিকৃত যৌন জীবনকে সরাসরি দর্শকের সামনে থিয়েটার ও সিনেমা—দুটি সুবৃহৎ শিল্প-মাধ্যমকে ব্যবহার করে, তুলে ধরা হচ্ছে নিজেদের মতলবকে হাসিল করার জন্যে।

শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকার বাস্তব জীবনে বর্তমান শাসকগোষ্ঠী আক্রমণ ও ধাপ্পা ছাস্তড়া যেমন কিছুই দতে রাজী নয় সহজে, তেমনি শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতির আদর্শগত জগতেও মানুষের আশা-আকাঙক্ষা স্বপ্নের চাহিদায় এদের দেবার যোগ্যতা কমে গেছে। তাই সংগ্রামী মানুওেজ্রষর জীবন-গান এদের ভয় ধরায়। সেজন্যেই সারা রাজ্যের এখানে ওখানে প্রগতি-শিবিরের শিল্প-কর্মীকে খুন করা হচ্ছে, অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, হামলা করে কর্মীদের আহত করা হচ্ছে।

এটা যে এক সুপরিকল্পিত চক্রান্ত সেটা পরিস্কার হয় যখন রাজ্যের মুখ্য-মন্ত্রীর মত দায়িত্বশীল পদ থেকেও হুমকী শোনা যায়—নাটকের মঞ্চকে যারা রাজনীতির মঞ্চে পরিণত করবেন তাদের রাজনৈতিক বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হবে। বৃটিশ শাসনের যুগ থেকেই নাটকের মধ্যে এই রাজ-নীতির গন্ধ খোঁজা হয়েছে এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে হরেক আইনও তৈরী হয়েছে। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষের ইতিহাসে এ জিনিস নতুন নয়।

নতুন শুধু এটাই—এতকাল যাকে নিয়ন্ত্রণ করেও দাবীয়ে রাখা যায় নি, তাকে নিধন করার জন্যে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে উস্‌কে দেওয়ার চেষ্টা। বাঁচার দাবীর আন্দোলন, সংগঠনের ও তার কর্মীদের ওপর যেমন রাজনীতিগত-ভাবে নগ্ন আক্রমণ, তেমনি সংগ্রাম-মুখরিত শিল্প-সংস্কৃতির ওপরও রাজনীতি গতভাবে স্থূল আঘাত। একে প্রতিহদপ্তত করেই আমাদের সাংস্কৃতিক লড়াই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে এইসব ঘটনাবলীকে ধিক্কার জানাতে হবে, জনমানসে এদের স্বরূপ তুলে ধরতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে 'অপসংস্কৃতি—অপসংস্কৃতি, বলে শুধু চিৎকার করলেই আসল কাজ করা যাবে না, জীবনজয়ের গান গেয়েই আমাদের সংস্কৃতিকে গড়ে তুলতে হবে।

এই লক্ষ্যে অবিচল থেকে, এই সম্মেলন আহ্বান জানাচ্ছে—সুস্থ সংস্কৃতির সচেতন অনুশীলনে আমাদের আরও বেশী নিবিষ্ট হতে হবে, দুর্বলতাগুলিকে কাটিয়ে উঠতে হবে। শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারী আন্দোলনের পত্র-পত্রিকা-গুলিকে আন্তরিক প্রয়োজনে গ্রহণ করতে হবে। নিজেকেও লেখক ও পাঠক হিসেবে গুরুত্বসহকারে, বিশেষ করে আমাদের আন্দোলনের মুখপত্রগুলিকে আলোচনা, পর্যালোচনা, সমালোচনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নিয়মিত পাঠক হিসেবে অভ্যস্থ হওয়া এবং আত্মবিশ্বাসকে প্রয়োগ করে লেখক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকাকে যোগ্যতার পর্যায়ে উন্নীত করা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। এই প্রক্রিয়াকে নির্দিষ্ট করে, সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে আমাদের কাজগুলিকে এগিয়ে নেওয়া যাবে—সর্বস্তরের কর্মচারীদের কাছে, বর্তমান পরিস্থিতি এই দাবী করছে।

১১। ঐক্যের দাবীতে

শাসকশ্রেণী সৃষ্ট বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী মানুষ আরও তীব্র লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামের ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হচ্ছে। সমস্ত ভয়-বিভ্রান্তি কাটিয়ে নতুন নতুন মানুষ সংগ্রামের ময়দানে সামিল হচ্ছেন। ইতিমধ্যে দেশব্যাপী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে সংগঠন তথা সংগ্রাম বিরোধী শক্তিগুলিকে সরকারের বিরুদ্ধে কখনো কখনো আন্দোলনের কথা বলতে হচ্ছে।

বিকাশমান এই পরিস্থিতিতে দাবীদাওয়ার আন্দোলনের পাশাপাশি সংগ্রামের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য সরকারের অপকৌশলের বিরুদ্ধে নিরলস

সংগ্রামের দ্বারা ঐক্যকে সর্বস্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নিঃসন্দেহে তা শুধুমাত্র ঐক্যের জন্য উপর তলার ঐক্য হবে না, হবে সংগ্রামের জন্য তলার স্তরের সংগ্রামী মানুষের ঐক্য। আজকের পরিস্থিতি তাই আমাদের কাছে দাবী করছে যে কর্মচারীদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বিভেদ পন্থার সংগে আপোস করে নয় কর্মচারীদের জীবন-জীবিকার স্বার্থেই তীব্র ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি বিভ্রান্ত বা মোহগ্রস্ত ব্যক্তিদের এবং আন্দোলনে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত সমস্ত বন্ধুদের আন্দোলনে সামিল করাবার জন্য সর্বপ্রযত্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ক্রমঃসম্প্রসারিত আন্দোলন ও ঐক্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ২৫ তম রাজ্য সম্মেলন সর্বস্তরের কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাচ্ছে —সঙঘবদ্ধ লড়াইয়ের মাধ্যমে আক্রমণ প্রতিহত করে দাবীদাওয়া অর্জনের জন্য; দাবী জানাচ্ছে কর্মীবাহিনীর কাছে ঐক্যের সংগ্রামকে আরও সংগঠিত ও সম্প্রসারিত করার; পাশাপাশি আবেদন জানাচ্ছে তাঁদের কাছে যাঁরা আজও আন্দোলন ও সংগঠন থেকে দূরে সরে রয়েছেন—আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াইয়ের দ্বারা সৃষ্টি করি আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে।

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের চেয়ারম্যান কমরেড পশুপতি নাথ সুকুলের মুক্তির দাবীতে

পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারীং সার্ভিস এসোসিয়েশনের এই ২৫তম বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন তীব্র ক্রোধের সাথে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের চেয়ারম্যান ও উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের নেতা পশুপতি নাথ সুকুলের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করছে।

উত্তরপ্রদেশ সরকার তথা ভারত সরকারের শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থ ও আন্দোলন বিরোধী জিঘাংশু নীতি আজ এমনই বেআব্রু ও জঘন্য স্তরে পৌঁছেছে যে কর্মচারী ছাঁটাই বিরোধী সাধারণ সভা করার বিরুদ্ধে, কমরেড সুকুলকে ডি. আই. আর. এ অন্য কয়েকজন নেতৃবৃন্দ সহ গ্রেফতার করা হয়েছে। বিগত কিছুকাল আগেই মাত্র তাঁকে দীর্ঘ কারাজীবন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

সংগে সংগে সম্মেলন মতামত প্রকাশের ন্যূনতম ও সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারকে অস্বীকার করা এবং কমঃ সুকুলের গ্রেফতার পরিস্থিতির ক্ষেত্রে যে ভয়ানক ইঙ্গিত দিচ্ছে, তার প্রতি এই সম্মেলন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এবং কমরেড সুকুলের মুক্তির দাবী সহ আগামী আন্দোলনে কর্মচারীদের দৃঢ় মাসিকতায় অংশ গ্রহণের দাবী জানাচ্ছে।

West Bengal Sub-ordinate

Receipts & Payments Accounts of

RECEIPTS		Rs. P.
1. To opening Balance as stood on 30.11.73		74,642/09
2. Subscription from the members received.		31,290/00
3. Received from the State Co-ordination Committee for relief to victimised employee.		4086/83
4. Bank Interest.		3,139/97
5. 23rd & 24th Annual State Conference held at Midnapore in the year 1973.		
a) Advance received back from Conference Sub-Committee	Rs. 12,000/00	
b) Publicity emblem against special issue Sanjog 1973, donation from Members, Souvenir sale (special Sanjog)	Rs. 19,646/00	
c) Delegate fees to Conference '73	Rs. 548/00	32,194/00
6. Divisional Share		431/00
7. Recovery of Festival advance from victimised employee.		200/00
8. Sangram Tahabil '73 collection		58/00
9. Publicity emblem against specia1 issue Sanjog 1974		23,220/00
	Carried over	169,261/89

Engineering Service Association

General Head from 1.12.73 to 30.11.74

PAYMENTS	Rs. P.
1. Zonal & Divisional share against the collection of the membership subscription	8,017/75
2. House rent	460/00
3. Typist allowance	360/00
4. Affiliation & Levy to State Co-ordination Committee	130/00
5. Purchase of New steel Almirah	552/00
6. Cost involved in running the movement of the Association including Hall charges, Mike, Poster, Leaflets etc. and subsidy to some Zone etc.	3,294/30
7. Postage	1,182/05
8. Travelling for organisational tour & attending Zonal meetings etc.	2,147/70
9. Stationeries	254/30
10. Refreshment	791/88
11. Special meetings including Central Executive Committee, Secretariat &. Central Workers' meetiogs	1,384/22
12. For Publicity including News Bulletion, Circular, Poster, Leaflet etc.	2,029/38
13. Sweeping charges	35/00
14. Printing	680/00
15. General Council meeting	1,270/61
16. a) Relief to victimised employee	6,285/24
b) Festival advance to victimised employee	200/00
17. a) Donation to fraternal movement	100/00
b) Loans to Anderson House employees' Co-operative Canteen	300/00
18. Bank Charges	42/10
Carried over	29,516/73

West Bengal Sub-ordinate

Receipts & Payments Accounts of

RECEIPTS		Rs. P.
Brought forward		169,261/89
		169,261/89

Sd/- **S. Sengupta**
Treasurer

Sd/- **G. Chatterjee**
Accountant

Sd/- **I. Chatterjee**
General Secretary

Engineering Service Association

General Head from 1.12.73 to 30.11.74

PAYMENTS			Rs. P.
	Brought forward		29,516/73
19. Expenditure incurred in the 23rd & 24th Annual State Confertnce held at Midnapore, 1973			
a) Printing of Special Issue Sanjog 1973	Rs. 6,312/92		
b) Printing of Report, Posters, Leaflets etc.	Rs. 2,196/58		
c) Food & Lodging etc.	Rs. 8,094/00		
d) Travelling Allowance	Rs. 2,181/84		
e) Cultural Programme	Rs. 512/96		
f) Miscellaneous	Rs. 341/84		19,640/14
20. Sangram Tahabil '73 paid to State Co-ordination Committee			253/00
21. 25th Annual State Conference '74			105/00
22. Advance to special issue Sanjog 1974 Sub-Committee			7,000/00
23. Advance to 25th Conference Sub-Committee			13,500/00
24. Subsidy to Sanjog (as in 'A')			1,109/00
25. Miscellaneous			228/78
			71,352/65
Balance as stood on 30.11.74			
a) Fixed deposit Rs. 55,000/00			
b) Savings Account	Rs. 42,703/15		
c) Cash in hand	Rs. 206/09		97,909/24
			1,69,261/89

Sd/- **A. Sengupta**
Auditor

Sd/- **D. Roy**
Auditor

Sd/- **A. Chatterjee**
Auditor

West Bengal Sub-ordinate

Receipts & Payments Accounts of

STATEMENT

RECEIPTS	Rs. P.
1. Sale of Sanjog including annual subscribers, publicity emblem sales proceeds of previous year issues	9,610/50
2. Subsidy received from General fund	1,109/00
	10,719/50

Sd/- **S. Sengupta**
Treasurer

Sd/- **G. Chatterjee**
Accountant

Sd/- **I. Chatterjee**
General Secretary

Engineering Service Association

"Sanjog" from 1.12.73 to 30.11.74

A

PAYMENTS	Rs. P.
1. Cost involved in Sanjog publication (4 issues)	10,518/25
2. Sanjog Carrying	201/25
	10,719/50

Sd/- **A. Sengupta**
Auditor

Sd/- **D. Roy**
Auditor

Sd/- **A. Chatterjee**
Auditor

Auditors' Report

We have audited the accounts of receipts and expenditures pertaining to the period from 1.12.73 to 30.11.74 of the West Bengal Sub-ordinate Engineering Service Association as mentioned in the Books of Accounts with relevant vouchers in terms of resolutions of the General Council meeting held on 9th and 10th November, 1974.

We have verified the vouchers, sub-vouchers, receipts and made comparative tally verification with all postings in account Books/Registers/Bank Pass Books. We have been furnished with all sorts of informations, clarifications and necessary explanations those cropped up during the audit from the Central Committee and Treasurer as well, to the entire satisfaction of ours. To the best of our knowledge and belief and through several check ups during auditing we have observed the following minor affairs of irregularities which should be attended and complied with to achieve a flawless and absolute accounts procedure in future.

1) It is found that some of the Zonal/Divisional Committee have not furnished signed receipts against payments of Zonal/Divisional shares of Subscription and collection on publicity emblem in 'Sanjog'. Though the position have improved than that of the last year, this is undesirable and should henceforth be rectified by obtaining proper receipts from those Committees from time to time.

2) It is found that an amount of Rs. 850/- (Rupees eight hundred fifty) only was given as loan to the Midnapore District Co-ordination Committee which has not yet been replenished. This amount requires immediate realisation from the loanee.

3) It is found that some of the Zonal Committee have retained with them an amount beyond Rs. 750.00/- which do not conform to the stiputations in the Rules of the Association. Though some of the concerned Zonal Committees have informed tile Central Committee of their unintentional delayment in sending the said amount, this should have been sent within 30.11.74 without fail. This amount requires immediate deposition with the Treasurer of Central Committee.

4) It is found in case of some receipts that some or the dates of entry of payment in Cash Book differs with the dates of receipts issued to the payee for the same. It is desirable henceforward that receipts should be issued against all payments on the very date of entry in the Cash Book, so that dates do tally each other.

5) It is found that 2. Nos. of receipts were issued against a single payment by mistake. The second receipt should be cancelled by bringing it to the proper notice of the Secretariat.

6) It is found that one blank and unused (last leaf) leaf of Receipt Book No. 1000/400 has been missing from the subscription receipt book. This should be regularised by writing off the said leaf by bringing it to the proper notice of the Secretariat.

7) It is also found that some of the payments made by Zones on collection of publicity emblem of 'Sanjog' have been entered in Cash Register Book and subsequently deposited in the Bank Account but receipts against these amounts have not yet been issued to the payee. It is desirable that receipts should be issued forthwith henceforth.

The above observations are brought to the notice of the State Conference for doing needful.

8) It is also found that Sangram Tahbil '73 was collected at Rs. 12,672/- and as 50% share deposited to state co-ordination Committee stands at Rs. 6334/- only instead of Rs. 6336/- only. It is desirable that Rs. 2/- should be deposited immediately to the state co-ordination committee.

We heartily congratulate the Treasurer and the Committee members for their tireless effort in maintaining proper accounts and we hope that the remaining minor irregularities would be looked into carefully to achieve the best.

Sd/- **A. Sengupta**	*Sd/-* **A. Chatterjee**	*Sd/-* **D. Ray**
Auditor	*Auditor*	*Auditor*

দপ্তরের খবর

অজিত দত্ত

রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তীকালে দপ্তর সম্পাদকের দায়িত্বভার পালন করতে গিয়ে পূর্ববর্তী সাফল্যের পাশাপাশি সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উল্লেখ সুষ্ঠ হবে মনে করেই তার ভিত্তিতে সমিতি সংবাদ রাখছি।

মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত রাজ্য সম্মেলনে মূল্যায়ন যে কত সঠিক ছিল তা পরবর্তী সময়ে প্রমাণিত হয়েছে। সরকারের তল্পীবাহক বিভেদকামী গোষ্ঠী সারা বছর ধরে বিভিন্ন জায়গায় উল্টোপাল্টা বহু রকম বক্তব্য রাখলেও তাদেরই আব্দারে রাজ্য সরকার অবর সহ-বাস্তুকারদের স্বার্থবিরোধী গেজেটেড আদেশনামা জারী করেন। সঙ্গে সঙ্গে সারা রাজ্যের অবর সহ-বাস্তুকাররা তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানান। টেলিগ্রাম, অসংখ্য প্রস্তাব এবং সর্বোপরি ৯ই এপ্রিল একদিনের প্রতীক ধর্মঘটে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গেজেটীকরণ আদেশের বিরুদ্ধে তাদের তীব্র অনীহার কথা বার বার সোচ্চার করে তুলেছেন। পরবর্তীকালে অন্যান্য মৌলিক দাবী আদায়ের জন্য এবং গেজেটেড প্রথার বিলোপের দাবীতে সমিতির ডাকে গণস্বাক্ষর ও গণ ডেপুটেশনের কর্মসূচী পালন করতে গিয়ে যে বক্তব্য রাখা হয়েছিল তার সঠিকতা প্রমাণিত হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক ঘোষণায়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ঠ এই ঘৃণ্য প্রথা বর্মা, সিংহল, পাকিস্তান এবং বাঙলাদেশের মত ভারতবর্ষ থেকেও তুলে নেবার জন্য যে প্রাথমিক পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছেন তা শুধুমাত্র আমাদের সমিতির বক্তব্যের যৌক্তিকতা বহন করে তাই নয়; রাজ্য সরকার ও বিভেদকামীদের বিরুদ্ধে সমিতির এটি একটি নীতিগত সাফল্য হিসাবে ধরতে হবে। তাই তো দেখি গেজেটেড আদেশ বেরোনোর পর যারা 'কিহনু রে' গোছের ভাব নিয়ে

ঘোরা ফেরা করতো, বছর শেষে রাজ্য সম্মেলন করতে গিয়ে প্রতিবেদনের এক কোণে "গেজেটেড আদেশ জারী হয়েছে" এর বেশী বলার মত বক্তব্য বলার সাহস হয়নি। সমিতিগত আন্দোলনের চাপে রাজ্য সরকারকেও শেষ পর্যন্ত পিছু হঠতে বাধ্য হতে হয়। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের এক চিঠিতে অবর সহ-বাস্তুকারদের ক্ষেত্রে নন গেজেটেড কর্মচারীদের মত পূর্ব ব্যবস্থা বজায় থাকবে বলে যে আদেশ বেরিয়েছে তাতে দালাল সংগঠনের "এত সাধের বাসনা" যে অপূর্ণ রয়ে গেলে তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

পাশাপাশি ৯ দফা দাবীর ভিত্তিতে সমিতিগত আন্দোলনেও বিগত বছরে এক নূতন রূপ নেয়। ৯ই এপ্রিলের ধর্মঘটের আগেই গেজেটীকরণ ও সিলেক-শন গ্রেডের যে ঘোষণা করা হয় তার প্রতিবাদে ও অন্যান্য দাবী আদায়ের জন্য সমিতির আহ্বানে গণস্বাক্ষরের কর্মসূচী অত্যন্ত সফলভাবে প্রতিপালিত হয়। এবং পরবর্তীকালে ১৫-২০শে জুলাই বিভিন্ন ইউনিটে প্রস্তাব গ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো, ১২ ও ১৩ই আগষ্ট সারা রাজ্যে অবর সহ-বাস্তুকারদের দাবী ব্যাজ পরিধান এবং ২৮-৩১শে আগষ্ট সারা রাজ্যে প্রায় পাঁচশতাধিক অফিস কর্তৃপক্ষের নিকট গণ ডেপুটেশনের কর্মসূচী পালিত হয়। বিভিন্ন স্থানে নির্বাহী বাস্তুকার, অধীক্ষক বাস্তুকার, মুখ্যবাস্তুকার, এস. ডি. ও., ডি. এম. বিভাগীয় সচিব প্রভৃতির কাছে ৪৫০টির মত গণডেপুটেশনের কর্মসূচীতে প্রায় ২২০০ জন সদস্যের অংশগ্রহণের ফলে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বেতন কাঠামো, সিলেকশন গ্রেড, পদোন্নতি এমনকি গেজেটীকরণ সম্পর্কেও লিখিত মতামত সরকারকে পাঠাতে বাধ্য হন। এই কর্মসূচী একদিকে যেমন বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে আমাদের দাবীর যৌক্তিকতা লিখিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য করানো গেছে অপর দিকে সদস্যদের মধ্যে এক নূতন চেতনা ও দৃঢ় আস্থার মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে। কর্মসূচীর এই সাফল্য যে বিভেদ-কামী নেতৃত্বের মনে প্রচণ্ড শঙ্কার সৃষ্টি করেছে তার প্রমাণ মেলে পরবর্তীকালে আমাদের সমিতি যখন ২রা সেপ্টেম্বর ব্যাজ পরিধানসহ বেতন বয়কটের কর্মসূচী গ্রহণ করে তখন বিভেদকামী নেতৃত্ব নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে 'ব্যাজ-হীন' পে বয়কটের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। কিন্তু ৯০ শতাংশের উপর SAE-র কালো ব্যাজ পরেই পে বয়কটের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। ২১শে সেপ্টেম্বর '৭৪ কেন্দ্রীয় ও জেলাগতভাবে গণডেপুটেশনের মাধ্যমে গণস্বাক্ষর পেশের কর্মসূচীও সাফল্যজনকভাবে রূপায়িত করা হয়।

সমিতিগত আন্দোলনের চাপে এবং পাশাপাশি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আন্দোলনের ফলে সিলেকশন গ্রেডের সংশোধিত আদেশনামা জারী করতে সরকার বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালের ৫% সিলেকসন গ্রেড ছাড়াও পূর্বে ঘোষিত ১০% এর জায়গায় ১৫% সিলেকশন গ্রেড দেবার ঘোষণা করা হয় যার ফলে দেখা যাচ্ছে প্রথমোক্ত আদেশনামার ভিত্তিতে যারা ইতিমধ্যে সিলেকশন গ্রেড পেয়েছেন তাদের বেতন পরবর্তী আদেশবলে যারা সিলেকশন গ্রেড পাবেন তাদের চেয়ে কম হচ্ছে, সেজন্য ইতিমধ্যে সমিতির পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সমিতির দাবী অনুযায়ী সিলেকশন গ্রেড এর পরিবর্তে সিনিয়ার গ্রেড চালু করার দাবী জানানো হয়েছে।

এ ছাড়া নূতন করে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বহির্বিভাগীয় কর্মীদের জন্য মাসিক অতিরিক্ত ২৫ টাকা সি. টি. এ., মঞ্জুরীর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সমিতির পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে তার প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি বর্হিবিভাগীয় এবং অন্তর্বিভাগীয় উভয় ক্ষেত্রেই এই অতিরিক্ত টি. এ. মঞ্জুরীর দাবী জানানো হয়েছে।

যুক্ত আন্দোলনের চাপে বিগত বছরে অন্যান্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আদায় করা সম্ভব হয়েছে তার মধ্যে ইনক্রিমেন্ট সংক্রান্ত সাধারণ আদেশনামা, প্রমোশনের কোটা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি, দার্জিলিংএ কর্মরত কর্মচারীদের জন্য পার্বত্য-ভাতা মঞ্জুর এবং গেজেটিকরণের ফলে অবর সহ-বাস্তুকারদের ক্ষেত্রে যা বন্ধহয়ে যাবার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল তা প্রতিরোধ করে সংশোধিত আদেশনামা বের করানো সম্ভব হয়েছে।

নির্মাণ পর্ষদকে অস্থায়ী রেখে বিকেন্দ্রীকরণের নামে বিভিন্ন অংশকে স্থানান্তরিত করার প্রচেষ্টা অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলির সহযোগিতায় প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে। এবং ১টি সার্কেল, ৪টি ডিভিশন ও ১৬টি সাবডিভিশনকে Permanent ঘোষণা করার পাশাপাশি অবর সহ-বাস্তুকারদের ৬০টি পদ স্থায়ী ঘোষণা করানো সম্ভব হয়েছে। এছাড়া কল্যাণী ডিভিসন থেকে আগত এস্ এ ই-দের বঞ্চিত করে এমনকি এস এ ই পদের চাকুরিগত জ্যোষ্ঠতাকে ক্ষুণ্ণ করে গ্রেডেশন লিষ্ট তৈরী করার যে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছিল সমিতির পক্ষ থেকে কনষ্ট্রাকসন বোর্ডের ডেপুটি সেক্রেটারীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তা প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে সমিতির দাবী অনুযায়ী Gradation List কিছু দিনের মধ্যেই বেরিয়ে আসবে।

পূর্ত, সেচ প্রভৃতি সহ সমস্ত দপ্তরেই ৮০% স্থায়ী পদ সৃষ্টির জন্য সমিতির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ইতিমধ্যে পূর্ত সচিবকে সমিতির পক্ষ থেকে স্থায়ীপদ বৃদ্ধির জন্য এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের স্থায়ী ঘোষণা করার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তা তরান্বিত করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

এছাড়া সমিতির প্রচেষ্টার ফলে পূর্ত দপ্তরের মুখ্যবাস্তুকারের দপ্তর থেকে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন অধীক্ষক বাস্তুকারকে গ্রেডেসন লিষ্ট তৈরী করে পাঠানোর জন্য চিঠি বার করানো সম্ভব হয়েছে।

বিগত বছরে বিভিন্ন এস এ ই পদ থেকে এ ই বা এস এ ই এস ডি ও বা এড হক্ এ ই পদে যে বিভিন্ন পদোন্নতি ঘটানো সম্ভব হয়েছে তা নিম্নরূপ—সেচদপ্তর ২৬ জন, পূর্তদপ্তর ৪৫ জন, স্বাস্থ্য কারিগরী ৬ জন। এছাড়া ১.২.৭৫ তাং ২৯৩ নং চিঠিতে পূর্তবিভাগে আরও ৪ জন এড হক্ এ ই পদে নিয়োগ করানো সম্ভব হয়েছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগে পদোন্নতি সাপেক্ষ ভ্যাকান্সিগুলিতে সাময়িকভাবে স্কীম ইনচার্জ হিসাবে ১৪ জনের নিয়োগের আদেশনামা বের করানো গিয়েছে। শুধু তাই নয় মেমো নং ৪০৩৩ তাং ৩-২-৭৫ চিঠিতে এই ১৪ জনের সিলেকসন গ্রেডের আদেশনামাও বার করানো সম্ভব হয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে এস এ ই ইনচার্জ অব স্কীম্ করানোর ব্যাপারে জন-স্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগের মুখ্য বাস্তুকারের ডি ও চিঠির ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সচিবের সাথে বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎকার করা হয়েছে। এবং সমস্যাটি সমাধান তরান্বিত করার জন্য সমিতির প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাছাড়া উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত অবর সহ-বাস্তুকার এড হক্ ভিত্তিতে এই পদে নিয়োগের ব্যাপারেও সমিতির পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যসচিবকে চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং স্বাস্থ্যদপ্তরের উপসচিব ও সচিবের সাথে সাক্ষাৎ করে অন্যান্য দপ্তরের ন্যায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরেও এই পদ্ধতি চালু করার দাবী জানানো হয়।

সি এম ডি এ—জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগের কর্মীদের একাংশকে সরকারী আদেশ বলে সি এম ডি এতে ১-১-৭৪ তারিখ থেকে পাঠানো হয় এবং পূজোর ঠিক আগেই exgratia থেকে তাদের বঞ্চিত করা হলে সমিতির পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সচিব, উপসচিব ইত্যাদির কাছে বারংবার ডেপুটেশন দেওয়ার ফলে স্বাস্থ্য সচিবের পক্ষ থেকে

সি এম ডি এর সচিবকে চিঠি দিয়ে তাদের exgratia দেবার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু সি এম ডি এ কর্তৃপক্ষ তাদের exgratia দেওয়া তো দূরের কথা তারা যে সি এম ডি এর staff একথাটাই অস্বীকার করেছেন। শুধু তাই নয় সি এম ডি এ কর্তৃপক্ষ ডিভিসনগুলি নূতন ভাবে reorganise করে কর্ম-চারীদের ঢালাওভাবে বদলী করছেন এবং নূতন স্থানে join করার পরই তাদের সি এম ডি এর কর্মী হিসাবে গণ্য করা হবে বলে আদেশ জারী করায় অবস্থা আরও জটিলতর হয়ে উঠেছে। সি এম ডি এ কতৃপক্ষের এই আদেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সমিতির পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সচিবকে চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের উপসচিব ও সচিবের সাথে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সমিতির বক্তব্য তুলে ধরা হয়। স্বাস্থ্য সচিব এ বিষয়ে সি এম ডি এ সচিবের সাথে বিশদ আলোচনা করে অবিলম্বে সুষ্ঠু মীমাংসা করা হবে বলে আশ্বাস দেন।

সেচ ও জলপথ দপ্তর—বিগত বছরে সেচ ও জলপথ দপ্তরে ২৬ জন অবর সহ-বাস্তুকারকে এস এ ই ডি ও পদে নিয়োগের ঘটনা আগেই জানানো হয়েছে তার মধ্যে আবার ১৪ জনকে এড হক্ এ. ই. পদে নিয়োগ করে আদেশনামা জারী করানো সম্ভব হয়েছে। এছাড়া বিগত বছরে ৩১ জন অবর সহ-বাস্তুকার বন্ধুর পক্ষে সিলেকসন গ্রেড এর order বের করানো ছাড়া সমিতির পক্ষ থেকে প্রচেষ্টার ফলে আর একটি সিলেকসন গ্রেডের লিষ্ট তৈরী করার ব্যাপারে প্রাথ-মিক কাজ শুরু করানো সম্ভব হয়েছে। ইতিমধ্যে ৪৬ জন অবর সহ বাস্তুকারের (সিভিল) স্বপক্ষে পার্মানেন্ট ষ্ট্যাটাসের আদেশ বের করানো সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন সার্কল অফিস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য মুখ্য বাস্তুকারের দপ্তরে সময়মত না পৌঁছানোর জন্য পার্মানেন্সী কোয়াসী পার্মানেন্সী সংক্রান্ত বকেয়া কেসগুলির অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে আঞ্চলিক কমিটিগুলিকে সচেষ্ট হবার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পূর্বে "এক্স জমিদারী এমব্যাঙ্কমেন্ট" এ কর্মরত ১৫ জন বন্ধুকে আদেশনামার সর্তানুযায়ী চাকুরীকালীন সিনিয়রিটি দেওয়া থেকে বঞ্চিত করার অপপ্রয়াস করে সমিতির প্রচেষ্টায় ঐ বন্ধুদের সপক্ষে নূতন অর্থ বিভাগের আদেশনামা বের করানো সম্ভব হয়েছে। নীচে order এর copy ছাপানো হল।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Irrigation & Waterways Department. Establish Branch.

From :- The Deputy Secy. to the Government of West Bengal., Irrigation & Waterways Department.

To :- 1) The Chief Engineer (1), 1& W Directorate, Govt. of West Bengal.

2) The Chief Engineer (II), 1& W Directorate, Govt. of West Bengal.

Subject :- Counting of the past services of the Khasmahol Ex-Zamindary Embankment personnel absorbed under the I & W Directo rate towards determination of their seniority etc.

Ref.:- C. E. (I)'s letter-No. 924-CIE dated 13.274.

No. 11(2)-IE. Dated, Ca1cutta the 6th January. 1975

The undersigned is directed by order of the Governor to say that the Gove'rnor has been pleased to direct that the seniority of the Khasmahal and Ex.zamindary Embankment personnel absorbed in the different cadres and/or posts under the Irrigation & Waterways Directorate in terms of the orders contained in para 6 of this Department Memo. No. 3112(2)-IE aated 11.11.70 consequent upon the transfer of the work of maintenance and repairs of the Khasmahal and Ex-Zamindary Embankments from the administrative control of the Board of Revenue to that of the I & W Directorate shall be determined according to t!le length of their continuo us service in the corresponding cadres and/or posts under the Board of Revenue before their transfer to the 1& W Directorate. For instance, a Sub-Assistant Engineer with, Say, three years' continuous service rendered under the Board of Revenue, will take his place in the cadre of Sub Assistant Engineers under the I & W Directorate along with the Sub-Assistant Engineers with three years' continuous service in that cadre, his position *inter-se* being de termined according to the date of his entry in such service under the Board of Revenue. Similarly, for the purpose of confirmation and other similar service conditions,

they shall also get the benefit of their past continuous service rendered under the Board of Revenue before their transfer to the I & W Directorate.

2. This order issues with the concurrence of the Finance Dptt. of this Govt. (vide their u/o No. Group F-756 dated 25.9.74).

3. The A. G , West Bengal is being informed.

Sd/- Illegible 2.1.75

Dy. Secy. to the Govt. of West Bengal.

No. 11(2)/I-IE dated 6th January, 1974.

Copy forwarded to the Finance Department of this Govt. for information.

Sd/- Illegible 2.1.75

Dy. Secy. to the Govt. of West Bengal

*পূর্ত (তড়িৎ)*বিভাগে কর্মরত অবর সহ-বাস্তুকারদের ক্ষেত্রে প্রমোশন, সিলেকশন গ্রেড এবং কনফার্মেশন এর জন্য "সুপারভাইজারী কম্পিটেন্সী সার্টিফিকেট" বাধ্যতামূলক বলে মুখ্য বাস্তুকার (তড়িৎ) যে আদেশজারী করেছেন তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই চিঠি দিয়ে এবং মুখ্যবাস্তুকার (তড়িৎ) এর সাথে সাক্ষাৎকার করে তীব্র প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি আনুপূর্বিক সমস্ত তথ্য সম্বলিত একটি স্মারকলিপি বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে পেশ করে অবিলম্বে এর সুষ্ঠু মীমাংসার দাবী করা হয়েছে। স্মারকলিপির বিষয়বস্তু বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মরত তড়িৎ শাখার অবর সহ-বাস্তুকারদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে সমস্ত অঞ্চল কমিটিকে সচেষ্ট থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

কৃষি সেচ দপ্তর—সমিতিগত দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে ব্লকে কর্মরত অবর সহ-বাস্তুকারদের জন্য "সাইকেল ভাতা" মঞ্জুর করানো গেলেও এটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ঐ দপ্তরের অন্তর্গত "সয়েল কনজারভেশনে" কর্মরত অবর সহ-বাস্তুকার বন্ধুদের এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সমিতির পক্ষ থেকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি দেওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য উপায়ে সমস্যার আশু সমাধানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া ব্লকে কর্মরত S. A. E. দের ক্ষেত্রেও এই সাইকেল ভাতা প্রদানের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ বিভিন্নভাবে হয়রানি করে চলেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েক মাস

এই ভাতা দেবার পর হঠাৎ মাসে ২০০ কি. মি. বাধ্যতামূলক 'ভ্রমণ ইত্যাদির যুক্তি দেখিয়ে এই ভাতা বন্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে। এ সম্পর্কে W.B.S.R. Part-II-র সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী এই ভাতা দেবার জন্য স্থানীয়ভাবে চাপ সৃষ্টি করার জন্য প্রতিটি আঞ্চলিক কমিটিকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে W.B.S.R. এর সংশ্লিষ্ট আইনকে নীচে দেওয়া হোল।

Etract from W.B.S.R. Part II

II. Other forms of Conveyance allowance.

They include–

(a) Horse or pony allowance;

(b) Cycle allowance i. e. allowance granted for the possession of a motor cycle, a bicycle, a bicycle fitted with auto wheels or a tri-cycle and for its upkeep : and

(c) Convenyance allowance which can be drawn without the production of certificate of possession of means of conveyance (hereinafter referred to as "unconditional conveyance allowance") ,

Nolie of these allowance will be admissible unless a Government servant is required to tour extensively on official duty within a radius af 8 Km. from his headquarters. No minimum mileage tobe covered per manth of official duty is enforced when a horse or pony allowance or a cycle allowance is claimed ; but a certificate of possession of the horse or pony or of the cycle, as the case may be and of its upkeep shall always accompany the monthly pay bill. In cases where the unconditional conveyance" allowance is claimed, no officer shall be deemed to have travelled extensively unless he tours at least 200 km. on an average per month on official duty.

2. No Government servant whocis in receipt of a con. veyance allowance-motor car allowance or other forms oj conveyance allowance, as mentioned above, shall be allowed to use Governmcnt vohicles on official business except–

(a) during emergencies such as riots and strikes when it would be unsafe or othcrwise inexpedient to use a conveyance other than one owned by Government; or

(b) when going out on tour outside a red ius of–

(i) 8 Km. or 16 Km. as the case may be, depanding upon the minimum mileage prescribe.d for officers drawing motor car allowance ;and

(ii) 8 Km. from the headquarters for officers drawing other form of conveyance allowance viz, horse or pony allowance, cycle allowance or unconditionai conveyancc allowance; and

(c) When an officer is required to accompany a superior officer who is himself using a Gover!lment vehicle.

* * *

5. Every Government servant in receipt ofa conveyance or horse allowance shall while drawing the allowapce furnish a certificate in any of the following forms, as the case may be, along with his monthly pay bill :–

(a) For officers drawing horse or pony allowance of a cycle allowance

Certified that–

(i) I am in possession of a horse/pony/a motor cycle/a bicycle/a bicycle fitted with auto wheels/a tricycle:

(ii) I have incurred all expenses for its upkeep in the month of...; and

(iii) I have not used a Government vehicle for journeys on duty during an emergency or beyond 8 Km. from headquarters in the month of–

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সমিতির লাগাতার প্রচেষ্টার ফলে এবং কর্তৃপক্ষের 'পরে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টির ফলে সেচ প্রভৃতি দপ্তরে অবর সহ-বাস্তুকারদের 'গ্রেডেশন লিষ্ট তৈরী করার দায়িত্ব ঐ দপ্তরের অবর সহ-বাস্তুকারদের 'পরে ন্যস্ত হয়, এবং অভাবনীয় দ্রুততার সাথে সারা পঃ বাংলা থেকে ঐ 'লিষ্ট' তৈরী হয়ে আসে। কৃষি দপ্তরেও দীর্ঘদিন চাপের ফলে ঐ একই ভাবে 'গ্রেডেশন লিষ্ট' তৈরী করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট অফিসের অবর সহ-বাস্তুকারদের 'পরে ন্যস্ত হয়েছিল [C. E. Agril's Order No–11991(450) dt. 18.12.74]। সমিতি মুখ্য বাস্তুকারকে কথা দিয়েছিল যে, এই পদ্ধতিতে চললে যে কাজ তাঁর দপ্তর বছরের পর বছর ধরে করতে পারছে না, দু'মাসের মধ্যে সে কাজ শেষ হয়ে

আসবে। কাজ শুরু করার সাথে সাথে দেখা গেল তথাকথিত কর্মচারী দরদীদের মাথায় হাত। গ্রেডেশন লিষ্ট তৈরী হওয়া মানে তো পাকা কাজ হয়ে যাচ্ছে, এর পর মারপ্যাঁচের মাধ্যমে পেটোয়া লোকদের পদোন্নতি, সিলেকশন গ্রেড ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা 'সুপারসেশন' করিয়ে দিতে যথেষ্ট অসুবিধা হবে, অতএব সুরু হল বিভাগীয় মন্ত্রী মশায়ের কাছে ধর্ণা—"যে ভাবেই হোক এ কাজ বন্ধ করতে হবে, সুষ্ঠু 'গ্রেডেশন লিষ্ট' করা চলবে না।" মন্ত্রী মশায়ের বক্তব্য—"তোমরা কর" উত্তর এল—"আমাদের ক্ষমতা নেই।" অতএব সমিতির এই কর্মচারী স্বার্থের প্রচেষ্টা বানচাল করতেই হবে। তাই মুখ্যবাস্তুকারের উপরোক্ত আদেশনামা বাতিল করা হল [C.E.'S Memo No–4 dt. 2.1.75]। এই হচ্ছে বিভেদপন্থীদের কর্মচারী দরদের বাস্তব নমুনা। এতৎসত্ত্বেও সমিতি বিষয়টি নিয়ে পুনরায় চাপ সৃষ্টি করে চলেছে—অনতিবিলম্বে 'গ্রেডেশন লিষ্ট' আমাদের চাই-ই। গত ১৪.৩.৭৫ তারিখে মুখ্যবাস্তুকারের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে (১) গ্রেডেশন লিষ্ট (২) ই. বি. ক্রসিং এবং (৩) সিলেকশন গ্রেড কার্যকরী করার জন্যে পুনরায় চাপ সৃষ্টি করা হয়।

সি. এম. পি. ও—সমিতির প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও সি এম পি ও-তে গ্রেডেশন লিষ্ট, সিলেকশন গ্রেড এবং পদোন্নতির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন টালবাহানা করে আসছেন। সম্প্রতি সমিতির পক্ষ থেকে কমিশনার টাউন এ্যান্ড ক্যান্ট্রি প্ল্যানিং-এর সাথে দীর্ঘ আলোচনার পরে এ সম্পর্কে কিছুটা অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব হয়েছে। ইতিমধ্যে গ্রেডেশন লিষ্ট এবং সিলেক্শন গ্রেড তৈরীর কাজ শুরু করানো সম্ভব হয়েছে এবং পদোন্নতির ব্যাপারে P.S.C.-র সুপারিশ আনার জন্য চিঠি লেখানো সম্ভব হয়েছে।

ডাইরেক্টের অব ব্রিক প্রডাকশন—গৃহ নির্মাণ পর্ষদের অধীনে ডাইরেক্টরেট ব্রিক প্রডাকশনে কর্মরত অবর সহ-বাস্তুকারদের ক্ষেত্রে গ্রেডেশন লিষ্ট তৈরী এবং সিলেকশন গ্রেড দেবার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় উক্ত দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারীর সাথে সমিতির আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেডেশন লিষ্ট ইত্যাদির কাজ শুরু করানো সম্ভব হয়েছে।

এছাড়াও Animal Husbandry, Relief & Social Wealfare, Tanks Improvement এবং Fishery Deptt.-এ গ্রেডেশন লিষ্ট এবং সিলেকশন গ্রেড তৈরী করার জন্য সমিতিগত প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

শেষ সংবাদ

পূর্ত বিভাগের আওতাভুক্ত বিভিন্ন অধিকারে কর্মরত অবর সহ-বাস্তুকারদের

বিভিন্ন সমস্যা সমিতির সাথে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে সমিতির চাপের ফলে 'ইঞ্জিনীয়ার-ইন-চীফ"-এর আদেশ অনুযায়ী গত ১৪-৩-৭৫ তারিখে বিভিন্ন অধিকারের প্রধানেরা একত্রে সমিতির প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় বসেন। মুখ্যবাস্তুকার (তড়িৎ) নিজে উপস্থিথ না থেকেতার পক্ষে দু' জন অধীক্ষক বাস্তুকার—শ্রীকর ও শ্রীচৌধুরীকে পাঠান। দীর্ঘ ২.৫০ ঘন্টা যাবৎ প্রতিটি বিষয়ের পরে বিস্তৃত আলোচনা হয় এবং কিছু কিছু সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। সরকারী কালা সাকুর্লার—৫০০৯ এফ্-এর বিরুদ্ধে সম্প্রতি 'হাইকোর্ট থেকে যে 'ইনজাঙ্কশন' জারী হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দপ্তরে আটকে থাকা ই. বি. ক্রসিং, 'সিলেকশন গ্রেড', 'পে-ফিক্সেশন' ইত্যাদি বিষয়গুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির আশ্বাস পাওয়া যায়। মাস খানেকের মধ্যে যদি 'সিনিয়ারিটি লিষ্ট' তৈরী না হয়, তা হলে সেচ দপ্তরের ন্যায় পূর্ত বিভাগেও একই পদ্ধতির মাধ্যমে ঐ 'লিষ্ট' তৈরী হবে সিদ্ধান্ত হয়। বদলী সম্পর্কিত স্থায়ী নীতি শীঘ্রই বের হবে আশ্বাস পাওয়া যায়। বেতনক্রম ও দ্রব্যমূল্য ভাতা সংক্রান্ত সমিতির বক্তব্য স্বীকৃতি লাভ করে, এবং তা ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করা হবে বলে জানান হয়। বিভিন্ন বিভাগে/দপ্তরে উদ্বৃত্ত ঘোষিত এবং ইতিমধ্যে কিছু চাকুরী চলে যাওয়া বন্ধুদের Surplus call-এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগে/দপ্তরে গ্রহণ করানোর ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে বলে জানানো হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সমিতি দাবী করেছে—কোন অকারিগরি বিভাগের/দপ্তরের কর্তৃপক্ষ কোন অবর সহ-বাস্তুকার নিয়োগ করতে পারবে না। এসব ক্ষেত্রে কোন কারিগরি কাজ করানোর দরকার হলে ঐ কাজ কোন কারিগরি বিভাগে বদলী করতে হবে, অথবা কারিগরি দপ্তর থেকে অবর সহ-বাস্তুকারকে ডেপুটেশনে নিয়ে ঐ কাজ করাতে হবে। একমাত্র এই পথেই বিভিন্ন অকারি-গরি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নীতিহীন অবর সহ-বাস্তুকার নিয়োগ ও ছাঁটাইকে অনেকাংশে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা সম্ভব বলে সমিতি মনে করে। সমিতির এ যুক্তি অনুমোদন লাভ করে এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন কারিগরি বিভাগ এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে আদেশনামা বের করার জন্যে বিষয়টি পাঠাচ্ছেন বলে জানানো হয়।

পূর্ত (তড়িৎ) দপ্তরের বর সহ-বাস্তুকারদের ক্ষেত্রে যে স্বৈরাচারী "সুপারভাইসরি কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেটের" বোঝা চাপিয়ে রাখা হয়েছে, এবং তা না থাকার অজুহাতে ব্যাপক সংখ্যক বন্ধুদের ক্ষেত্রে তথাকথিত গ্রেডেশন

লিষ্ট' থেকে বাদ দেওয়া, এবং চাকুরী কেড়ে নেওয়ার যে হুমকী দেওয়া হয়েছে, এ সম্পর্কে দীর্ঘক্ষণ যাবৎ নথিপত্রসহ উত্তেজনাপূর্ণ বাদানুবাদ হয়। লক্ষ্যণীয়, আলোচনায় উপস্থিত তড়িৎ শাখার প্রতিনিধিরা ছাড়া আর সকলে কিন্তু সমিতির বক্তব্যের সাথে সহমত প্রকাশ করেন। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর পূর্ত দপ্তরের মুখ্যবাস্তুকার তড়িৎ শাখার কর্তৃপক্ষকে বলেন—"আপনারা যদি মনে করেন যে সুপারভাইসরি কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেটের পুরো কোর্স, এল. ই. ই.-তে পড়ান হয় না, তা হলে কি কি কোর্স বাকী থাকে সেটা লিখিত-ভাবে দিন। আমরা তা এল. ই. ই. কোর্সে ঢুকিয়ে নিচ্ছি এবং এল. ই. ই. পাশ করলেই সুপারভাইসরি কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট পেয়েছে বলে ধরা হবে, সেইমত আদেশনামা বের করার জন্যে সরকারের কাছে লিখছি।" সমিতি এ বক্তব্য সমর্থন করে এবং সেইমত কাজ হোক এই দাবী জানায়। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন, সমিতি পূর্বাহ্নেই দু'টি কোর্সের সিলেবাসই দাখিল করে প্রমাণ করেছে যে লে. ই. ই.-তে ঐ কোর্স শেষ করে অনেক বেশী পড়ান হয়, এবং ষ্টেট কাউন্সিলও সমিতির মতের সাথে সহমত পোষণ করে সরকারের শিক্ষা বিভাগে চিঠি দিয়েছে।

* * *

জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগের মুখ্যবাস্তুকারের সঙ্গে ১৮ই মার্চ তারিখে অবর সহ-বাস্তুকারদের এক গণডেপুটেশনের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার ঘটে। কলকাতার কয়েকটি অঞ্চল থেকে জন চল্লিশেক এস. এ. ই. এই ডেপুটেশনে সামল হন। এই সাক্ষাৎকারে মুখ্য বাস্তুকার রাজী হন যে তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরের সেক্রেটারীর সঙ্গে সমিতি প্রতিনিধিদলের আলোচনার ব্যবস্থা করবেন এবং সেই আলোচনায় নিজেও এস. এ. ই.-দের পদোন্নতি ও উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে এ্যাডহক্ ভিত্তিতে এ. ই. পদে নিয়োগ সহ বিভাগীয় দাবীগুলি মীমাংসার জন্য চেষ্টা করবেন।

নির্মাণ পর্ষদের অবর সহ-বাস্তুকারদের গ্রেডেশন লিষ্ট প্রণয়ন করার বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ টালবাহানা করে চলেছেন। এই লিষ্ট সুষ্ঠুভাবে প্রণয়ন করবার জন্য সমিতির পক্ষ থেকে দাবী করে আসা হচ্ছে। মুখ্য-বাস্তুকারের কাছে চাপ সৃষ্টি করে উক্ত লিষ্ট সংক্রান্ত ফাইল প্রায় ৪ মাস আগে সহ সচিবের কাছে পাঠান হয় কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে টালবাহানা করছেন। এই অবস্থায় গত ১৯শে মার্চ '৭৫ প্রায় ৭০ জন অবর সহ-

বাস্তুকার কলিকাতা বিভাগীয় সংগঠন কমিটির নেতৃত্বে রাইটার্স বিল্ডিংসে সহ সচিবের নিকট এ গণডেপুটেশন দেন, কর্মচারীদের চাপে তিনি সুনির্দিষ্ট আশ্বাস দেন যে সাতদিনের মধ্যে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সিলেকশন গ্রেড প্রণয়ন করার বিষয়েও আলোচনা হয় এবং এই বিষয়ে এক পরবর্তী সাক্ষাৎকারে সমিতির প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করবেন বলেন।

(১) পূর্ত দপ্তরে কর্মরত ওয়ার্কচার্জড্ (মেকানিক্যাল) সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের অধিকাংশই ইতিপূর্বে নিয়মিত করানো গেলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত টালবাহানা চালায়। এর বিরুদ্ধে সমিতি যুগপৎভাবে সম্প্রতি মুখ্য বাস্তুকার পূর্ত, পূর্ত (সড়ক) এবং অধীক্ষক বাস্তুকার মেকানিক্যাল সার্কেল পূর্ত (সড়ক) এর উপর প্রতিনিয়ত চাপ সৃষ্টি করার ফলে নিয়মিতকরণের আদেশনামা বের করানো গিয়েছে।

(২) নির্মাণ পর্ষদকে কাজ (Work load) না থাকার অজুহাতে বিভিন্ন দপ্তরের সাথে টুকরো টুকরো করে জুড়ে দেবার সরকারী অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সমিতির নেতৃত্বে প্রবল আন্দোলন সংগঠিত হয়। নবমহাকরণ অভিযানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের আন্দোলনের মাধ্যমে সমিতি প্রবল চাপ সৃষ্টি করায় অতি সম্প্রতি সরকার নির্মাণ পর্ষদকে নিয়ে যে চক্রান্ত করেছিল তা থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। অবশেষে এক আদেশনামাতে সরকার নির্মাণ পর্ষদের হাতে স্থায়ী ভাবে আরও কাজের সীমা (Work load) বাড়াবার জন্য পূর্ত দপ্তরের হাত থেকে রাজ্যের সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নির্মাণ পর্ষদকে হস্তান্তরিত করতে বলেছেন। তা ছাড়া নতুন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণের কাজগুলিও এখন থেকে সম্পূর্ণভাবে জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তর এবং পূর্ত দপ্তরের হাত থেকে নির্মাণ পর্ষদে যাচ্ছে।

সর্বশেষ সংবাদ

হাইকোর্টের ইনজাংসন এবং তৎপরবর্তীকালের সরকারী আদেশটি ছেপে দেওয়া হল।

Government of West Bengal, Finance Department Audit Branch
No. 1519-F, Calcutta, the 22nd March, 1975

ORDER

The undersigned is directed to say that on Writ Petition filed by some employees of the Government of West Bengal in

the High Court at Calcutta challenging the propriety of the orders contained in Finance Department Memoranda Nos. 7119-F dated 1.12.1972 and 5009-F dated 21.5.1974 (herein-after referred to as the said orders), the Hon'ble High Court has since passed an order of interim injunction restraining this Government from giving effect or further effect to the said orders.

In the circumstances, it is hereby directed that the said orders be not given effect or further effect to until further orders> Final orders of the Court should be awaited.

By order of the Governor,
Sd/- **B. R. Gupta**
Chief Secretary to the Government of West Bengal.

জনতার রায় নয়, কোর্টেরই রায়

সুপ্রীম কোর্ট

বর্তমানে অধিকতর সংখ্যক কর্মচারীর আদালতে বিচারপ্রার্থী হওয়ার কারণ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশকালে সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করেছেন যে—

এই বিশেষ ঘটনা ইহাই নির্দেশ করে যে তাঁহাদের প্রতি অবিচার হওয়ার মনোভাব বিদ্যমান এবং এই মনোভাব সরকারী কাজকর্মের সুষ্ঠু ও গতিশীল রূপায়ণের ক্ষেত্রে যে ঐকান্তিক একাগ্র মনোযোগ প্রয়োজন তাহার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সেইজন্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা বাহুল্য যে সরকারী কার্যবিধিগুলির সরলীকরণ ও পুনর্বিন্যাস এবং সেইগুলিকে আইন-সঙ্গত রূপদান অত্যন্ত জরুরী যাহার দ্বারাই কর্মচারীগণের প্রতি সমমর্যাদা দানের ক্ষেত্রের প্রসার ও কার্যবিধিগুলির স্থায়িত্ব সাধন সম্ভব এবং কেবলমাত্র এইভাবেই কর্মচারীগণের মধ্যে নিশ্চিন্ততার মনোভাব আনয়ন করা সম্ভব। সরকারের জরুরী ও অতি প্রয়োজনীয় এক অঙ্গ যে সরকারী কর্মচারী, তাঁহাদের ভাগ্য শুধুমাত্র বিভাগীয় সিদ্ধান্ত ও কর্তৃপক্ষের নির্দেশের আইন নির্দ্ধারিত হওয়া কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। এইসকল সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ আইন বিধির স্থান গ্রহণ করিতে পারে না যেহেতু একমাত্র আইনবিধিই স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা আনয়ন ও আইনকানুনকে মান্য করিতে বাধ্য করিতে পারে।

সুপ্রীম কোর্ট ইহাও উল্লেখ করেছেন যে তাঁহারা উপরিউক্ত অভিমত এই আশায় প্রকাশ করিতেছেন যে উক্ত সমস্যাগুলির জরুরী ও সন্তোষজনকভাবে মীমাংসা না হইলে জনগণের স্বার্থের ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সমস্যাগুলির সামগ্রিক সামাজিক রূপটি যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা উচিত।

কল্যাণকামী রাষ্ট্র

আমাদের মত কল্যাণকামী রাষ্ট্রে দরিদ্রশ্রেণীর জনসাধারণকে আইন-

বিষয়ক সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে একদিকে যখন মানবিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইতেছে অপরদিকে দরিদ্র কর্মচারীদের দাবীগুলিকে সীমাবদ্ধ তা বা অন্যান্য অজুহাতে আদালতে বিরোধিতা করা হইতেছে—এইরূপ বিপরীতমুখী নীতি গ্রহণ করা সঠিক নয়।

একজন রেলওয়ে গার্ডের, যিনি প্রথমে চাকুরী হইতে বরখাস্ত ও পরে পুনর্বহাল হইয়াছিলেন, বকেয়া বেতন দাবীর ক্ষেত্রে কোর্টের মন্তব্য—এই দেশে রাষ্ট্র বর্তমানে সর্ববৃহৎ মামলাকারী এবং এইখাতে প্রচণ্ড অর্থব্যয় সরকারের তহবিলে একটি বিরাট চাপ।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ

মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন ব্যবস্থা সমর্থন করিতে গিয়া কোর্ট বলিয়াছেন যে মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে সরকার এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন যাহাতে শিল্প বা ব্যবসায় "সাময়িকভাবে তথাকথিত ক্ষতির সম্মুখীন হয়।"

এই রায়ের ফলে পূর্ববর্তী রায় যাহাতে বলা হইয়াছিল যে উৎপাদন মালিকানার পক্ষে যাহাতে একটা সন্তোষজনক হারে মুনাফা থাকে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই মূল্য নির্দিষ্টকরণ করা উচিত তাহা পরিবর্তিত হইল।

কল্যাণমূলক আইন

কোন কল্যাণমূলক আইনের সাংবিধানিক বৈধতা যখন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, তখন ঐ আইনের সমর্থনে কর্তৃপক্ষের না আসিবার কারণে এবং এইভাবে কোর্টকে বিপদগ্রস্ত ও অপমানিত করিবার জন্য কোর্ট কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেন।

দেশের বৃহত্তর দরিদ্র জনসাধারণের জন্য আইনীকৃত কোন ব্যবস্থা বা আদেশের সমর্থনে সরকার পক্ষ থেকে সামগ্রিক সংশ্লিষ্ট সামাজিক ঘটনাবলী বিবৃত না করার কারণে কোর্টের পক্ষ থেকে ঐ ব্যবস্থা বা আদেশের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়, তখন সরকার দরিদ্র জনসাধারণের দুর্ভাগ্যকেই এই ঘটনার অজুহাত হিসাবে বর্ণনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গ প্রেমিসেস টেন্যান্সি আইন ১৯৫৬-এর ১৩(৩এ) ধারায় বর্ণিত অতিরিক্ত বাধানিষেধের বলে যেখানে প্রজাকে স্বত্বভোগী কর্তৃক উচ্ছেদ করা যাইবে না—এই আইন সমর্থন করিতে গিয়া মাননীয় বিচারপতি ভি. আর. কৃষ্ণ আয়ার মন্তব্য করেন—"আর্থ-সামাজিক সিদ্ধান্ত রূপায়ণে

প্রশাসকদের আন্তরিক উদ্যোগের অভাব কখনও কোর্টের রায় মারফৎ পূরণ করা সম্ভব নয়।"

যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইন শাখা সুপ্রীম কোর্টে সমগ্র ব্যাপার সম্পর্কে অপদার্থতার পরিচয় দেন তাতে কোর্ট ঐ সরকারকে তিরস্কার করেন।

রায় দান কালে বিচারপতি মন্তব্য করেন ঃ—

"যখন সামাজিক আইন, যাহার দ্বারা দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে, চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, সরকারের কর্তব্য আইনসভা গৃহে আইন প্রচলনের সময় যেরূপ সক্রিয়তা বা তৎপরতা অবলম্বন করা হয়, অনুরূপ তৎপরতা কোর্ট প্রাঙ্গনে অবলম্বন করা। এইরূপ তৎপরতার অভাব আইন প্রচলন না করারই নামান্তর মাত্র।"

কোর্ট দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই আইনের সমর্থনে কোনরূপ বর্ণনামূলক স্বীকৃতি এমনকি মন্ত্রীর বিশদ বিবরণ-সহ মন্তব্য কোর্টে হাজির করা হয়নি।*

অন্ধ্র হাইকোর্ট ও তারপর

পশ্চিমঙ্গ সরকার গত তিন বছরে কর্মচারী জীবনে বহু নজির স্থাপন-কারী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কর্মচারীদের সমগ্র চাকুরীজীবনকে পুলিশের হেফাজতে রাখার সুবন্দোবস্ত করার পাশাপাশি চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে পুনরায় রাজনৈতিক পূর্বজীবন সম্পর্কে পুলিশীতদন্তের ব্যবস্থাকে কায়েম করেছেন বর্তমান সরকান্দর। এই সংবিধান-বিরোধী কুখ্যাত ব্যবস্থা বাতিল করে যুক্তফ্রন্ট সরকার গণতন্ত্রের প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন, তার বিন্দুমাত্র থাকলেও বর্তমান 'গণতন্ত্রপ্রেমী' সরকার তার পুনরুজ্জীবন ঘটাতেন না, শাসকদলের বিরোধী-বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সভায় যোগদানের এবং ঐ দল প্রভাবান্বিত গণসংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার তথাকথিত অপরাধে জনৈক কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীর বরখাস্ত আদেশকে কেন্দ্র করে এবং ঐ আদেশের বিরুদ্ধে অন্ধ্র প্রদেশ হাইকোর্ট সরকারের প্রতি কঠোর মন্তব্যসহ

সূত্র ঃ "হোয়াইট কলার ভয়েস"—অন্ধ্রপ্রদেশ এন. জি. ও. এ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র।

যে রায় দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ "সমন্বয়"-এ প্রকাশিত হয়েছে ঐ রায়ের অনুবাদ সহ। ঐ রায়ের সারমর্ম হল—সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং অতীত রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে পুলিশীতদন্ত করার ভাবনাটাই চাকুরীর ক্ষেত্রে সমসুযোগ, বাক্ স্বাধীনতা ও সংগঠন করার স্বাধীনতা সংবিধানপ্রদত্ত মৌলিক অধিকারের মূলেই কুঠারাঘাত করা।

অন্ধ্র প্রদেশ হাইকোর্টের রায় এত সুস্পষ্ট যে ভারত সরকার এই মৌলিক অধিকার সংগ্রান্ত প্রশ্নে কোনরূপ ব্যবস্থা না গ্রহণ করতে পেরে, এই ব্যবস্থা বাতিল করার নির্দেশনামায় এমন কতকগুলি সর্ত রেখেছেন যাতে কায৪তঃ পূর্ব ব্যবস্থাকে বহুলাংশে জিইয়ে রাখা হয়েছে। নীচে সরকারী নোটের সামান্য অংশ উদ্ধৃ ত করা হল (সূত্র ঃ স্টেটসম্যান, ২৪শে ফেব্রুয়ারী '৭৫)

"In order to ensure that persons in Government service are loyal, upright and impartial, it is necessary for the Government to exercise discretion in the matter of appointment with a view to seeing that persons who are likely to abuse the confidence placed in them are not appointed in public services. The appointing authority has also to satisfy itself that the candidate in all respects suitable for appointment to the service or post in question....Further an individual may be considered unsuitable for public employment on the ground of his actual participation in, or association with any objectionable activity or programme."

নির্দেশনামায় নিয়োগের ক্ষেত্রে, যে সমস্ত সর্ত পূরণের অধিকার সরকারকে দেওয়া হয়েছে তাতে সরকারের হাতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যথেষ্ট সুযোগও থাকবে।

ভারত সরকারের এ জাতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই সম্পর্কীয় মনোভাবের কি পরিবর্তন ঘটবে সেটাই এখন লক্ষ্যণীয়।

—রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

একনজরে তথ্যসংবাদ

কেন্দ্র ও রাজ্যে কর সংগ্রহের পরিধি (অকৃষি ক্ষেত্রে)

	১৯৫১-৫২	১৯৬১-৬২	১৯৬৯-৭০
ক) প্রত্যক্ষ কর ঃ	২০৯ কোটি টাকা	৩৭৮ কোটি টাকা	৯১৭ কোটি টাকা
১) আয়কর	১৪৬ "	১৬৫ "	৪৪৮ "
২) কর্পোরেট ট্যাক্স	৪১ "	১৫৭ "	৩৫৩ "
৩) এস্টেট ডিউটি	—	৪ "	৭ "
৪) সম্পদ কর	—	৮ "	১৬ "
৫) ষ্ট্যাম্পস ও রেজিস্ট্রেশন	২০ "	৩৮ "	৮৪ "
৬) বৃত্তি কর	—	১ "	৩ "
৭) সহরাঞ্চল অস্থাবর সম্পত্তি কর	২ "	৩ "	৪ "
৮) গিফ্ট ট্যাক্স	—	১ "	২ "
খ) পরোক্ষ কর ঃ	২৩১ "	৬৯৬ "	২০৯৭ "
১) কেন্দ্রীয় এক্সাইজ	৩৪ "	৩২৫ "	৯৭৮ "
২) কাষ্টমস্	১০৬ "	১৪৯ "	৩৪১ "
৩) রাজ্য এক্সাইজ	১৭ "	২১ "	১৩০ "
৪) মোটর স্পিরিট বিক্রয় কর	৩ "	১৪ "	২৯ "
৫) সাধারণ বিক্রয় কর	৩৪ "	১০১ "	২৯ "
৬) মোটর ভেহিকল্স কর	৭ "	২৪ "	৯৮ "
৭) আমোদপ্রমোদ ডিউটি	৭ "	১৫ "	৫১ "
৮) বিদ্যুৎ ডিউটি	৩ "	১৫ "	৫৮ "
৯) অন্যান্য	২০ "	৩২ "	৭২ "
মোট (ক + খ)	৪৪০ "	১০৭৪ "	৩০১৪ "

সাধারণ মানুষের উপর কর বৃদ্ধি, আর ধনীদের ক্রমবর্ধমান হারে কর হ্রাস—ভারতীয় সমাচতন্ত্রে এই হল বৈষম্য কমাবার অগ্রগতি!

* * *

আয়কর আদায়ের শতকরা হিসাব

	দেয় আয়কর *(Payable Tax)*	আদায়ীকৃত কর *(Collected Tax)*	শতকরা
১৯৬৪-৬৫	৩৪৩.০ কোটি টাকা	২৬৬.৬ কোটি টাকা	৭৮%
১৯৬৫-৬৬	৪১৮.২ ”	২৭১.৮ ”	৬৫%
১৯৬৬-৬৭	৫২৪.০ ”	৩০৮.৭ ”	৫৯%
১৯৬৭-৬৮	৫৭০.০ ”	৩২৫.৬ ”	৫৭%
১৯৬৮-৬৯	৬৫২.৩ ”	৩৭৮.৫ ”	৫৮%
১৯৬৯-৭০	৭৯২.১ ”	৪৪৮.০ ”	৫৭%

১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ১১৭ কোটি টাকা সুদসহ বকেয়া মোট কোম্পানী কর এবং আয়করের পরিমাণ ছিল ৮০০ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা।

—অথচ শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন ভাতার সময় বলা হয় টাকা কোথায়? আর দেশের সাধারণ মানুষকে দেখান হয় যে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধিই জনগণের দারিদ্রের হেতু।

শিল্পের প্রসারের জন্য বরাদ্দ টাকা

১৯৭৪-৭৫ সালে অর্থ বছরের প্রথম সাত মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন (শিল্পে অর্থ লগ্নীর জন্য গঠিত সরকারী সংখ্যা) ১২৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ১৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন ও ২৬ কোটি ৫ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা সাহায্য হিসাবে বিলি করেছেন। বিভিন্ন রাজ্যকে দেওয়া হয়েছে—

	টাকা ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে	টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে
মহারাষ্ট্র	৫ কোটি ৯৬ লক্ষ ৪০ হাজার	১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯৮ হাজার
তামিলনাড়ু	৪ ” ৬৬ ” ৩৬ ”	১ ” ৩৯ ” ৩৬ ”
উত্তর প্রদেশ	৩ ” ৪১ ” ৩৬ ”	২ ” ৮৬ ” ৩৬ ”
কর্ণাটক	২ ” ৫৮ ” ৩৬ ”	১ ” ৩০ ” x
পশ্চিমবঙ্গ	x ৬১ লক্ষ ১৫ হাজার	x ৩১ লক্ষ ৭৪ হাজার

পশ্চিমবঙ্গের স্থান গোয়ারও নীচে।

রাজ্যগুলির প্রতি কেন্দ্রের সমদৃষ্টির নমুনা!

* * *

A recent U. N. Statistical Year Book contains a comparative picture of the diverging development of prices in the socialist and industrialised countries of the West during the period 1963-71. The picture shows that 1971 prices in all the socilist countries stood at almost the same level as in 1963. In 1971 the prices in the USSR two percent lower. Strikingly enough, this phenomenon is practically unheard of in the developed countries of the West where prices climbed more than 50 percent in some countries during the period. What is noticeable is that prices in those countries rose most in food, rent and fares for public transport.

—অথচ ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলছেন—মূল্যবৃদ্ধি সব দেশেই ঘটছে।

* * *

ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা ব্যয়

(কোটি টাকায়)

বছর	পরিমাণ
১৯৬০—৬১	২৮১
১৯৬৫—৬৬	৮৮৫
১৯৬৬—৬৭	৯০৯
১৯৬৭—৬৮	৯৬৮
১৯৬৮—৬৯	১০৩৩
১৯৬৯—৭০	১১০১
১৯৭০—৭১	১১৯৯
১৯৭১—৭২	১৫২৫
১৯৭২—৭৩	১৬৫২
১৯৭৩—৭৪	১৭৫৬
১৯৭৪—৭৫ (সংশোধিত)	২১৫৭
১৯৭৫—৭৬ (বাজেট)	২২৭৪

শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ব্যয় সংকোচ হচ্ছে, অথচ অনুন্নতমূলক খাতে ব্যয় অতিকায় হয়ে উঠছে বছরে বছরে।

—পর্যবেক্ষক

রিপোর্টাজ

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলন

১৯৭৪

'৭৪-এর জঙ্গী আন্দোলন থেকে উত্তাপ নিয়ে *২৩শে নভেম্বর '৭৪* রাজ্যব্যাপী গণ-অবস্থান প্রত্যয়দৃঢ় স্বাক্ষর রেখে সুদূর তালুক থেকে রাজধানী অবধি কর্মচারীরা সামিল হন।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ ২৬টি সংগঠন ৩৬টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের আহ্বানে *২রা থেকে ৬ই ডিসেম্বর*—আঞ্চলিক বিক্ষোভ, ডেপুটেশন ইত্যাদি কর্মসূচী পালিত হল। শহীদ মিনারে এবং জেলা হেড কোয়ার্টার্সে কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল *৯ই ডিসেম্বর*। ধূমায়িত বিক্ষোভ থেকে দাবী উঠল 'ন্যায্য দরে খাদ্য চাই', 'বেতন কাটার কালাকানুন ছিঁড়ে ফেল', 'দমন-পীড়ন বন্ধ কর'।

১৯৭৫

এদিকে বাহাদুর চটকল শ্রমিকদের লাগাতার ধর্মঘট থেকে উদ্দীপ্ত হচ্ছে মেহনতী মানুষ। রাজ্য সরকারের কর্মচারী সহ অন্য স্তরের কর্মচারীরা *৫ই ফেব্রুয়ারী* প্রতিটি দপ্তরে বেলা ২টায় অফিস গেটে অনুষ্ঠিত সভা থেকে ধর্মটের সমর্থনে সংহতি জানালেন।

শ্রমিক কর্মচারী সহ মেহনতী মানুষের উপর বল্গাহীন পীড়নের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বৃহত্তর সংগ্রামের ডাক দেয়া হল *কলকাতার ইউনির্ভারসিটি ইনষ্টিট্যুটে* অনুষ্ঠিত *১০ই ফেব্রুয়ারীর* ট্রেড ইউনিয়ন কনভেনশন থেকে। এই কনভেনশনে ইউ. টি. ইউ. সি. (লেনিন সরণী) ছাড়া সিটু সহ সাতটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, সরকারী আধা সরকারী সংস্থার শ্রমিক-কর্মচারী শিক্ষকদের ৩২টি সংগঠন থেকে সর্বপ্রকার দমননীতি বন্ধ করে স্বাভাবিক ট্রেড ইউনিয়ন কার্য-

কলাপ পরিচালনা, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ তাঁদের প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠনের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জরুরী দাবীর সু-মীমাংসা ইত্যাদি দাবী জানান হল। কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী *৪ঠা মার্চ '৭৫* কলকাতার শহীদ-মীনার ময়দানে কেন্দ্রীয় সমাবেশ পালিত হল।

আবার উদ্বেলিত হল কারাকোরামের কোল থেকে কন্যাকুমারিকা অবধি। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহের কর্মচারী স্বার্থবিরোধী নীতির প্রতিবাদ জানান হল *২১শে ফেব্রুয়ারী।* সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে পশ্চিমবাংলাসহ রাজ্যে রাজ্যে পালিত হল সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবস। রাজ্যের ব্লকস্তর থেকে রাজধানী কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশাল জমায়েত থেকে এগারো দফা দাবী আদায়ের লড়াইকে জোরদার করার আহ্বান উঠল।

এদিকে এ রাজ্যে বহু কাঠ খড় পুড়িয়ে সরকার মহার্ঘ ভাতার ঘোষণা করল। কর্মচারীদের বিক্ষোভে অচলাবস্থা সৃষ্টি হল সরকারী দপ্তরে। প্রিয় সংগঠন কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্ব *৫ই মার্চ বেলা ২টায়* রাজ্যের ছোট বড় প্রতিটি দপ্তরে—অফিসগেটে প্রতিবাদের ভাষাকে রূপ দেয়া হল প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে।

মহার্ঘ ভাতার বঞ্চনার বিরুদ্ধে ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কর্মসূচী অনুযায়ী *১৩ই মার্চ টিফিনে* সুদূর গ্রামাঞ্চল অবধি প্রতিটি দপ্তরে অনুষ্ঠিত সভা থেকে প্রস্তাব গ্রহণ করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে গণ-ডেপুটেশনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রেরণ করা হল। পরের দিন *১৪ই মার্চ*। প্রকম্পিত হল মেঠো পথ থেকে রাজপথ অবধি। অফিস ছুটির পর কলকাতা সহ রাজ্যের সর্বত্র সুসজ্জিত জঙ্গী মিছিল ও সমাবেশের মধ্য দিয়ে সরকারের উপহাস ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে গর্জে উঠল রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা।

অবৈধ নিয়োগকে কেন্দ্র করে—আলিপুর রেজিস্ট্রেশন অফিসে ডেপুটেশনিষ্ট-দের উপর ৫ই মার্চের আক্রমণের ঘটনা আর গোপন রইল না। *১৫ই মার্চ* কলকাতার কর্মচারীরা দীর্ঘ মিছিলের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ জানালেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে।

ভ্রাতৃপ্রতিম সমিতি সমূহের রাজ্য সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ মিনিষ্টিরিয়াল অফিসার্স এসোসিয়েশনের ৫৪তম রাজ্য সম্মেলন গত ২৯ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর '৭৪ বীরভূম জেলার রামপুরহাটে পাঁচ-শত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। আগামী বছরের কার্যকালের জন্য রাজেন ভট্টাচার্যকে সভাপতি, হীরেণ সান্যালকে সাধারণ সম্পাদক, নকুল বন্দ্যোপাধ্যায়কে যুগ্ম সম্পাদক করে এবং তৎসহ ১৩৭ জনকে নিয়ে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ রেজিষ্ট্রেশন কর্মচারী সমিতির রাজ্য সম্মেলন পুরুলিয়ার মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনে গত ২৪শে থেকে ২৬শে ডিসেম্বর '৭৪ অনুষ্ঠিত হোল। সম্মেলন থেকে আগামী কার্যকাল বৎসরের জন্য শক্তিকুমার দত্ত ও নরেন চৌধুরীকে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে পুনঃ নির্বাচিত করে ৫২ জনের একটি শক্তিশালী কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়ীজ এ্যাসোসিয়েশনের ২০তম বার্ষিক সম্মেলন বিশেষ উৎসাহের মধ্যে গত ১৮ই ও ১৯শে জানুয়ারী '৭৫ নিউ সেক্রেটারিয়েট ক্যান্টিন হলে প্রায় ৩৭৫ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও অধিকারগত প্রস্তাব গৃহীত হয়। আগামী কার্যকাল বৎসরের জন্য সুভাষ ব্যানার্জীকে সভাপতি, সনৎ চট্টোপাধ্যায় ও কার্তিক মজুমদারকে সহ-সভাপতি নির্বাচিত করা হয় এবং তৎসহ ২০০ জনের একটি শক্তিশালী কাউন্সিল গঠিত হয়।

জলপাইগুড়ির জেলার গয়েরকাটায় গত ২২শে থেকে ২৪শে জানুয়ারী ৭৫এ *পশ্চিমবঙ্গ সাবর্ডিনেট ফরেষ্ট সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের* ৩৬তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দপ্তর সম্পাদক শুভাশীষ গুপ্ত। সম্মেলন থেকে আগামী বৎসরের জন্য রজতকান্তি সেনগুপ্তকে সাধারণ সম্পাদক ও রঞ্জনকুমার দাস, কালীপদ

মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকিশোর দে জোয়ারদারকে সভাপতি করে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ নিম্নতম (চতুর্থ শ্রেণী)সরকারী কর্মচারী সমিতির ২৩ তম রাজ্য সম্মেলন মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর শহরে গুরুদাস তারাসুন্দরী ইনষ্টিটিউশনে ২৩শে থেকে ২৫শে জানুয়ারী '৭৫ অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক এবং সারাভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য অজয় মুখোপাধ্যায় সম্মেলন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে অর্থনৈতিক ও অধিকারগত দাবী-দাওয়া সম্বলিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়। সম্মেলন থেকে আগামী বৎসরের জন্য বাদল দাস, হরিমোহন ভৌমিককে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং দেবেন চ্যাটার্জী ও চিন্তামণি সাহুকে যুগ্ম সম্পাদক, জয়দেব বকসীকে কোষাধ্যক্ষ করে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়।

মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠে *পশ্চিমবঙ্গ গ্রাম সবেক সমিতির* রাজ্য সম্মেলন ১৬ই ফেব্রুয়ারী '৭৫ থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিপুল উদ্দীপনা ও প্রায় তিনশ প্রতিনিধির যোগদানের মধ্য দিয়ে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রথমদিনে শোক প্রস্তাব, চটকল শ্রমিক ধর্মঘটের সমর্থনে ও এফ. সি. আই. শ্রমিক ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে *রাইটার্স বিল্ডিস চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী সরকারী সমিতির* ২১তম বার্ষিক সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশন ৮ই ফেব্রুয়ারী নিউ সেক্রেটারিয়েট ক্যান্টিন হলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন থেকে লড়াইয়ের উপযোগী সংগঠন গড়ে তোলা ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আসন্ন ৫ম রাজ্য সম্মেলন সার্থক করে তোলার আহ্বান জানানো হয়। আগামী বছরের জন্য সম্মেলন থেকে সত্যেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য ও জীবনচন্দ্র দাস যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। সহ-সভাপতিরূপে নির্বাচিত হয়েছেন বিধুভূষণ সাহা ও হিরণ কুমার মুখোপাধ্যায়।

পশ্চিমবঙ্গ পি. ডব্লু. ডি. (ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল)ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের ৫ম বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন, সারা রাজ্যের ১০৯ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ৭ই এবং ৮ই ফেব্রুয়ারী '৭৫ কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধি সম্মেলন উদ্বোধন করেন কম্ দীনেন

গুহঠাকুরতা। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাম্সেকন নিতাই হরি কর মজুমদার। আগামী কার্যকরী বছরের জন্য সম্পাদক হিসাবে কম্ নিরঞ্জন সাহা, যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে কম্ জটাশঙ্কর মিশ্র, প্রদীপ রায় ও গণেশ ভট্টাচার্য সহ ৮ জনের এক শক্তিশালী সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন ২৪শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারী '৭৫ মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের সমগ্র জেলা থেকে প্রায় ২৫০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ক্ষীরোদ রঞ্জন দেকে সভাপতি, শান্তিময় ভট্টাচার্যকে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত করে ৪৫ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সার্ভেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ২৮ তম রাজ্য সম্মেলন পুরুলিয়া শহরের 'রবীন্দ্র ভবনে' সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালের জন্য ৯ জন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সহ ৪৮ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি সর্বসম্মত ভাবে নির্বাচিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ ওয়ার্ক অ্যাসিসট্যান্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের ৩৭ তম রাজ্য সম্মেলন বহরমপুর ই. ও. আর. সি. হলে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৪শে ফেব্রুয়ারী '৭৫ পর্যন্ত প্রায় সমগ্র জেলা থেকে আগত প্রতিনিধি ও দর্শক প্রতিনিধি সহ মোট ১১০ জন কর্মচারী বন্ধুর উপস্থিতির মাধ্যমে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন থেকে আগামী কার্যকাল বছরের জন্য শ্রীতিনকড়ি বোস মহাশয়কে সভাপতি এবং শ্রীদীনেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা, শ্রীসুভাষ দত্ত ও শ্রীপ্রিয়তোষ দাশগুপ্তকে যথাক্রমে সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত করে এক শক্তিশালী কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে গঠিত হয়।

সংগ্রামের ইতিহাসে একটি সংযোজন

ত্রিপুরার কর্মচারী ও শিক্ষক ধর্মঘট

ত্রিপুরায় ৩০ হাজার রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষক গত ১৮ই মার্চ মধ্যরাত্রি থেকে অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। প্রধানত, ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের যে মজুরী হার নির্ধারিত হয়েছে সেই হারে ত্রিপুরার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন, যে সমস্ত সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি প্রত্যাহার, ধৃত বন্দীদের মুক্তি ইত্যাদি দাবীতে সরকারী কর্মচারী, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষায়তনের শিক্ষকদের সফল সর্বাত্মক ধর্মঘটের ফলে ত্রিপুরার জনজীবন স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। যত দিন যাচ্ছে ততই ধর্মঘটের প্রসার ঘটছে। সেখানকার সরকার এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ধর্মঘটের প্রস্তুতি পর্বেই ত্রিপুরার একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত সি. আর. পি. দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। শুধু সরকারী কর্মচারী নয় পৌরসভা, দমকল, সংবাদপত্র কর্মচারী এবং সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষকদের এই ধর্মঘটের প্রতি কংগ্রেস বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গণ-সংগঠন সমর্থন ঘোষণা করেছেন। ধর্মঘটের সমর্থনে গণকমিটি গঠিত হয়েছে। এমন কি কয়েকজন কংগ্রেসী এম. এল. এ. ও সরকারের এই অনমনীয় মনোভাবের সমালোচনা করেছেন। ধর্মঘট সুরু হওয়ার পূর্বসময়ে এবং এখনও এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস শিবিরে মতদ্বৈধতা দেখা দিয়েছে।

ধর্মঘট সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার গোটা রাজ্য জুড়ে প্রচণ্ড দমন-পীড়নের মাধ্যমে এর মোকাবিলা করে চলেছেন। সরকারী কর্মচারী আন্দোলন ছাড়াও রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের পাইকারীহারে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিরোধী কয়েকজন এম. এল. এ.-কে নিয়ে পঁচিশ জনকে মিসায় আটক করা হয়েছে। এছাড়াও গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরও বহু ব্যক্তিকে নানা ধরনের সাজানো অভিযোগে। বিধানসভায় বিরোধীরা

আলোপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের দাবীগুলি মেনে নেওয়ার দাবী জানালে তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাতে বিধানসভার অভ্যন্তরেও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এমন কি অনেক কংগ্রেস সদস্যও এর প্রতিবাদে মুখর হন। তাঁদের বাধাদানের ফলে ভূমি সংক্রান্ত বিল পাশ করা যায় নি। পরে ৪০ জন কংগ্রেসী এম. এল. এ.-র মধ্যে ২৫ জন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারী-দের দাবীগুলির ন্যায়সঙ্গত, তাঁদের দাবীগুলি মেনে নিতে হবে। ধর্মঘটীদের সমর্থনে আগরতলায় কংগ্রেসের উদ্যোগে কংগ্রেসী ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিলও বের করা হয়। লোকসভায়ও বিরোধীদের দ্বারা ধর্মঘটিদের সমর্থনে ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সরকারের কাছ থেকে বিবৃতি দাবী করা হয়। ত্রিপুরার শাসকদল গণ-সংগ্রামের চাপে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন হঠাৎ আটদিনের জন্য মুলতুবী রেখে নতুন নজির সৃষ্টি করেছেন।

শিক্ষক-কর্মচারীদের বাঁচার আন্দোলন গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। ছাত্র-যুব ও বিভিন্ন গণ-সংগঠন ব্যাপক প্রত্যক্ষ আন্দোলন করার প্রস্তুতি নিয়ে-ছেন, এক কথায় রাজ্যের ১৭ লক্ষ গণতান্ত্রিক মানুষ ধর্মঘটকে সমর্থন করেছেন। ধর্মঘটের সুরুর দিন থেকে প্রতিদিন ঘরের মা-বোন ছেলে মেয়ে, শিশু, বৃদ্ধ পাড়ায় পাড়ায় মিছিল বের করেছেন। ২০শে মার্চ আগরতলায় গণবিক্ষোভ উত্তাল হয়ে ওঠে। ২১শে মার্চ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী, ব্যাঙ্ক ও বীমা কর্ম-চারী ও ও. এন. জি. সি. কর্মচারীরা অফিস প্রাঙ্গনে বিক্ষোভ প্রকাশ করেন, বিরাট বিক্ষোভ মিছিলও সংগঠিত হয়। অন্যদিকে সরকার এ পর্যন্ত কয়েকজন মহিলা-সহ প্রায় তিনশ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। বেশ কিছু কর্মচারী হয়েছেন সাময়িক বরখাস্ত। একজন যুবকর্মীকে খুন করা হয়েছে। কর্মচারী নেতাদের বিরুদ্ধে চলছে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা, পলিশ হেফাজতে বন্দীদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে। গুণ্ডা দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় আক্রমণের চেষ্টা চলছে। জগত থেকে ত্রিপুরার বাইরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা এই সরকার চালিয়ে যাচ্ছেন। এর মধ্যেও ২৫শে মার্চ পালিত হয়েছে সর্বাত্মক হরতাল, ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটির আহ্বানে। রাজ্যে রাজ্যে শাসকশ্রেণী গণ আন্দোলনকে হত্যা করার জন্য যে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছেন, এগুলি তারই দৃষ্টান্ত।

ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির সেক্রেটারী জেনারেল অজয় বিশ্বাস এক বিবৃতিতে বলেছেন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কাছে শাসকদল পরাজিত হতে বাধ্য।

ধর্মঘটীদের জন্য অবশ্যম্ভাবী, চূড়ান্ত জয় না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করে লাগাতার ধর্মঘট চালিয়ে যেতে ত্রিপুরার শ্রমিক, শিক্ষক, কর্মচারীরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী তিন পর্যায়ে মহার্ঘভাতা দেবার প্রস্তাব রেখেছেন এবং এইভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টার পাশাপাশি পরোক্ষভাবে কর্মচারীদের কাছে আবেদন রেখেছেন ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য। এর উত্তরে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের পূর্বাঞ্চল সম্পাদক সুকোমল সেন (যিনি বর্তমানে ত্রিপুরায়) বলেছেন যে সমস্ত বন্দীকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চলবে। তাছাড়া ধর্মঘটীদের সাথে সরকারকে এক চুক্তিতে আসতে হবে। —২৯শে মার্চ

কেরালায় রাজ্য সরকারী কর্মচারীসহ বিপুলসংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষকের সপ্তাহব্যাপী বীরত্বপূর্ণ ধর্মঘট

৫০টি সংগ্রামী সংগঠনকে নিয়ে গঠিত জয়েন্ট এ্যাক্সন কাউন্সিলের আহ্বানে কেরালার ননগেজেটেড রাজ্য সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্মচারী ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের কর্মচারীরা বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১১ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত লাগাতার ধর্মঘট করে পুনর্বার তাঁদের সংগ্রামী মানসিকতার সাক্ষর রেখে গেলেন।

ধমঘটের মূল দাবী

মূলত কেন্দ্রীয়হারে মহার্ঘভাতা ও প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার—এই দুটি দাবীর ভিত্তিতেই এই ধর্মঘট। কর্মচারী আন্দোলনের চাপে অচ্যুত মেননের কোয়ালিশন সরকার কেন্দ্রীয়হারে মহার্ঘভাতার দাবীটি নীতিগতভাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সেই অনুযায়ী কেরালা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ৮ দফা মহার্ঘভাতা পাওনা হয়েছে। সম্প্রতি কেরালা রাজ্য সরকার ১লা জানুয়ারী '৭৫ থেকে মাত্র দুদফা মহার্ঘভাতা ঘোষণা করলেও ১১ মাসের বকেয়া পাওনা দিতে অস্বীকৃত হন। অন্যদিকে বর্ধিত মহার্ঘভাতার অর্ধেক বাধ্যতামূলকভাবে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে জমা রেখে এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল বিধি-নিষেধ আরোপ করে কার্যত ওয়েজ ফ্রীজের নীতি কর্মচারীদের উপর চাপিয়ে দেন।

সর্বাত্মক ধর্মঘট

সরকারের ঘৃণ্য অপপ্রচার এবং সরকারের তল্পীবাহক সংগনগুলির বিভেদনীতিকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে শিক্ষক কর্মচারীরা ব্যাপকভাবে এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। রাজধানী ত্রিবান্দ্রমসহ প্রতিটি জেলার সরকারী দফতরগুলি ধর্মঘটের ফলে অচল হয়ে পড়ে। রাজ্যের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজও সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। রাজ্য সরকার আগে থেকেই স্কুলগুলিতে ছুটি ঘোষণা করেন। স্বায়ত্তশাসন বিভাগের অফিসগুলিতেও ধর্মঘটের ওই একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

নজিরবিহীন দমনপীড়ন

ধর্মঘটের সাফল্য সরকারকে সম্পূর্ণ দিশেহারা করে তোলে। সরকার প্রচমড দমন-পীড়ন চালিয়ে ধর্মঘটী শিক্ষক-কর্মচারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রায় ৫ হাজার কর্মচারীকে ভারত রক্ষা বিধিসহ বিভিন্ন কল্পিত অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। বহু ক্ষেত্রে জামিনের দাবী অগ্রাহ্য করা হয়। রাজধানী ত্রিবান্দ্রামে সচিবালয় এবং কর্পোরেশন বিল্ডিংস্-এর সামনে বিক্ষোভরত কর্মচারীদের উপর লাঠি চার্জ করা হয়। পুলিশ-লক-আপে ধৃত কর্মচারীদের নির্মমভাবে প্রহার করা হয়।

আলোচনার টেবিলে সরকারে নতি স্বীকার

ধর্মঘটের শুরু থেকে জয়েন্ট এ্যাকশন কাউন্সিল সরকারের সংগে আলোচনার দরজা খোলা রাখে। ১০ই ফেব্রুয়ারী মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুত মেনন জয়েন্ট কাউন্সিলের বেশীরভাগ সংগ্রামী সংগঠনগুলিকে বাদ দিয়ে পেটোয়া সংগঠনগুলিকে নিয়ে বৈঠক ডাকেন। সেই আলোচনার বিষয়বস্তু থেকে ধর্মঘটের মূল দুটি দাবীকে বাদ রাখা হয়। জয়েন্ট এ্যাকশন কাউন্সিলের পক্ষ থেকে অবিলম্বে সমস্ত ধৃত কর্মচারীদের মুক্তি, সমস্ত সংগ্রামী সংগঠনগুলিকে আলোচনার বৈঠকে আমন্ত্রণ এবং ধর্মঘটের দাবীগুলিকে আলোচনার বিষয়-বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানান হয়। ১০ই ফেব্রুয়ারীর বৈঠকে মুখ্য-মন্ত্রী প্রথমে অস্বীকৃত হলেও পরে জয়েন্ট এ্যাকশন কাউন্সিলের দৃঢ়তার সামনে তিনি দাবী দুটি সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করতে রাজী হন এবং এক সপ্তাহের মধ্যে তৎসম্পর্কে সরকারী ঘোষণা জানাবার প্রতিশ্রুতি দেন।

—'সংগ্রামী হাতিয়ার' থেকে।

দেশে দেশে সংগ্রাম

স্বদেশে

বন্দর শ্রমিকদের ধর্মঘট

সারা ভারতবর্ষের দু'লক্ষ বন্দর কর্মীদের চারদিন ব্যাপী ধর্মঘট ভারত-বর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাস থেকে মোট বেতনের ২০ শতাংশ অথবা ১০০ টাকা অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা, প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের জন্যে বেতন কমিটিতে শ্রমিক সংস্থাগুলির প্রতিনিধিত্ব, ডক শ্রমিকদের ৩৭ দিনের বোনাস, মূল বেতন এবং মহার্ঘভাতা সংযোগীকরণ প্রভৃতি দাবীর ভিত্তিতে বন্দরের শ্রমিক কর্মচারীরা ১৫ই জানুয়ারী মধ্য রাত্রি থেকে লাগাতার ধর্মঘট শুরু করেন। সন্ত্রাস দমন পীড়ন, ভারত রক্ষা আইন প্রয়োগ, সেনা-বাহিনী, আঞ্চলিক সেনাবাহিনী নিয়োগ প্রভৃতি অস্ত্র প্রয়োগ করে ধর্মঘট ভাঙ্গার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল—শ্রমিক কর্মচারীদের অটুট মনোবলকে ভাঙ্গা যায় নি।

ধর্মঘটের ব্যাপক সাফল্যে সরকারের যখন কোণঠাসা এবং দিশেহারা অবস্থা ঠিক সেই সময়ে ১৯শে জানুয়ারী অনুমোদিত ফেডারেশনগুলির নেতৃবৃন্দ নয়াদিল্লীতে সংশ্লিষ্ট সরকারী নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর শ্রমিক কর্মচারীদের মতামতের তোয়াক্কা না রেখে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বন্দরের শক্তিশালী সংগঠন সি. আই. টি. ইউ-কে কোন বৈঠকে ডাকা হয়নি।

ধর্মঘটের পূর্ব মুহূর্তে সরকার যে প্রস্তাব দিয়েছিল বস্তুত প্রায় সেই শর্তেই ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছে। এর দ্বারা পোর্ট ও ডক শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আরও কয়েকদিন ধর্মঘট চালালে সরকারকে বেশ কিছুটা নতি স্বীকার করতে হত। চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ৫ই জুলাই পর্যন্ত মোট ১২০ টাকা এবং ৬ই জুলাই থেকে ৩১শে ডিসেমাবর পর্যন্ত মোট ১৮০ টাকা এবং ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ৫০ টাকা অন্তর্বর্তী রিলিফ শ্রমিক-কর্মচারীরা পাবেন। (এই রিলিফ বেতন কাটার কালাকানুনের আওতায় পড়বে)

বন্দর কর্মীদের এই ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে এটাই আবার প্রমাণিত হল যে আপসকামী এবং সংস্কারবাদী নেতৃত্বের পরিচালনায় দীর্ঘস্থায়ী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সফল পরিণতি সম্ভব নয়। এই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শ্রমিক কর্মচারীরা সংগ্রামী ইউনিয়নের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। এর মধ্যে আন্দোলনের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন গত ১২ই থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত কনভেনশনের মধ্য দিয়ে পোর্ট ও ডক শ্রমিক এবং নাবিকদের সারা ভারত ফেডরেশন গঠিত হয়েছে।

চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট

৩৩ দিন ধর্মঘট করার এক বৎসর অতিক্রান্ত না হতেই ভারতের সাম্প্রতিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘতম—৬ই জানুয়ারী থেকে ৪৮ দিনের লাগাতার ধর্মঘট করার পর ৬২টি মিলের ২$^{১}/_{২}$ লক্ষ চটকল শ্রমিক শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট তুলে নিতে বাধ্য হন।

পরিস্থিতি যখন সম্পূর্ণ মালিকের অনুকূলে ঠিক তখনই INTUC, AITUC এবং HMC একতরফাভাবে ধর্মঘটের দিন ঘোষণা করলে শ্রমিক ঐক্যের স্বার্থে BCFMU ঘোষিত তারিখ থেকে লাগাতার ধর্মঘট শুরু করার কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হন। কারণ ন্যায্য ও জরুরী ১০ দফা দাবীগুলি ছিল—২০% বোনাস, চটশিল্প জাতীয়করণ, কাঁচা পাট সরকারকে ১০০ টাকা মণ দরে কিনতে হবে, ভট্টাচার্য কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করা, বেতন ও ভাতা কাটা বন্ধ করা, বদলী শ্রমিকদের কাজ অথবা ভাতা, ফুরন শ্রমিকদের জন্য গ্রেড স্কেল—ইত্যাদি।

এই ধর্মঘটে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ যখন ১০০%, অথচ মালিকদের মজুত মাল নিঃশেষ এবং অর্ডার জমছিল, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও শ্রমিকদের সংগ্রামী মানসিকতা ছিল অটুট, এবং আর মাত্র কয়েকদিন ঐক্যবদ্ধ ভাবে ধর্মঘট চালালে মালিকরা নতি স্বীকার করে শ্রমিকদের দাবীর সুমীমাংসার বাধ্য হত ঠিক তখনই ছ'টি বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের বিরোধীতা সত্ত্বেও ২০শে ফেব্রুয়ারী INTUC, AITUC এবং HMC এর একাংশ ধর্মঘট প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করে পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় ধর্মঘট ভাঙ্গার কাজে লেগে যায়, অথচ ধর্মঘটের মাসখানেক পরেও মালিকদের তাগিদে রাজ্য সরকার ধর্মঘট তুলে নিতে পরামর্শ দিলেও BCMUর দৃঢ়তায় অন্যান্য ইউনিয়ন ঐ প্রস্তাবে সায় দিতে পারে নি।

পুঁজিপতি গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় তৎপর পুলিশের দমননীতি ও নেতৃত্বের একাংশের বিশ্বাসঘাতকতার মুখে দাঁড়িয়ে নীচের তলার শ্রমিকদের ঐক্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে চটকল শ্রমিকদের বাকী ছটি ইউনিয়ন ২৩শে ফেব্রুয়ারী ধর্মঘট তুলে নিতে বাধ্য হন।

ধর্মঘটের নীচের তলার শ্রমিকদের প্রসারিত দৃঢ় ঐক্য সমস্ত দমনপীড়ন ও শাসকশ্রেণীর অপচেষ্টা উপেক্ষা করে, শত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে দীর্ঘস্থায়ী বৃহত্তর আন্দোলন পরিচালনার যোগ্য সংগঠনকে আরও মজবুত করে গড়ার কাজ এগিয়ে চলেছে।

সারাভারত—২রা ডিসেম্বর সংসদ ভবনের সামনে নতুন বেতন চালুর দাবীতে বিভিন্ন রাজ্যের অধ্যাপকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

৬ই জানুয়ারী কর্মচারী বিরোধী নীতি এবং প্রমোশন সংক্রান্ত চুক্তি নাকচ প্রভৃতির প্রতিবাদে ন্যাশনাল এ্যান্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের সারা ভারতের ৬ হাজার কর্মচারী ২ ঘন্টা কলম ধর্মঘট করেন।

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার প্রভৃতি ৭ দফা দাবীতে ১৬ই ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়া নন গেজেটেড অডিট এ্যান্ড এ্যাকাউন্টস এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে সারা ভারতের প্রায় ৭০ হাজার কর্মচারী তিনদিন ব্যাপী ব্যাজ ধারণ করে বিক্ষোভ দেখান।

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ডাকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের কর্মচারীদের স্বার্থবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ভারতের সর্বত্র প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়।

দিল্লী—১৫ই জানুয়ারী সংগ্রাম কমিটির ডাকে বেতন কাটার কালাকানুন প্রত্যাহার, মূল্যবৃদ্ধিরোধ ও বেকারীর বিরুদ্ধে রাজধানীতে এক সফল সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয়।

ত্রিপুরা—২৬শে ডিসেম্বর সমন্বয় কমিটির ডাকে ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীরা পে-কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে মিছিল করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

রাজস্থান—৩১শে অক্টোবর থেকে স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের কর্মীরা ১ জন কর্মীকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে গ্রেপ্তার উপেক্ষা করে ধর্মঘট শুরু করেন।

জম্মু—শ্রীনগরের সরকারী প্রিন্টিং প্রেসের শ্রমিকরা ২১শে জানুয়ারী

চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা প্রভৃতির দাবীতে ২ দিনের টুল ডাউন ধর্মঘট করেন।

বিহার—১লা মার্চ থেকে বিহারের ৩ হাজার বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের ৩৮ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরা সরকারের বেসরকারী স্কুল সমূহ অধিগ্রহণ এবং বেতন স্কেলে সমতা ইত্যাদি দাবীতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেছেন।

আসাম—২৫শে মার্চ আসামের রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা তাদের ন্যায্য ও জরুরী দাবীর ভিত্তিতে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে গণছুটি গ্রহণ করেন।

কেরালা—৩১শে অক্টোবর থেকে বেতন ও ভাতা সংক্রান্ত সরকারী প্রতিশ্রুতির প্রতিবাদে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ইঞ্জিনীয়াররা ধর্মঘট শুরু করেন। ১০ই ডিসেম্বর রেশনের পরিমাণ বৃদ্ধি ও দমনপীড়ন বন্ধের দাবীতে ৫টি বামপন্থী দলের আহ্বানে পুলিশী হামলা ও গ্রেপ্তার উপেক্ষা করে রাজ্যব্যাপী সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়।

তামিলনাড়ু—২৩শে ডিসেম্বর থেকে ২৫ হাজার চিনিকল শ্রমিক ন্যূনতম ৩১৪ টাকা মজুরীর দাবীতে সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে ধর্মঘট শুরু করেন। ১৭ই জানুয়ারী থেকে ভেলোরের ক্রিশ্চান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কর্মচারীরা ২৩ জন ছাঁটাই কর্মীর পুনর্বহালের দাবীতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেন। পারমাকুড়ির ১০ হাজার তাঁত শ্রমিক ন্যায্যমূল্যে রেশন সরবরাহ ও বেতন কাটা বন্ধের দাবীতে ধর্মঘট করেন।

মহারাষ্ট্র—৩০ অক্টোবর ৭টি কেন্দ্রীয় ট্রেড-ইউনিয়নের যুক্ত আহ্বানে বেতন কাটার কালা কানুনের প্রতিবাদে রাজ্যব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। বোম্বাইয়ের সোয়া দু'লক্ষ সুতাকলের শ্রমিক এই ধর্মঘটে যোগ দেন।

পশ্চিমবঙ্গ—মালিকপক্ষের শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ন্যায্য দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ক্যারিয়ার ট্রান্সপোর্ট শ্রমিকরা সফল প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন।

ছাঁটাই ও বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবীতে কেশোরাম রেয়নের শ্রমিকরা ১১ই ফেব্রুয়ারী থেকে লাগাতার ধর্মঘট শুরু করেন।

১৯৭৪ সালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রদেয় প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করার দাবীতে ৮ই ফেব্রুয়ারী কন্‌ফেডারেশন অব স্টেট ও ডক্টরস এ্যান্ড ইঞ্জি-

নীয়ারস-এর ডাকে ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়াররা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ২৪ ঘন্টার গণ-অবস্থান করেন এবং পূর্বাঞ্চলের ইঞ্জিনীয়াররা সর্বত্র ৭ই ফেব্রুয়ারী গণছুটি গ্রহণ করেন। পুনর্বার তাঁরা ২২-২৯ মার্চ নিয়মমাফিক কাজ ও ৩১ মার্চ গণছুটি নিচ্ছেন।

হাওড়া—ফোর্ড গ্লাস্টার স্টেট শ্রমিকরা ১৪ দফা দাবীতে ১০১ দিন ধর্মঘট করে গত ২৭শে জানুয়ারী এক ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে ১৪ দফা দাবী আদায়ের স্বীকৃতি অর্জন করেন।

৮৮৪ জন ছাঁটাই শ্রমিকের পুনর্বহাল, চাকুরীর শর্তাবলীর পরিবর্তন ও ন্যায্য ও জুরুরী দাবীতে ২৭শে জানুয়ারী থেকে পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের এফ. বি. আই শ্রমিকরা লাগাতার ৪২ দিন ধর্মঘট করেন। এতে কলিকাতা সহ বিভিন্ন সহরের রেশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। ডি. আই. আর ও মিসায় শত শত কর্মী গ্রেপ্তার, লাঠি, গুলি, শত শত শ্রমিকর উপর ছাঁটাই নোটিশ, গুণ্ডার আক্রমণ উপেক্ষা করে এই ধর্মঘট অব্যাহত ছিল। শাসকশ্রেণীর অনুগামী সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও এই আক্রমণ নেমে আসে। প্রচণ্ড দমনপীড়নের মুখে কর্মচারীরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেন।

মাসিক সর্বনিম্ন ৩০০ টাকা মজুরী, নারী-পুরুষ শ্রমিকদের সমান কাজে সমান মজুরী ইত্যাদি ১৪ দফা দাবীতে ফেডারেশন অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল বিড়ি এ্যান্ড টোবাকো ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের আহ্বানে ৩ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন।

শিক্ষক হত্যার প্রতিবাদে হাওড়া শহরের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আহ্বানে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ধর্মঘট করেন।

বিদেশ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—সঙ্কটের শরাঘাতে গোটা মার্কিন দুনিয়াটাই ব্যতি-ব্যস্ত। একদিকে মুদ্রাস্ফীতি, উৎপাদন হ্রাস, বেকারীবৃদ্ধি ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি (একবছরে ১৪ লক্ষ বৃদ্ধি) (৭৪ সালের দশ মাসে বেড়েছে ২২.৬%) অন্য-দিকে মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে এবং মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে অসংখ্য ধর্মঘটে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক অংশ গ্রহণ করছেন। ধর্মঘটের জোয়ারে একচেটিয়া মূলধনের প্রায় ৫ হাজার মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছে।

১২ই নভেম্বর থেকে সোয়া লক্ষ কয়লা খনি শ্রমিকের ধর্মঘটের সমর্থনে ব্যাপক শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসেন। ১৩ হাজার জাহাজী শ্রমিক মিসিসিপিতে ধর্মঘট করেন। ১৬ হাজার আন্তঃরাজ্য বাস শ্রমিক ১৮ ২৭শে নভেম্বর ধর্মঘট করেন। ৩ হাজার ডেয়ারী ও দুগ্ধ পরিবহন শ্রমিক কাজ ছেড়ে চলে যান। ২৮শে আগষ্ট থেকে নিউইয়র্কের ডাক-বিভাগের কর্মচারীরা তিনমাস ব্যাপী ধর্মঘট চালান। স্ট্যান্ডার্ড মোটর কারখানার ১ হাজার নিগ্রো শ্রমিক ১ মাস ধরে ধর্মঘট চালান। ১৯৭১ সালের পর খনি শ্রমিকদের জাতীয় ধর্মঘটে ১ লক্ষ ২০ হাজার শ্রমিকের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সোচ্চার হয় তাদের দাবী বেতন ও পেনশন বৃদ্ধি এবং চাকুরীর অবস্থার উন্নতি প্রভৃতি। সর্বত্র শ্রমিক শ্রেণীর জঙ্গী আন্দোলনের প্রতি জনগণের সংহতি জ্ঞাপনের ভূমিকা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

তিন বছর আগে ভিয়েতনাম-যুদ্ধ-বিরোধী মার্কিন নাগরিকদের ওয়াশিংটনের ক্যাপিটল বিল্ডিং-এর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় ১২০০ বিদ্দক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করা হয়। ১৭ই জানুয়ারী জুরিরা রায় দিয়েছেন উক্ত বিক্ষোভকারীদের প্রত্যেককে সরকারকে ১০,০০০ ডলার করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যেহেতু তাঁদের মিছামিঠি গ্রেফতার করে তাঁদের নাগরিক অধিকার লঙঘন করা হয়েছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশ্বে যত মামলা হয়েছে এটিই তার মধ্যে বৃহত্তম।

ডেনমার্ক—ডেনমার্কের দু'লক্ষ শ্রমিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং ট্যাক্স হ্রাসের দাবীতে এবং নভেম্বর মাসে ১ দিন কোপেনহেগেনের ১ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করেন।

বৃটেন—সমগ্র বৃটেনে ধর্মঘট সংগ্রাম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নিজেদের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করছেন মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বৃটেনের বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারী ধর্মঘট করছেন। ১২ই জানুয়ারী থেকে হাসপাতাল চিকিৎসকদের নিয়মমাফিক কাজ, ১৩ই জানুয়ারী থেকে এ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারদের ধর্মঘট চলছে।

গত বছর ২০শে অক্টোবর থেকে গ্লাসগোর ৩ হাজার পরিবহন শ্রমিক ধর্মঘট করেন। স্কটল্যান্ডে ছ' হাজার পরিচালক অক্টোবর মাসে ধর্মঘট করেন। পশু বিভাগের ছ'হাজারের বেশী কর্মী দেড় মাস ধর্মঘট করেন।

১৯৭৪ সালের প্রথম ৮ মাসে ১০ লক্ষ ৩৬ হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল

হন। এতে প্রায় ১ কোটি শ্রম দিবস নষ্ট হয়, দু'লক্ষ ৭০ হাজার কয়লাখনি শ্রমিকের গত বছর ফেব্রুয়ারী মাসে দেশব্যাপী ১ মাস যাবৎ লাগাতার ধর্মঘট এবং মে মাসে ১০ লক্ষ ইঞ্জিনীয়ারিং শ্রমিকের সাধারণ ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য।

ফ্রান্স—দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে, মজুরী বৃদ্ধি, কাজের নিরাপত্তা প্রভৃতির দাবীতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে ১৯শে নভেম্বর দেশের সর্বত্র সর্ববৃহৎ শ্রমিক ধর্মঘট সংগঠিত হয় এবং ১০ লক্ষ শ্রমিক এই দিন বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। গত বছর শুধু জুলাই মাসের মধ্যেই ৮ লক্ষাধিক শ্রমিক ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেন। শ্রম দিবস নষ্ট হয়েছে ২৩ লক্ষ।

ফিনল্যান্ড—মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে ও মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবাদে ১৫ই অক্টোবর বিশ সহস্রাধিক শ্রমিক-কর্মচারী ধর্মঘট করেন।

পর্তুগাল—১৯টি নাটো সামরিক জাহাজের আগমনকে কেন্দ্র করে লিসবনের ১৫ হাজার ডক-শ্রমিক মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ করেন।

দক্ষিণ কোরিয়া—অত্যাচার আক্রমণ উপেক্ষা করে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা প্রভৃতি ১৪ দফা দাবীতে উলমান শিল্প ইয়ার্ডের শ্রমিকরা গত বছর ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে লাগাতার ধর্মঘট করে দাবী মেনে নিতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করে।

বাক্ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবীতে সাংবাদিক ও সংবাদপত্র কর্মীরা ২৪শে অক্টোবর ধর্মঘট করেন ও বিক্ষোভ দেখান।

ইতালি—মূল্যবৃদ্ধির সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ বেতন ও মহার্ঘ ভাতার দাবীতে গত বছর ৪ঠা ডিসেম্বর সর্বস্তরের ১ কোটি ৩০ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করেন। মজুরী বৃদ্ধি, পেনশন, চাকুরীর নিরাপত্তার দাবীতে ৫ই ডিসেম্বর ৫ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করেন। বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতির দাবীতে সাংবাদিকরা ১৩ই ডিসেম্বর থেকে ৪৮ ঘন্টার ধর্মঘট পালন করেন। মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে সর্বস্তরের প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিক গত ১৭ই অক্টোবর ৪ ঘন্টার প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। প্রশাসনিক সংস্কারের দাবীতে দু'লক্ষ সরকারী কর্মচারী সম্প্রতি ধর্মঘট করেন।

এদেশে বেকার বেড়েই চলেছে যার রেজেষ্ট্রিকৃত সংখ্যা ১২ লক্ষ ২২ হাজার আর গত বছর কাজের ঘন্টা নষ্ট হয়েছে ৭০ লক্ষ ৮০ হাজার।

৫ই ফেব্রুয়ারী ৬½ হাজার বিচারক বেতন বৃদ্ধির দাবীতে ৪৮ ঘন্টা ধর্মঘট করেন, এবং ১লা মার্চ থেকে ৭½ হাজার বিচারক নিয়মমাফিক কাজ শুরু করে বিচারের কাজকর্ম প্রায় অচল করে দিয়েছেন। রোমে ৭৫ শতাংশ লোক এই আন্দোলনের সমর্থন করছেন।

—জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহে রোমে ফ্যাসিষ্ট দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে হাজার হাজার নরনারী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

জাপান—দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি হ্রাস, মজুরী বৃদ্ধি, কাজের নিরাপত্তা প্রভৃতির দাবীতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের ডাকে ২৬শে নভেম্বর রাত থেকে ৪৮ ঘন্টার ধর্মঘট হয়।

স্পেন—সুষ্ঠু বেতন হার প্রভৃতির দাবীতে ৬ই ডিসেম্বর উত্তর পশ্চিম বস্ক প্রদেশের ৫০ হাজার এবং নাভারে প্রদেশের ৩০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করেন। মজুরীবৃদ্ধির দাবীতে এবং লে অফের (গত বছরে ৫০০০ শ্রমিক কর্মহীন হয়) প্রতিবাদে ১০ হাজার শ্রমিক ১৫ই জানুয়ারী ধর্মঘট করেন।

কানাডা—শুধু '৭৪ সালে লে-অফের জন্য প্রায় ৬ লক্ষ শ্রমিক বেকার আর বেকারী বৃদ্ধির হার ৬.১%।

পশ্চিম জার্মানী—দেশের প্রায় ৯½ লক্ষ এবং ৫ লক্ষ যথাক্রমে পূর্ণ ও অর্ধ বেকার। বেকারি বৃদ্ধির হার ১৮.৯% তার ওপর নভেম্বর মাসে ৬,৬০০টি কলকারখানায় কাজের দিন কমিয়ে দেওয়া হয়। এরই বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালে ১৯৭৩ সালের তুলনায় দ্বিগুণ সংখ্যক ধর্মঘট হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা—মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে ২৩শে অক্টোবর হাতেবি স্টফেটিন সোনা খনির ৪৩০০ শ্রমিক ধর্মঘট করেন। ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর পুলিশ বর্বর অত্যাচার করে ও দু'জন শ্রমিককে হত্যা করে। কার্লটনভিলিতে একটি খনির ১৪০০ শ্রমিক কাজ করতে অস্বীকার করে। চাকুরীর উন্নত শর্তাবলীর দাবীতে জারমিকটনে সহস্রাধিক শ্রমিক ধর্মঘট চালিয়েছেন। মালাওইর ১৬০০ শ্রমিক ধর্মঘট করেন।

মালয়েশিয়া—মজুরীবৃদ্ধি এবং চাকরীর উন্নত শর্তাবলীর দাবীতে জাতীয় বিদ্যুৎ বোর্ডের তিন হাজারের বেশী শ্রমিক কর্মচারী অক্টোবর (৭৪) মাসে ধর্মঘট করেন।

—দীপংকর বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের

২৬শে মার্চ '৭৫ অনুষ্ঠিত

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভায় গৃহীত

সমতিগত আন্দোলনের কর্মসূচী

১৬ থেকে ২৬শে এপ্রিল '৭৫ ঃ সাংগঠনিক সফর

৬ই মে	ঃ	জেলাস্তর পর্যন্ত সাংবাদিক সম্মেলন
১২ থেকে ১৭ মে	ঃ	পোষ্টারিং ও লিফলেট বিতরণ
১৯ থেকে ২৪ মে	ঃ	প্রতিটি ইউনিট সভা থেকে প্রস্তাব গ্রহণ ও অফিস কর্তৃপক্ষ মারফৎ মুখ্যমন্ত্রীকে প্রেরণ
৩১ মে	ঃ	এপ্রিল-মে মাস ব্যাপী বক্তিগত **প্রতিবাদ পত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান** শেষে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রেরণ
৭ জুন	ঃ	***গণতান্ত্রিক কনভেনশন*** (জেলাস্তর পর্যন্ত)
২১ জুন '৭৫	ঃ	জেলায় জেলায় ৮ ঘন্টা **গণ অবস্থান**

5th year 1st Issue SONJOG March '75
Registered with Registrar of Newspapers of India under R. N. 18559/71

মূল্য ৩০ পয়সা